ব্যার নারদ্যাঁ দে সাঁ্যা পীয়্যার

পল ও ভির্জিনি

মূল ফরাসী হ'তে অনুবাদ করেছেন

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স
৩৪নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২।

প্রকাশক :

শ্রীরণজিৎ সেন

আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স

৩৪নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২

প্রথম মুদ্রণ—১লা আষাঢ় ১৩৬২

দাম : তিন টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন:

শ্রীঅমূল্য দাস

মুদ্রাকর :

শ্রীগিরীন্দ্র শংকর বক্‌সী

পূরবী প্রেস

৫১নং, মলঙ্গা লেন

কলিকাতা—১২ হইতে

মুদ্রিত।

স্নেহের অনাথ-কে

—মা—

পল ও ভির্জিনি'র মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন উৎকর্ষের আভাষ পাওয়া যায় সে কারণে বই খানিকে ফরাসী সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্ন হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বই খানির ভাষায় ও লেখবার ভঙ্গীতে সুচতুর শিল্পির ছাপ রয়েছে। মানুষের অতি গোপন অনুভূতির ছবিগুলিকে লেখক সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এম,জে, শোণিয়ে ; কুর দে লিতেরাতুর দ্য লা হার্প।

পল ও ভির্জিনি বইখানির মধ্যে একটা বিষাদভরা, আনন্দোজ্জ্বল দৃশ্য ফুটে উঠেছে। ফুলে ফলে ভরা বাগানে চাঁদের আলোর সঙ্গে সে ছবির তুলনা করা যেতে পারে। ব্যারনাবর্দ্যা দে সঁ্যা পীয়্যার বইখানির মধ্যে ধর্মের সৌন্দর্য এবং ঈশ্বরের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। তাই তার এই বইখানি এত ভালো লাগে।

শাতোব্রিয়াঁ।

পল ও ভির্জিনি একটি প্রেমের ইতিহাস। মানুষের জীবন

প্রোদোষের অশ্রু ভেজা করুণ কাহিনী, পড়লে চোখ ভিজে ওঠে।

একটি অতি সাধারণ ঘটনা নিয়ে বইখানি লেখা; দুই হতভাগ্য জননীর পদতলে দুটি শিশুর দোলনা, তাদের নিষ্পাপ ভালোবাসা, তাদের নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, কদলী কুঞ্জের দুটি কবরের অন্তরে দুটি অবিচ্ছিন্ন হৃদয়……এসব বিষয় সকলেই বুঝতে পারে রাজ-প্রাসাদ থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রতীরে জেলেদের কুঠিরের অধিবাসীরা, সকলেই এ জিনিষ বুঝতে পারে। কবিতা খোঁজবার জন্যে বেশী দূরে যা'বার প্রয়োজন হয় না - কবিতা মানব হৃদয়ের, দুএকটি আঁচড়ে তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারলে বহু শতাব্দীর চোখের জল ঝরাতে পারে। অসীম মানুষের মন বিমুগ্ধ করে, সুন্দর মানুষকে প্রতারিত করে কিন্তু ললিত-কলার ক্ষেত্রে করুণের প্রভাব সুনিশ্চিত। যে মন ভেজাতে পারে সে সব কিছু পারে।

লামাতিন (গ্রাৎসিএলা,)

পল ও ভিজিনি বইখানির মধ্যে সব কিছুই সম্পূর্ণ, সব কিছুই সুন্দর, সব কিছুই চমৎকার। বই খানির প্রতি অংশে সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে, প্রকাশের মধ্যে যেন একটা সাবলীলতা রয়েছে — জোর করে মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে না। ঘটনা

স্থলের বর্ণনা, নীতি কথা, বৈপরিত্য, গল্পের পৃষ্ঠ ভূমিতে সুন্দর ভাবে বিকশিত হ'য়েছে—বইখানির শুরু থেকেই…মনের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগে…গল্পের ঘটনার সঙ্গে পাঠকের মনের যেন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সুত্রপাত হ'য়।

স্যাঁৎ বেভ

ব্যারনারদ্যাঁ দে স্ত্যাঁ পীয়্যার দেখেন সুচতুর দর্শকের মত। আঁকেন নিপুণ শিল্পির মত। তিনি ভাষায় ছবি আঁকতে পারেন বিষয় বস্তুকে রাঙ্গিয়ে তুলতে পারেন। 'পল ও ভির্জিনি'তে তার ইয্যতিক্রম নেই। নিশার

পল ও ভির্জিনিকে দান্তেও সেক্সপীয়্যারের প্রেমিক প্রেমিকা পাওলো ফ্রাঁচেস্‌কা, রোমিও জুলিয়েটের সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে। কিন্তু ব্যারনারদ্যাঁ দে স্ত্যাঁ পীয়্যার দুটি জীবন্ত চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন: এ সৃষ্টি বড় কম গৌরবের নয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এদুটি জীবন চরিত্র নয়, কেবল দুটি নাম—স্বপ্নময় অনুভূতিশীল দুটি জীবন।—সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু মন কে টানে। বই খানি পবিত্র প্রেমের বিষাদময় স্বপ্নে ভরা—এই স্বপ্ন দেখেই মানুষ কঠিন বাস্তবের বুকে বাঁচবার মত আনন্দ পায়: পল ও ভির্জিনির মত চরিত্র

শাতোব্রিয়া, বায়রন ও লা মার্তিনের জন্ম দিয়েছে।

G. Lanson.

ব্যারনারদ্যাঁর দোষগুলি এই বইখানির ভিতর গুণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাই বইখানি চিত্তাকর্ষণ করে। বিষয়বস্তু সাধারণ কিন্তু সাজের নতুনত্বে যেন চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। সুদূর আকাশের নিচে, সভ্যতার সংস্পর্শহীন ভূমির উপর, অতি সাধারণ জীবনের স্বপ্ন। স্বপ্ন বলে মনে হয় না, স্বপ্নকে বাস্তবের সংস্পর্শে নিয়ে এসে সাহিত্যকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে: চাষীদের জীবন, দাসেদের জীবন, জাহাজ ডুবি (সত্যি ঘটনা) এ সবই বাস্তবতায় পরিপূর্ণ। উপন্যাসখানি কাব্যের মত মিথ্যা —কিন্তু সাজ সজ্জার ফলে, এবং পারিপার্শিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে এবং লেখবার ধারায় তা আর মিথ্যা বলে মনে হয় না।

D. Mornet.

পল ও ভির্জিনি

ইল দে ফ্রাঁন্সের পব লুই বন্দবের পিছন দিকের পাহাড়টাব পূর্বে, খানিকটা চাষের জমির উপর দুখানি ভাঙ্গা কুঁড়ে। স্থানটার চারিদিকে পাহাড়। সেই জমির উত্তর দিকে কেবল মাত্র একটি প্রবেশ পথ। বাম দিকে মর্ণ দে লা দেকুভ্যার্ত্ নামে আর একটি পাহাড়। ইল দে ফ্রাঁন্সে যে সব জাহাজ আসে, এই পাহাড়টার উপর থেকে তাদের নিশানা দেখানো হয়। পাহাড়টার পাদদেশে পরলুই সহর, ডান দিকে পরলুই থেকে পাঁম্পল্‌মুশ'এ যাবার পথ। একটা ফাঁকা জমির উপরে দেখা যাচ্ছে পাঁম্পল্‌মুশের গির্জা। গির্জার চার পাশে রাস্তা। রাস্তার দুধারে বাঁশ ঝাড়। সহরের শেষ প্রান্তে একটা বনভূমি চোখে পড়ে। সমুদ্রতীরে একটা প্রণালীর সন্নিকটে "অভাগা অন্তরীপ", তারপর সুবিস্তৃত সমুদ্র। সমুদ্রের সুনীল বুকে কতগুলি ছোট ছোট দ্বীপ ফুলের মত ফুটে রয়েছে। দ্বীপ গুলির মধ্যে প্রধান দ্বীপ হচ্ছে "কঁয় দে মীর"— উর্মিমালার বুকে একটা বাঁধের মত পরিদৃশ্যমান। সমুদ্রতীরে আহত উর্মিমালার এবং বনভূমির গাছে গাছে বাধাপ্রাপ্ত হাওয়ার গর্জনধ্বনী

পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে ফিরে আসে উপত্যকার প্রবেশ পথে। কিন্তু ভাঙ্গা কুঁড়ে দুটির কাছে এলে আর কোন শব্দই কানে আসেনা এবং চারিদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের প্রাচীর ব্যতীত আর কিছুই চোখে পড়ে না। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপ। পাহাড়ের চুড়াগুলি সব সময়েই মেঘে ঢাকা। বৃষ্টির সময় পাহাড়ের সবুজ বুকে রামধনু ওঠে এবং পাদদেশের জলধারাগুলি জলপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। চারিদিকে একটা নিস্তব্ধতা—বাতাস জল আলো সবই যেন শান্তিময়। দূরে হাওয়ায় দোদুল তাল গাছের পাতাগুলির মৃদু গুঞ্জনধ্বনিও কদাচিৎ সেখান থেকে কানে আসে। উপত্যকার উপর কেবল দুপুরের দিকে সূর্য দেখা দেয় কিন্তু সেই স্থানটা সব সময়ে আলোয় ভরা। ভোর না হ'তেই সেই স্থানটির চারিদিকে পাহাড়ের চুড়ায় সূর্যের আলো এসে পড়ে। নীল আকাশের বুকে সোনালী ও লাল রঙ্গের ঢেউ খেলতে থাকে।

সেই স্থানটায় আমার যেতে ভালো লাগতো। সেখানে দৃশ্যের যেন আর শেষ নেই। সেই নিত্য পরিবর্তনশীল দৃশ্য এবং সেই স্থানটার নিস্তব্ধতা উপভোগ করবার মত, আনন্দ দায়ক।

একদিন আমি সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে দুটির কাছে বসে

চিন্তা করছি, এমন সময় আমার চোখে পড়লো একজন অতি বৃদ্ধ লোক এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে মনে হ'লো সেই দ্বীপেরই অধিবাসী, কারণ বৃদ্ধের গায়ে সেই দেশের অধিবাসীদের মতই একটি ফতুয়া এবং খালি পা। বৃদ্ধ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধের মাথার চুলগুলি একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে, মুখমণ্ডলে সরলতা এবং সাধুতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। আমি তাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করতে, বৃদ্ধ আমার দিকে এগিয়ে এসে প্রতিনমস্কার করলে এবং আমার পাশে বসলো। তারপর আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইলো। তাকে দেখে মনে হ'লো সে আমায় সন্দেহ করছে না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম "আমায় বলতে পারেন এই কুঁড়ে ঘরে কারা বাস করতো ?",

বৃদ্ধ বললে "দেখ বাবা এই সব জমিতে আগে লোকের বাস ছিল। সে আজ বিশ বছর আগের কথা। দুটি মানুষ এ'দুটি ঘরে সংসার পেতে ছিল। তারা এখানে সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছিল। তাদের কাহিনী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু বলতে পার বাবা এমন কে ইউরোপীয় আছে যে ভারতের পথে সমুদ্রের বুকে এই নির্জন দ্বীপের এই দুটি সংসারের প্রাণীগুলির ইতিহাস জানতে চাইবে? লোকে তো কেবল রাজা রাজড়াদের ইতিহাসই জানতে চায়। কিন্তু বাবা তাদের ইতিহাস মানুষের

কী কাজে লাগবে বলতে পাব?"

আমি বললাম:

"—দেখুন, আপনাকে দেখে এবং আপনার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে আপনি জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। আপনার যদি সময় থাকে তাহলে জনশূন্য দ্বীপের উপর সেই পুরান মানুষদেব সম্বন্ধে যা জানেন আমায় বলুন। একথা তো সত্যি, মানুষ যতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হ'ক না কেন প্রকৃতি মানুষকে যে সৌভাগ্য দান কবে, সে সৌভাগ্যময় জীবনেব কথা মানুষের শুনতে ভালো লাগবে। কিছুক্ষণ কপালে হাত রেখে বৃদ্ধ যেন কি চিন্তা করলে। যেন সে তার স্মৃতির অন্তরাল থেকে সেই ইতিহাসের ঘটনাগুলি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছে। তারপব সে ধীরে ধীবে বলে যেতে লাগলো:

"১৭২৬ খৃষ্টাব্দ। নর্ম্যান্দির মঃ দে লাতুর নামে এক ব্যক্তি ফ্রান্সে একটি চাকরি পাবার চেষ্টা করে বিফল হ'য়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে সুখের সন্ধানে এই দ্বীপে এসে বাস করবে। সে ছিল বিবাহিত। তার স্ত্রীকে সে বড় ভালোবাসতো। তার স্ত্রীও সত্যিই তাকে ভালোবাসতো। তার স্ত্রী এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। তাদের গোপনে বিবাহ হয়। মেয়েটি কোন যৌতুক নিয়ে আসতে পারেনি, কারণ ছেলেটি পরিচিত ভদ্র সমাজের নয় বলে মেয়েটির পিতামাতার সে বিবাহে আপত্তি ছিল।

মেয়েটিকে পর লুইএ রেখে ছেলেটি গেল মাদাগাস্কারে দাস ক্রয় করতে। ইচ্ছে ছিল সেই কালো মানুষদের এদেশে নিয়ে এসে বসতি গড়ে তুলবে। যে সময় সে মাদাগাস্কারে নামলো সে সময় ভীষণ দুর্যোগ—অল্প কয়েকদিন পরেই সে জ্বরে ভুগে মারা যায়। সে দেশে বছরে ছয়মাস মড়কের মত জ্বর দেখা দিত। সেই কারণে কোন ইউরোপীয় সে দেশে এখনও বসতি গড়ে তুলতে পারেনি। ছেলেটির মৃত্যুর পর তার সঙ্গে যা কিছু জিনিষপত্র ছিল পরে কিছুই পাওয়া গেল না। দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে মরলে অবস্থা এই রকমই হ'য়ে থাকে। তার পুত্র সম্ভবা বিধবা স্ত্রী একলা রইলো এই দ্বীপে। তার আর কেউ রইলোনা—সঙ্গে ছিল কেবল এক নিগ্রো স্ত্রীলোক। পয়সা কড়ি দিয়ে যে কেউ তাকে এ দুর্দিনে সাহায্য করবে সেরূপ কোন ব্যবস্থা এ দেশে হ'বার উপায় ছিল না।

স্বামীর মৃত্যুর পর সে যে কারুর কাছ থেকে কোন সাহায্য চাইবে সে প্রকৃতিও তার ছিল না। তার এই দুর্ভাগ্য তাকে যেন আরও শক্তি ও সাহস দিলে। সে ঠিক করলে তার নিগ্রো সঙ্গিনীর সাহায্যে এক টুকরো জমিতে চাষ করবে এবং সেই চাষের ফসল থেকে সংসার চালাবে।

জনশূন্য দ্বীপের যে কোন স্থান সে বেছে নিতে পারতো চাষ করবার জন্য। কিন্তু চাষ করবার জন্যে সে খানিক উর্ব্বর ও

ব্যবসার অনুকুল জমি বেছে না নিয়ে পাহাড়ের গায়ে এমন একটি স্থান বেছে নিলে যাতে স্থানটি সে নিরাপদ আশ্রয়রূপে ব্যবহার করতে পারে। যেখানে সে একলা অপরিচিত হ'য়ে বাস করতে পারবে। সে সহর ছেড়ে এগিয়ে গেল পাহাড়ের দিকে কুলায় ফেরা পাখীর মত। সকল বেদনাহত ও অনুভূতি-শীল প্রাণীর প্রকৃতিই এই রকম, ওরা আশ্রয়ের জন্যে খুঁজে নেয় জনশূন্য স্থান। তারা মনে করে উঁচু পাহাড়গুলো দুর্ভাগ্যকে আড়াল দিয়ে রাখবে এবং প্রকৃতির নিস্তব্ধতা মনের অস্থিরতাকে শান্ত করবে। কিন্তু আমরা যখন পার্থিব সুখের জন্য ছটফট করতে থাকি, ঈশ্বর তখন আমাদের অন্যভাবে অনুগ্রহ করেন এবং মাদাম লাতুরকেও অনুগ্রহ করলেন। তিনি মাদাম লাতুরকে দিলেন একজন বন্ধু, যে ঐশ্বর্যও আনলে না ধনও আনলেনা।

প্রায় এক বছর পূর্ব্বে থেকেই এই স্থানে একজন শক্তি-শালিনী, ও অনুভূতিশীলা রমণী বাস করতো। তার নাম ছিল মারগেরীৎ। তার জন্ম ব্রিটেনে এক সাধারণ চাষীর গৃহে। এই সংসারের সে ছিল বড় আদুরে মেয়ে। সেই সংসারে থাকলে মেয়েটি সুখী হতো। কিন্তু তাদেরই বাড়ির কাছাকাছি একজন যুবককে সে ভালোবাসলে। যুবক মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে কথা দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের কামনা চরিতার্থ করে মেয়েটির কাছ থেকে দূরে সরে যায়। মেয়েটি তখন পুত্রসম্ভবা,

কিন্তু ছেলেটি নিজের পুত্রের ভরণ পোষণ পর্যন্ত করতে অস্বীকৃত হ'লো। তখন মেয়েটি ঠিক করলে চিরকালের জন্য সে সেই গ্রাম ছেড়ে যা'বে এবং কোন উপনিবেশে গিয়ে তার এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে। লুকিয়ে রাখবে তার এই ভুল নিজের জন্মস্থানের কাছে যেখানে তার একমাত্র ঐশ্বর্য ছিল তার সুনাম। বহু কষ্টে সে টাকা কড়ি ধার করে একজন নিগ্রোকে ক্রয় করেছিল—সেই লোকটি এই দ্বীপের এক স্থানে চাষবাস করতো।

নিগ্রো রমণীর সঙ্গে চলতে চলতে মাদাম দে লাতুর দেখা পেলে মারগেরীতের। মারগেরীৎ তখন তার শিশুকে স্তন পান করাচ্ছিল। একজন স্ত্রীলোকের দেখা পেয়ে তার ভারি আনন্দ হ'লো এবং মনে হ'লো এ স্ত্রীলোকটির অবস্থা তার নিজেরই মত। দু এক কথায় মাদাম লাতুর তার বিগত জীবনের কথা এবং উপস্থিত প্রয়োজনের কথা মারগেরীৎকে বললে। মাদাম দে লাতুরের কথা শুনে করুণায় মারগেরীতের মন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। এবং মাদাম দে লাতুরের মনের সকল সন্দেহ দূর করবার জন্য সে তার জীবনের ভ্রমের কথা সব তাকে বললে :

'আমার কথা যদি বল ভাই তা হ'লে বলতে হ'বে, আমি উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছি; কিন্তু তুমি, তুমি জ্ঞানী কিন্তু হতভাগী"—এই কথা বলে মারগেরীৎ মাদাম লাতুরকে নিজের

কুঁড়েতে বাস করবার জন্য বললে। তার কথা শুনে মাদাম দে লাতুর তাকে বুকে চেপে ধরে বললে: "ভগবানের ইচ্ছে আমার দুঃখের শেষ হয়—কারণ তিনি আমার প্রতি তোমার বুকে এতটা স্নেহ জাগিয়ে তুলেছেন। তা না হ'লে ভাই আমি তো তোমার কাছে অপরিচিত, এত স্নেহ তো আমার আত্মীয় স্বজনরাও আমায় করেনি।

আমি মারগেরীৎকে জানতাম। যদিও আমি এখান থেকে তিন মাইল দূরে লং পাহাড়টার পিছনে বাস করতাম তা হলেও আমি তাকে আমার প্রতিবেশী বলে ধরে নিয়েছিলাম। ইউরোপে একটি রাস্তা এমন কি একটা প্রাচীর সারা বছরে এক দিনের জন্য প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলতে দেয় না। কিন্তু উপনিবেশে, বন, পাহাড়, নদী এসব প্রতিবেশীদের পরস্পরের মিলনে বাধা দিতে পারে না। বিশেষ করে সে সময়ে, কারণ তখনও ভারতের সঙ্গে এ দ্বীপের ব্যবসা বাণিজ্য খুব বেশী ছিল না। এখানকার সকলেই সকলকে ভালোবাসতো; অপরিচিত কেউ এলে অতিথি হিসাবে তাকে সকলেই সেবা করতো, অতিথি সেবা তাদের কাছে ছিল কর্ত্তব্য এবং আনন্দ। যখন আমি শুনলাম আমার প্রতিবেশী একজন বান্ধবী পেয়েছেন, আমি গেলাম তাদের সঙ্গে দেখা করতে যদি তাদের কোন কাজে লাগতে পারি এই আশায়। মাদাম লাতুরকে দেখে আমার

মনে হ'লো তার সরলতাপূর্ণ আননে একটা বিমর্ষভাব। তাকে দেখতেও অপূর্ব। তখন তার প্রসবের সময় আগতপ্রায়। আমি এদের দুজনকে বললাম অন্ততঃ তাদের সন্তানদের ভালোর জন্য নিজেদের মধ্যে এ উপত্যকার জমিটুকু ভাগ করে নিতে। এখন থেকে ভাগ করে নিলে পরে আর কেউ এসে এখানে বসতি করতে পারবে না। জমি ছিল ৩০ বিঘা। তারা রাজী হ'লো এবং সে জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করলে। আমি সেই জমি প্রায় সমানভাগে দু-ভাগ করলাম। একটা অংশ হচ্ছে উপর দিকের অংশটা—যেখান থেকে লাতানিয়ের নদীটা শুরু হয়েছে—ঐযে মেঘে আবরিত একটা খোঁটা দিয়ে সীমানা নির্দ্দেশ করা রয়েছে—ঐ স্থান থেকে জমিটা শুরু হ'য়ে উন্মুক্ত প্রবেশ পথ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জমিটা পাহাড় আর বুনো জঙ্গলে ভরা—দু'পা হেঁটে যাওয়াও কষ্টকর এই জমির উপর দিয়ে। কিন্তু এই জমির উপর বড় বড় গাছ জন্মায় এবং এই জমিটা ঝর্ণায় ও ছোট ছোট নদীতে ভরা। নিচের অংশটা নিয়ে বাকি জমিটা নদীর ধারে ধারে আমরা যেখানে বসে আছি এই পর্যন্ত বিস্তৃত। এই খান থেকে নদীটা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের পানে বহে যাচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ঘাসে ভরা উর্ব্বর জমি রয়েছে, জমিও সমতল কিন্তু উপরের জমির অপেক্ষা যে এ জমিটা বেশী

ভাল, তা নয়। কারণ বৃষ্টির সময় জমিটা একেবারে জলে ডুবে যায় আর গ্রীষ্মকালে জমিটা একেবারে সীসার মত কঠিন হ'য়ে ওঠে। একটু জমি খুড়তে গেলে কোদালের প্রয়োজন হয়। জমিটি এমনভাবে ছুভাগ করে আমি স্ত্রীলোক ছুজনকে বললাম, কে কোন অংশ নেবে তা ঠিক করতে। উপরের জমিটি পড়লো মাদাম লাতুরের অংশে আর নিচের অংশটি পড়লো মারগেরীতের অংশে। নিজের নিজের অংশ পেয়ে তারা ছুজনেই সুখী হ'লো কিন্তু তারা বললে তাদের বাসস্থান আলাদা করা চলবেনা। কারণ—"আমরা পরস্পরের সব সময়ে দেখা পেতে চাই এবং প্রয়োজন হ'লেই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে কথা কইতে চাই।"

কিন্তু নিজের নিজের একটা নিরিবিলি স্থান প্রয়োজন। মারগেরীতের আশ্রয়টুকু ছিল উপত্যকার মাঝখানে, তার অংশের শেষে। আমি মারগেরীতের ঘরের কাছেই মাদাম লা তুরের একখানি ঘর তৈরী করে দিলাম। এমন স্থানে ঘরখানি তৈরী করা হ'লো যে ছুজনে পাশাপাশি অথচ যে যার জমির উপর রইলো। পাহাড়ের উপর থেকে আমি গাছের গুঁড়ি কেটে আনলাম এবং সমুদ্রের ধার থেকে গোল পাতা কেটে এনে তাদের ঘর ছেয়ে দিলাম। আজ তাদের কুঁড়ের চালও নেই দরজাও নেই, হায়? পড়ে আছে কেবল বেদনাময় স্মৃতি।

কাল কত বিশাল সাম্রাজ্যের স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করে দেয় কিন্তু এই মরুভূমির উপর বন্ধুত্বের স্মৃতি আজ পর্যন্ত নষ্ট করতে পারলে না —জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি সে স্মৃতি বহে বেড়াচ্ছি।

দ্বিতীয় কুঁড়েখানি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাদাম লাতুর একটি কন্যার জন্ম দিলেন। আমি মারগেরীতের পুত্রের ধর্মবাবা ছিলাম—তার নাম ছিল পল। মাদাম দে লাতুর আমায় বললেন তার মেয়ের নামকরণ করতে। কিন্তু মারগেরীৎ বললে মেয়েটির নাম রাখা হ'ক ভির্জিনি—"সে অসীম গুণ-সম্পন্না হবে, খুব সুখী হবে—কারণ আমি সৎপথে থাকতে পারিনি বলেই কষ্ট পেয়েছি"।

মাদাম লাতুর সুস্থ হ'য়ে উঠবার পর দেখতে দেখতে এই দুটি পরিবারের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হ'তে শুরু হ'লো এবং আমার, ও বিশেষ করে দাস দু'জনের সাহায্যে তাদের কিছু কিছু ফসল ঘরে আসতে লাগলো। মারগেরীতের দাসের নাম ছিল দোমঁ্যাগ। তার বয়েস হ'লেও ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। তার সাধারণ বুদ্ধি এবং স্বাভাবিক অনুভূতি শক্তি ছিল খুব বেশী। দুটি জমির যে অংশগুলি উর্ব্বর, সেই অংশগুলি আপন পর বিবেচনা না করে চাষ করতো। যে সব ফসলের জন্মে জমিগুলি উপযুক্ত সেই সব ফসলের বীজ ছড়িয়ে ভুট্টা, ধান, কুমড়া সব কিছুই সে উৎপন্ন করতে থাকে। খুব

শুকনো স্থানে আলুর চাষ করে; নদীর ধারে ধারে বসায় কলাগাছ। সারা বছর কলা উৎপন্ন হয় সেই কলাবাগান থেকে। পাহাড়ের উপরে তুলা গাছ, পাহাড়ের পাদদেশে আখ, ছোট ছোট পাহাড়গুলির উপর কফি আর কিছু তামাক গাছের চাষ করে। তারা পাহাড়ের উপর থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে আনে এবং এখানে সেখানে পাথর ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাস্তা তৈরী করে। দোমাঁ্যাগ মারগেরীতকে বড় বেশী ভালোবাসতো। সে মাদাম লাতুরকেও বড় কম ভালোবাসতো না, কারণ ভির্জিনি জন্মাবার পর সে মাদাম লাতুরের দাসীকে বিয়ে করেছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল মারী। মারীর জন্ম মাদাগাস্‌কারে। মাদাগাস্‌কার থেকেই সে লম্বা ঘাসের ঝুড়ি তৈরী করতে শিখেছিল। সে ছিল সাদাসিধে স্ত্রীলোক; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তার মনিবকে সত্যই ভালোবাসতো। সে রান্না বান্না করতো, মুরগি পুষতো এবং মাঝে মাঝে পরলুইয়ে গিয়ে এ-দুটি সংসারের বাড়তি যা কিছু জিনিষ বিক্রী করে আসতো। এসবের সঙ্গে যদি আপনি দুটি বড় বড় ছাগল আর বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে একটি কুকুর যোগ করে দেন তা হ'লে এদের সংসারের আয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

আর স্ত্রীলোক দুজন সারা দিনটা সুতা কাটতো, সেই সুতা

থেকে এদের দুজনের এবং এদের সংসারের সকলের পোষাক তৈরী হ'তো। এদের বিদেশী বস্তু কিছুই ছিলনা। নিজেদের বাসায় এরা খালি পায়েই থাকতো, কেবল রবিবার দিন পাঁম্পল্‌মুশের গির্জায় প্রার্থনা করতে যাবার সময় এরা জুতা পায়ে দিত। তারা সহরের ভিতর প্রায় যেত না। এবং বাংলাদেশের মোটা নীল কাপড়ের পোষাক পরে থাকতো। এ কাপড়ের পোষাক বিশেষ করে দাস দাসীরা পরতো, সেই জন্যে এদের ভয় হ'তো, এ পোষাকে তাদের দেখলে অন্য লোকেরা ঘৃণা করবে। যাই হোক জনসাধারণে বাহবা দিলেই তো আর সাংসারিক সুখ আসেনা। বাইরে বার হ'লে এ স্ত্রীলোক দুটি হয়তো একটু বেদনা পেত, কিন্তু ঘরে ফিরে এসে তারা পেত তার শতগুণ আনন্দ। পাহাড়ের উপর থেকে তাদের পাম্পল্‌-মুশের রাস্তার উপর দেখতে পেয়েই মারী ও দোমাাগ্‌ ছুটে আসতো, তাদের উপরে উঠতে সাহায্য করবার জন্যে। তাদের দর্শন পেয়ে দাস দাসীর চোখে যে আনন্দ ফুটে উঠতো তা তাদের চোখে পড়তো। ঘরে ফিরে এসে তারা পেত মুক্তি ও অবর্ণনীয় আনন্দ; দুটি সরল বালক বালিকা আর দুটি বুদ্ধিমান ও প্রভুভক্ত দাসদাসী। তাদের মধ্যে আপন পর বলতে কিছু ছিলনা—তাদের বাসনা এক, প্রয়োজন এক, খাবার টেবিল এক এবং তাদের যে দুঃখ তাও ছিল একই রকমের।

তাদের বন্ধুত্ব আরো গভীর হ'য়ে উঠলো তাঁদের দুটি শিশুর মাধ্যমে...এ দুটি শিশু তাদের হতভাগ্য প্রেমের ফল। একই দোল্‌নায় তারা শিশু দুজনকে শোয়াতো। একই পাত্রে তারা শিশু দুজনকে স্নান করাতো। এমন কি তারা মাঝে মাঝে স্তন পরিবর্ত্তন করতো। মাদাম লাতুর বলতেন—"দেখ এমনি ভাবে আমাদের প্রত্যেকের হবে দুজন করে সন্তান আর আমাদের সন্তানের হ'বে দুজন করে মা"।

...এরই মধ্যে তারা তাদের পুত্র কন্যার বিবাহের কথা বলে। তাদের পুত্র কন্যা দুজনে, পরে দুজনের সঙ্গে মিলবে এই চিন্তা তাদের নিজের নিজের হতভাগ্য মিলনের দুঃখকে আনন্দময় করে তুলতো এবং তাদের দুজনের চোখে অশ্রু উথলে উঠতো। একজন ভাবতো বিবাহের পবিত্রতাকে স্বীকার না করার জন্যই তার এ দুঃখ, আর একজন ভাবতো আইন মেনে চলাই তা'র দুঃখের কারণ। একজন ভাবতো নিজের অবস্থা থেকে বেশী উঁচুতে উঠতে যাওয়াই তার এ-পতনের কারণ, আর একজন ভাবতো বেশী উঁচু থেকে নিচেয় নামতে যাওয়ার জন্যই তাকে এ-দুঃখ পেতে হ'য়েছে। কিন্তু যখন তারা স্বপ্ন দেখতো সহরের কুসংস্কার থেকে দূরে তাদের পুত্র কন্যাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হ'য়ে উঠবে তখন তাদের আর কোন দুঃখ থাকতোনা—তাদের পুত্র

কন্যাদের প্রেমের মধ্যেও উঁচুনিচু বা ছোটবড় বলতে কিছুই থাকবে না।

এরই মধ্যে তাদের পুত্র কন্যার মধ্যে যে প্রণয় জেগে উঠেছিল সে প্রণয়ের তুলনা দেওয়া যায় না। পল কাঁদলে তারা ভির্জিনিকে দেখিয়ে দিত, সঙ্গে সঙ্গে পলের মুখে হাসি ফুটে উঠতো এবং সে শান্ত হ'তো। ভির্জিনির কষ্ট হ'লে পলের চিৎকারে তারা তা বুঝতে পারতো। কিন্তু মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তার কষ্ট চেপে রাখতো কারণ সে চাইতো না তার ব্যথায় পল ব্যথা পায়। অনেকবার আমি দেখেছি তাদের দুজনকে একেবারে উলঙ্গ হ'য়ে খেলা করতে—আর এমনিভাবে খেলা করাই ছিল এদেশের রীতি। তারা তখনও ভালো করে কথা বলতে পারতোনা। তবু তারা এ ওর হাত ধরে ঘুরে বেড়াতো। রাত্রেও তারা এক সঙ্গে থাকতো। রাত্রে তারা, পরস্পরে বাহুর দ্বারা পরস্পরের কণ্ঠ জড়িয়ে, বুকে বুক দিয়ে, গালে গাল ঠেকিয়ে শুয়ে থাকতো।

যখন তারা কথা কইতে শিখলো তখন তারা পরস্পরকে ভাইবোন বলে ডাকতে শুরু করলো। শিশু অনুভূতিশীল, আদর সোহাগ তারা সহজেই বুঝতে পারে, কিন্তু ভাই আর বোন, এ দুটি নামের চেয়ে মিষ্টি নাম তারা জানে না। তাদের শিক্ষা তাদের প্রণয়কে আরো গাঢ় করে তুললে এবং তাদের

পরস্পরের প্রয়োজন সম্বন্ধে পরস্পরকে সচেতন করে তুললে। ভির্জিনি শীঘ্রই পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজকর্ম করতে এবং রান্নাবান্না করতে শিখলে। তার কাজ দেখে তার ভাই খুব প্রশংসা করে এবং পুরস্কার স্বরূপ তাকে চুম্বন করে। পল সব সময় বাইরে কাজ করে। দোমঁ্যাগ-এর সঙ্গে জমি কোপায়, না হয় একটা ছোট কুড়ুল নিয়ে সে যায় দোমঁ্যাগ-এর সঙ্গে বনের ভিতর কাঠ কাটতে। পথে যেতে যেতে যদি সে একটি সুন্দর ফুল দেখতে পায় সেটিকে তুলে নেয় তার বোনের জন্য। গাছের উপরে পাকা ফল দেখতে পেলে, কিংবা পাখীর বাসা দেখতে পেলে সে গাছের উপরে উঠে তা পেড়ে নিয়ে আসে।

কোন স্থানে এক জনকে দেখতে পেলে বুঝতে পারা যায় আর একজন কাছেই আছে। একদিন আমি পাহাড়ের উপর থেকে নামছি এমন সময় দেখতে পেলাম ভির্জিনি ছুটে যা'চ্ছে বাগানের ধারে ধারে বাড়ির দিকে। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে সে ঘাগরাটা উপর দিকে তুলে মাথায় চাপা দিয়েছে। দূর থেকে মনে হ'লো সে একলা, ছুটে গেলাম তাকে সাহায্য করবার জন্যে। কাছে গিয়ে দেখি সে পলকে জড়িয়ে ধরে তাকে তার ঘাগরার দ্বারা একেবারে আবরিত করেছে। এমনি একটা আবরণ আবিস্কার করতে পেরে তারা সেই আবরণের নিচে খুব হাসছে।

তাদের শিক্ষার মধ্যে ছিল পরস্পরকে সন্তুষ্ট করা এবং পরস্পরকে সাহায্য করা। উপরন্তু সে দেশের মত তারা লিখতেও জানত না পড়তেও জানত না। পৃথিবীতে কত কি ঘটছে বা কত কি ঘটে গেছে সে সব জানবার জন্যে তারা মোটেই ব্যস্ত হ'তো না। পাহাড়ের ওপাশে কি আছে তা জানবার জন্যে তারা একবারও উৎসুক হ'য়ে ওঠে না। তারা জানতো দ্বীপের যেখানে শেষ সেখানেই বুঝি পৃথিবী শেষ হ'য়ে গেছে। তারা যেখানে নেই সেখানে যে ভালো লাগবার মত কিছু আছে, তা তারা বিশ্বাস করতোনা। তাদের মন সব সময় ভরে থাকতো তাদের জননীর ভালোবাসায়। অপ্রয়োজনীয় কিছু জানবার ইচ্ছা তাদের চোখে কখনও বেদনার অশ্রু আনতে পারেনি; নৈতিক আইন কানুন তাদের জীবন কখনও বিরক্তিকর করে তুলতে পারেনি। উলঙ্গ হ'য়ে থাকতে নেই সে কথা তারা জানতোনা, তাদের কাছে আপনার বলতে কিছু ছিলনা। খাওয়া-দাওয়া তাদের ছিল অতি সাধারণ, সে জন্যে অমিতাচার কাকে বলে তা তারা জানতো না। সত্য লুকোবার প্রয়োজন ছিল না, তাই তারা মিথ্যা কথা বলতে শেখেনি। ভগবান শাস্তি দেন, একথা তাদের কাছে কখনও কেউ বলেনি। মাতৃস্নেহ থেকেই জন্মেছে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম। ধর্ম কি, একথা তাদের কেউ শেখায়নি। তারা গির্জায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করতে না

বটে, কিন্তু মাঠের উপর, বাড়িতে এবং যেখানেই তারা থাকুকনা কেন, তারা তাদের নিষ্পাপ হাত দুখানি এবং মাতৃস্নেহে আপ্লুত মন আকাশের পানে প্রসারিত রাখতো।

সুন্দর উষা যেমন সুন্দর দিনের আভাষ দেয় তেমনি এদের শিশুকাল কেটে গেল। এরই মধ্যে তারা তাদের মায়েদেব সংসারের কাজে সাহায্য করতে শিখেছে। প্রত্যুষে মোরোগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ভির্জিনি উঠে পড়ে, কাছেই একটা ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে আসে—এবং বাড়ি ফিরেই প্রাতঃভোজনের যোগাড় কবতে লেগে যায়। অল্প পরেই সূর্যের আলোয় পাহাড়ের চুড়াগুলো লাল হ'য়ে ওঠে, মারগেরীৎ ও তার ছেলে মাদাম লা তুবের বাড়িতে এসে হাজির হয়। তারপর তারা সকলে মিলে প্রার্থনা শুরু করে এবং পরে শুরু হয় তাদের প্রাতঃভোজনেব পালা। বেশীব ভাগ সময়েই তারা দরজার বাইরে কদলি কুঞ্জের ঘাসের উপরে বসে সকালের খাওয়া শেষ করে। খাবাব পাত্র তাদের কলাব পাতা। স্বাস্থ্যকর খাদ্যে দুটি শিশুব শরীর শীঘ্র বেড়ে উঠতে থাকে। তাদের মুখে সন্তুষ্ট ও নিষ্কলুষতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। ভির্জিনির বয়েস মাত্র বার বছর এরই মধ্যে তার শরীর পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে, তার মাথায় সোনার রং এর চুলে ঢেউ খেলে, চোখ দুটি নীল এবং ঠোঁট দুটি পলার মত লাল। তার সুন্দর স্বাস্থ্যময় মুখমণ্ডলের

শোভা যেন তার ঠোঁটের রং আরো বৃদ্ধি করেছে। তারা দুজনে কথা কইতে কইতে এক সঙ্গে হেসে ওঠে। পলও বড় হ'য়ে উঠছে—এরই মধ্যে তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন যৌবনের দ্বারে এসে পড়েছে। ভির্জিনি অপেক্ষা সে লম্বা—তার রং কতকটা রোদ-পোড়া। নাকটি বাজ পাখীর ঠোঁটের মত। তার চোখ দুটি কালো, দেখলে মনে হয় যেন একটু গর্ব্বোজ্জ্বল। দুই চোখের উপর সুবঙ্কিম দুটি কালো ভ্রু যেন তুলি দিয়ে আঁকা। চঞ্চল চোখ দুটি যেই তার ভগিনীর দেখা পায় অমনি তাদের সব চঞ্চলতা থেমে যায় এবং পল এগিয়ে যায় তার পাশে বসবার জন্যে। অনেক সময় তারা একটিও কথা না কয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করতো। তাদের নিস্তব্ধতা, তাদের ছেলে-মানুষী, তাদের নগ্ন পদের সৌন্দর্য, তাদের হাবভাব, এসব দেখলে মনে হয় তারা যেন দুটি শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি। তাদের চাহনি যেন পরস্পরে মিলতে চায়। তাদের হাসি দেখলে মনে হ'তো, তারা দুটি ছেলে মেয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে —তারা যেন পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে কেবল ভালোবাসবার জন্যে—তাদের প্রেম যেন প্রকাশ করে বলবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মেয়ে বড় হয়ে উঠছে দেখে মাদাম লাতুর যেন একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন। সে মাঝে মাঝে বলতো "আমি মরে গেলে ভির্জিনির কি হ'বে?"

ফ্রান্সে মাদাম লাতুরের একজন মাসী ছিল, উঁচু ও ধনী বংশের মেয়ে। বৃদ্ধা ছিল ভগবান বিশ্বাসী। যখন মাদাম লাতুব মঁঃ লাতুরকে বিবাহ করে, সে সময়ে সেই মাসী তাদের কোন সাহায্য করতে বাজী হ'ননি এবং মাদাম লাতুর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাদের অবস্থা যতই খারাপ হ'ক সে মাসীব সাহায্য কিছুতেই নেবে না। কিন্তু এখন সে মা হয়েছে, এখন তাব আর মাসীর সাহায্য প্রার্থনা কবতে কোনই লজ্জা নেই। সুতরাং সে তার মাসীকে সব কথা জানালে: তার স্বামী মারা গেছে, তাব একটি কন্যা জন্মেছে, দেশ ছেড়ে এত দূরে এখন তার কি অবস্থা; তাকে এখন দেখবার মত লোক কেউ নেই। কিন্তু সে কোন উত্তরই পেল না। তার চরিত্র ছিল কত উঁচু, কিন্তু এখন সে অপমানিত হ'বার ভয়ে নিজের আত্মীয় স্বজনেব কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে কোনই ভয় পায় না। সে বিয়ে করেছিল একটি গুণবান কিন্তু নিচু ঘবের ছেলেকে সেজন্য তাব মাসী তাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবেন না। মাদাম লাতুব মাসীকে বার বার চিঠি লিখেছে কিন্তু বহুদিন চলে গেছে তবু সে কোন উত্তরই পায় নি—তাব মাসীর যে তাদের মনে আছে এরূপ কোন লক্ষণই সে পেলে না।

১৭৩৪ সালে, মঁঃ দে বুরদঁনের এ দ্বীপে আসবার তিন বছর পরে মাদাম দে লাতুর জানতে পারলে তার মাসী বাজ্যপালের

মারফৎ তাকে একখানি চিঠি পাঠিয়েছে। সে ছুটলো পর-লুইএ। মোটা সুতোর পোষাক পরে তার সেখানে যেতে আজ কোন লজ্জা হলো না—মাতৃস্নেহের আনন্দ আজ তাকে মানুষের ভালোমন্দ বলা থেকে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে। মঁঃ দে লা বুরদঁনে তাকে একখানি চিঠি দিলেন। চিঠিখানি সত্যিই তার মাসীর। মাসী তাকে লিখেছেন, একজন নীচ বংশের ছেলেকে বিয়ে করার ফল সে ঠিকই পেয়েছে—তার স্বামীর অকাল মৃত্যু—তার উপরে ভগবানের অভিশাপ। আর নিজের বংশের মুখে চুন কালি মাখাবার জন্য ফ্রান্সে না থেকে, দ্বীপান্তরে গিয়ে সে সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে—তবু যাইহোক সে ভালো জায়গাতেই আছে, কারণ অলস যারা তারাই কেবল সেখানে গিয়ে ভাগ্য ফেরাতে পারে না। শেষে মাসী তাকে কিছু কটু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম প্রশংসা করেছেন খুব। তিনি লিখেছেন যে, বিয়ে করার নানারূপ কুফল এড়াবার জন্য নিজে তিনি অবিবাহিতাই রয়ে গেছেন। আসল কথা হ'চ্ছে এই যে তিনি ছিলেন ভীষণ গর্বিতা, খুব গুণবান কোন ছেলে ব্যতীত তিনি বিয়ে করবেন না, এই ছিল তাঁর মনের ইচ্ছা। মাসী খুব ধনী ছিলেন এবং এ কথাও সত্যি যে সমাজের উচ্চস্তরে সে সময় বিয়ের কথায় সকলেই নজর দিত ধনের উপর, তবু সেই কুৎসিৎ এবং কঠিন হৃদয় রমণীকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হয় নি।

চিঠির শেষে মাসী লিখেছেন মঁঃ দে বুরদঁনেকে তার কথা বলেছেন। সত্যিই তিনি মাদাম দে লাতুরের কথা রাজ্য-পালকে বলেছিলেন।...............

মাদাম দে লাতুরকে দেখলে সকলেরই মাথা সম্ভ্রমে নুয়ে পড়তো কিন্তু মঁঃ দে বুরদঁনে তাকে গম্ভীরভাবে আহ্বান করলেন। কারণ তার কাছে মাদাম দে লাতুরের মাসী অনেক কুকথা বলে তার মন বিষিয়ে দিয়েছিলেন। মাদাম দে লাতুর তার মেয়ের কথা, নিজের দুরবস্থার কথা সবই তাকে বললে। মঁঃ দে বুরদঁনে দু-একটি কথায় উত্তর দিলেন "দেখবো...দেখা যা'বে... কিছু দিন যেতে দাও......অনেক দুঃখী দরিদ্র আছে।.. ...এমন করে সম্ভ্রান্ত মাসীর অবাধ্য হতে নেই...তুমিই ভুল করেছ... ।"

মাদাম দে লাতুর বাড়ি ফিরে এলো—হৃদয় বেদনাহত...... ....মনে অনুতাপ। বাড়ি ফিরে সে চিঠিখানি টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে তার বন্ধুকে বললে "দেখ এগার বছর অপেক্ষা করার ফল।" কিন্তু মাদাম দে লাতুর ব্যতীত সে সমাজে কেউ পড়তে জানত না, সে জন্য তার চিঠি পড়া শেষ হ'তেই রাগত ভাবে মারগেরীৎ বলে উঠলো, "তোর মামা মাসীর আমাদের কি প্রয়োজন আছে বলতো? ভগবান কি আমাদের ছেড়েছেন? তিনিই তো আমাদের একমাত্র আশ্রয়। আজ পর্যন্ত কি আমরা আনন্দে দিন

কাটাইনি? কেন মিছিমিছি দুঃখ করছিস? তোর সাহস একটু কম।"

মাদাম লাতুর কাঁদছে দেখে সে তার কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে বললে, "কেন কাঁদছিস ভাই। কেন কাঁদছিস"।—কিন্তু তার নিজের উদ্‌গত ক্রন্দন গলা টিপে ধরলো, ভির্জিনির দুটো চোখে জল ঝরে পড়লো। সে একবার তার মায়ের হাত চেপে ধরে, একবার মারগেরীতের হাত চেপে ধরে। পলের দু-চোখ রাগে রাঙ্গা হয়ে উঠলো—কি যে সে করবে তা সে ঠিক করতে পারলে না। তার চিৎকার শুনে দোম্যাগ ও মারী ছুটে এলো। ঘরের মধ্যে তখন কেবল দুঃখের কান্না শুরু হ'য়েছে। দোম্যাগ ও মারী চিৎকার করে বলে উঠলো:

"মা, মা, তোমরা কাঁদছ কেন?"।

এদের কাছে এত সহানুভূতি পেয়ে মাদাম লাতুরের বেদনা কমে গেল। সে পল ও ভির্জিনিকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাদের বললে:

"দেখ বাছা তোরাই হচ্ছিস আমার বেদনার কারণ—কিন্তু তোরাই আবার আমার সকল আনন্দের উৎস। বেদনা আমার অনেক দূরের কিন্তু সুখ আমার চারিদিকে ঘিরে রয়েছে।" পল ও ভির্জিনি তার কথা কিছুই বুঝতে পারলো না। কিন্তু যখন তারা দেখল সে শান্ত হ'য়েছে তখন তাদের মুখে হাসি

ফুটে উঠলো। এমনি ভাবে তাদের জীবন আবার সুখে কাটতে লাগলো—নীল আকাশ থেকে অতর্কিতে বজ্রাঘাতের মত এই দুঃখের দিনটা তাদের কেটে গেল।

দিনের পর দিন ছেলেটি ও মেয়েটি স্বাভাবিক সদ্‌গুণ সম্পন্ন হ'য়ে উঠতে লাগলো। একদিন সকালে মায়েরা পাঁম্পলমুশের গির্জ্জায় প্রার্থনা করতে গেছে এমন সময়ে দেখা গেল তাদেরই কুঁড়ের কাছে কদলি কুঞ্জের মধ্যে একজন নিগ্রো মেয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। মেয়েটি জরাজীর্ণ, শরীরের হাড় কখানি সার। তার কোমরে কেবল মাত্র একখানি জরাজীর্ণ কাপড়। মেয়েটি ভির্জিনির পদতলে পড়ে বললে "এই পলাতক দাসীকে দয়া কর, আজ এক মাস হ'লো আমি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—ক্ষুধায় আমি আধ মরা হ'য়ে গেছি। কখনও শিকারীরা আমায় তাড়া করেছে, পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। আমি আমার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার প্রভু কালো নদীর একজন ধনী বাসিন্দে। দেখছ তো সে আমায় কত যন্ত্রণা দিয়েছে।" এই কথা বলে সে দেখালে তার গায়ের উপরে শতশত ক্ষত চিহ্ন। চাবুকে করে আঘাত করে করে তার প্রভু তার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করেছে। সে আরো বললে "আমি গিয়েছিলাম ডুবে মরতে। কিন্তু জানতে পারলাম মা তুমি এখানে রয়েছ। আমি মনে মনে

বললাম এখানে যখন তোমাদের মত লোক রয়েছে তখন মরবো কেন?”

ভির্জিনির মন করুণায় ভরে উঠলো। সে বললে, “তোমার ভয় নেই। তুমি খাও, খাও ভালো করে খাও”। এই কথা বলে ভির্জিনি এই মাত্র যা খাবার-দাবার করেছিল তাকে খেতে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই ক্ষুধার্ত্ত মেয়েটি সব খেয়ে ফেললে। তার ক্ষুধা মিটেছে দেখে ভির্জিনি বললে, “আমি যা’ব তোর হ’য়ে তোর প্রভুর কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে। আমায় দেখে তোর প্রভুর নিশ্চয় করুণা হ’বে। তুমি নিয়ে যা’বে আমায় তোমার প্রভুর কাছে”?

“মা তুমি দেবী, যেখানে যেতে বলবে আমি সেখানেই তোমার সঙ্গে যা’বো”। ভির্জিনি তার ভাইকে ডেকে সঙ্গে যা’বার কথা বললে। নিগ্রো মেয়েটি বনের ভিতর দিয়ে নানা পথ ঘুরে, উচু পাহাড় অতিক্রম করে, বড় বড় নদী পার হ’য়ে এগিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দুপুর বেলা তারা কালো নদীর তীরে একটা পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমির উপর এসে পড়লো। সেখানে তারা দেখতে পেলে একখানি পাকা বাড়ি। সেখানে অনেকগুলি দাস নানা প্রকার কাজে ব্যস্ত। তাদের প্রভু তাদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মুখে একটি পাইপ এবং হাতে একটি বেত। লোকটি বিরাটকায় কিন্তু তার

যেন কোন রস কস নেই। গায়ের রং হরিদ্রাভ, চোখদুটি কোঠরাগত, চোখের উপর জোড়া কালো ভ্রূ। ভিজিনি পলের হাত ধরে গৃহস্বামীর কাছে এগিয়ে গেল এবং তাকে ভগবানের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করলে সেই নিগ্রো রমণীকে ক্ষমা করতে। মেয়েটি তখন তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে। প্রথমে গৃহস্বামী তাদের পোষাক দেখে কোনই গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু ভির্জিনির সুন্দর দেহের গঠন দেখে, তার সোনার রঙের মত একরাশ চুল দেখে, তার গলার মিষ্টি স্বর শুনে সে তার মুখ থেকে পাইপ খুলে নিলে। পরে বললে যে সে তার দাসীকে ক্ষমা করলে, কিন্তু তাকে ভালোবাসে বলে নয়, ভির্জিনিকে ভালোবাসে বলে। ভির্জিনি মেয়েটিকে ইংগিত করলে তার প্রভুর কাছে এগিয়ে যাবার জন্য। আর তার পরেই সে ছুটে পালালো, পল ছুটলো তার পিছনে পিছনে।

যে রাস্তায় তারা নেমেছিল সেই রাস্তা ধরে আবার তারা পাহাড়ের চুড়ার উপরে উঠলো। তাদের যেমন ক্ষিদে পেয়েছে তেমনি তেষ্টাও পেয়েছে, তার উপর তারা ভীষণ শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারা একটা গাছের ছাওয়ায় বসে পড়লো। সূর্য উঠার পর থেকে তারা পাঁচ ঘণ্টা কিছু খায়নি। পল ভির্জিনিকে বললে "চল প্রায় দুপুর হ'লো, তোর ক্ষিদে পেয়েছে তেষ্টাও পেয়েছে—এখানে খাবার মত

জিনিষও কিছু নেই। চল আবার নিচে নেমে যাই, সেখানে এই সব দাসেদের প্রভুর কাছ থেকে কিছু খাবার চাওয়া যাক"।

ভির্জিনি বলে উঠলো:

"—না, না। ওকে দেখে আমার ভয় করছিল। তোমার কি মনে নেই মা মাঝে মাঝে কি বলে? বদমাইশ লোকের রুটি খেতে নেই।"

"—তা'হলে কি করা যাবে? এ-সব গাছে যে ফল হয় সে সব ফলতো খাবার মত নয়। একটা তেতুল গাছ বা একটা টক লেবুর গাছও তো নেই এখানে"

ভির্জিনি বললো:

—"ভগবান দয়া করবেন। পাখীরা যখন খাবার জন্য তার কাছে প্রার্থনা করে তখন তো তিনি তাদের খেতে দেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন একটা ঝর্ণার শব্দ শুনতে পেলে। তারা সেই শব্দ শুনে এগিয়ে গেল। নদীর স্ফটিক স্বচ্ছ জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে নদীর ধারের বুনো জাম খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলে। ভির্জিনি এদিক ওদিক দেখছিল যদি খাবার মত ভালো ফল কিছু পাওয়া যায়। হঠাৎ চোখে পড়লো একটা ছোট তাল গাছ। তারা জানতো এই গাছের মাথার মেতি সুন্দর ও মিষ্টি। গাছের গোড়াটা বেশী মোটা না হ'লেও গাছটা প্রায় ষাট ফুট উচু। সাধারণতঃ তাল-

গাছের ভিতর খুব নরম কিন্তু গুড়ির উপরটা এত শক্ত হয় যে কুড়ুল পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়, অথচ তাদের কাছে একখানি ছুরিও ছিল না। পল ঠিক করলে গাছের গোড়ায় আগুন জ্বালিয়ে দেবে। একটা ছুঁচালো পাথর নিয়ে একটি গাছের ডালে ছোট একটা গর্ত্ত করলে। ডালটা শুকনো, কাঠটা এক বিশেষ ধরনের। তারপর সে পাথরের ধারাল দিকটার সাহায্যে আর একটা শুকনো ডাল কেটে তার একটা দিক সরু করে ছুলে ফেললে। সেই সরু মুখটা অন্য ডালের ছিদ্রের ভিতর বসিয়ে দিয়ে দুই হাতের তালুতে করে ঘোরাতে লাগলো অল্পক্ষণ পরেই দুটি কাঠের সংযোগস্থলে ধোঁয়া উঠতে লাগলো। সে আশপাশ থেকে আরো শুকনো কাঠিকুটি ও ঘাস জড় করে তাল গাছটার গোড়ায় রাখলে এবং আগুনটা গাছের গোড়ায় দিলে। অল্পক্ষণ পরেই আগুন জ্বলে উঠলো। এবং গাছটা দেখতে দেখতে ভীষণ শব্দে ভেঙ্গে পড়লো। আগুনের সাহায্যে তারা গাছের মাথাটা পুড়িয়ে ফেলে মেতি বার করে খেলে। প্রয়োজন মানুষকে এমনি করে কর্মঠ করে তোলে। নানা-প্রকার আবিষ্কারের একটা প্রধান কারণই হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন। তারা মনের আনন্দে তাল গাছের মেতি খাচ্ছিল। তারা বহুক্ষণ হলো বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, তাদের মায়েরা নিশ্চয় তাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছে। একথা

চিন্তা করে তাদের মনও অস্থির হ'য়ে উঠলো। ভির্জিনি খেতে খেতে সে কথা পলকে বলে। কিন্তু পল খেয়ে-দেয়ে কতকটা সুস্থ হয়ে বলে, এখনি তারা ফিরে গিয়ে তাদের শঙ্কা দূর করবে।

খাওয়া দাওয়ার পর তারা মুস্কিলে পড়লো কারণ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার লোক তাদের সঙ্গে ছিলনা। পল কিছুতেই ভয় পায় না। সে ভির্জিনিকে বললে "যেদিকে সূর্য উঠেছে সে দিকে আমাদের বাড়ি—সকালের মত আমাদের এই পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে হবে। চল যাওয়া যাক। তারা আবার সেই সমতল ভূমির উত্তর দিকে নামলো এবং প্রায় এক ঘণ্টা চলবার পর তারা একটা নদীর তীরে এসে বসে পড়লো। সেই নদী তাদের পথ বন্ধ করেছে। দ্বীপের এই স্থানটা তখনও অনাবিষ্কৃত, এবং বনজঙ্গলে ভরা। যে নদীর ধারে তারা এসে দাড়ালো সে নদীটি ফেন উদ্গীরণ করতে করতে পাহাড়ের উপর দিয়ে বহে চলেছে। নদীর সে জল-কল্লোলে ভির্জিনি ভয় পেয়ে গেল। সে পায়ে হেঁটে যে নদী পার হ'বে, সে সাহস নিয়ে নদীতে নামতে পারলো না। পল ভির্জিনিকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে সেই খরস্রোতা নদীতে নেমে পড়লো এবং সেই পিচ্ছিল নদীর বুকের উপর দিয়ে জল-কল্লোল

অগ্রাহ্য করে নদী পার হ'য়ে গেল। সে ভির্জিনিকে বললে—"তোর ভয় নেই, তোকে নিয়ে যাবার মত শক্তি আমার আছে। যদি সেই কালো নদীর মালিক তোর কথা না রাখতো, তা হ'লে তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতাম"।

ভির্জিনি বলল: "সে কি! সেই বিরাটকায় বলবান লোকটার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করতে? তোমায় তো আমি ভীষণ বিপদে ফেলেছিলাম তা হ'লে! হে ভগবান! লোকের উপকার করাও দেখছি বিপজ্জনক! কিন্তু ক্ষতি করাটা দেখছি ভীষণ সোজা"।

পল নদীর তীরে এসেও ভির্জিনিকে পিঠে করে নিয়ে চললো। এমনি ভাবে সে পাহাড়টা পার হ'য়ে যা'বে এই কথা চিন্তা করে বুক তার গর্বে ফুলে উঠলো। কিন্তু শীঘ্রই সে হাঁপিয়ে উঠলো এবং বাধ্য হ'য়ে ভির্জিনিকে মাটির উপর নামিয়ে দিলে। ভির্জিনি বললে:

"দিন পড়তে শুরু হ'য়েছে—তোমার এখনও শক্তি রয়েছে কিন্তু আমি একেবারে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি। তুমি আমায় এখানে রেখে বাড়ি ফিরে যাও এবং আমাদের মায়েদের শান্ত করগে"।

পল বললে—"না, না, তোকে কি করে রেখে যাবো এই বনের ভিতর যদি রাত হ'য়ে যায়। তা হ'লে

আগুন জ্বেলে আবার একটা তালগাছ ফেলবো এবং তাল গাছের পাতা দিয়ে একটা আশ্রয় করে নেব। ভির্জিনি এতক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছে। সে একটা গাছ থেকে লম্বা লম্বা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তার ক্ষত বিক্ষত পদতলে জড়িয়ে নিলে। তারপর গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে তার উপরে ভর দিয়ে পথ চলতে লাগলো—একটা হাতে লাঠি ধ'রে অপর হাতটির ভর রাখল তার ভাইয়ের কাঁধের উপর।

এমনিভাবে তারা ধীরে ধীরে বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললো। বনের ভিতর ঘন গাছে ভরা, তাদের সামনের পাহাড়টাকে আর তারা দেখতে পেলে না--এই পাহাড়টা লক্ষ্য করেই তারা এগিয়ে যাচ্ছিল। সূর্যও প্রায় ডুবে এসেছে। কিছুক্ষণ পর তারা বুঝতে পারলে বনের ভিতর যে চলাপথ ধরে তারা চলছিল, সে পথ তারা হারিয়ে ফেলেছে, এখন কেবল তারা গাছের ফাঁকে ফাঁকে চলছে। কিন্তু কিছুতেই তারা বনের বার হ'তে পারলেনা। পল ভির্জিনিকে বসিয়ে রেখে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো, একটা পথ খুঁজে বার করবার জন্যে। তার যেন আর মাথার ঠিক নেই। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, সে কোন পথ খুঁজে পেলে না। সে একটা বড় গাছের উপর উঠে পড়লো—আশা করেছিল পাহাড়টাও

অন্ততঃ তার চোখে পড়বে। কিন্তু পাহাডটা সে দেখতে পেলেনা। তার চারদিকে কেবল গাছ, গাছ আর গাছ। কোন কোন গাছের মাথায় সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে চকচক্ করছে। পাহাড়ের বুকের অন্ধকার ক্রমশঃ বনের ভিতর নেমে আসছে। হাওয়াও যেন মন্থর হ'য়ে গেছে। সেই নির্জন স্থান জুড়ে একটা গভীর নিস্তব্ধতা। কানে আব কোন শব্দ আসেনা—কেবল মাঝে মাঝে কানের পাশে হরিণের চিৎকাব। কোন শিকারী সম্ভবতঃ তার চিৎকার শুনতে পাবে এই আশায়, পল প্রাণপনে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু তার নিজের চিৎকারের প্রতিধ্বনি ব্যতীত সে আর কিছুই শুনতে পেলে না।

পল গাছ থেকে নেমে পড়লো। চিন্তায় ও শ্রমে তাব সারা দেহমন ভেঙ্গে পড়েছিল। কেমন করে সেখানে রাত কাটানো যায় সেই কথাই সে চিন্তা করছিল। কিন্তু সেখানে একটা ঝর্ণা, একটা তাল গাছ ছাড়া আগুণ জ্বালবার মত কাঠিও ছিল না। আজ সে বুঝতে পারলে তার ক্ষমতা কতটুকু, সে কাঁদতে শুরু করলে।

ভির্জিনি বললে: "কেঁদোনা, আমার তা হ'লে আরো বেশী কষ্ট হ'বে। তোমার সকল কষ্টের মূলই আমি—এবং আমাদের মায়েরাও আমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছে। মা'র পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজই করা উচিৎ নয়, এমন কি লোকের

ভালো করতে হ'লেও মায়ের অনুমতি প্রয়োজন। আমি খুব ভুল করেছি।" সেও অশ্রুবর্ষণ করতে শুরু করলে। সে পলকে বললে—"এস আমরা ভগবানকে ডাকি তিনি আমাদের করুণা করবেন"।

তারা ভগবানের প্রার্থনা শেষ করেছে ঠিক এমন সময় তাদের কানে এল কুকুরের ডাক। পল বললে—"কোন শিকারীর কুকুর হবে"।

একটু পরেই কুকুরের চিৎকার আবার শোনা গেল। ভিৰ্জিনি বললে, আমার মনে হ'চ্ছে এ কিদেলের গলার আওয়াজ। হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি চিন্‌তে পেরেছি, এ তারই গলার স্বর। তাহ'লে কি আমরা আমাদের বাড়ির কাছেই এসে পড়েছি। একটু পরেই কিদেল তার পায়ের কাছে এসে হাজির হ'লো এবং চিৎকার করতে লাগলো। তারা অবাক হ'য়ে কিদেলের দিকে দেখছে, এমন সময় দোমঁ্যাগ ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে এসে হাজির হ'লো। দোমঁ্যাগকে দেখে তারা কাঁদতে লাগলো, দোমঁ্যাগ-এরও দুচোখ দিয়েত জল ঝরছিল। তারা দোমঁ্যাগকে কোন কথা বলতে পারলে না। দোমঁ্যাগ যখন একটু সুস্থ হ'লো তখন সে বললে:

"তোমাদের মায়েরা ভীষণ ভাবছে তোমাদের জন্যে, যখন তারা প্রার্থনা করে ফিরে এসে দেখে তোমরা বাড়িতে নেই। মারী

বাগানে কাজ করছিল সেও কিছু বলতে পারল না—আমি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় তোমাদের খুঁজবো তার কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। শেষে আমি তোমাদের দুজনের পুরান পোষাক ফিদেল্‌কে শুকতে দিলাম। সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলে। সঙ্গে সঙ্গে সে তোমাদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। সে আমাকে নিয়ে গেল "কালো নদী" পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে শুনলাম একটি নিগ্রো মেয়েকে নিয়ে তোমরা সেখানে গিয়েছিলে, তার প্রভুর ক্ষমা প্রার্থনা করতে। কিন্তু কিরকম ক্ষমা করেছে তার প্রভু তাকে? তার পায়ে ও গলায় লোহার শিকল দিয়ে একটা কাঠের গুড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়েছে। সেখান থেকে ফিদেল আমায় এখানে নিয়ে এল। একটা তাল গাছ আগুনের কাছে পড়েছিল। সেখানে এসে কুকুরটা জোরে চিৎকার করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সে আমায় তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। আমাদের এখান থেকে বাড়ি এখনও আট মাইল দূর। দোমিঁ্যাগ রুটি, কিছু ফল ও একটা কুমড়ার পাত্র ভরা মিশ্রিত মদ দিলে। তারা যাতে শীঘ্র জোর পায় সেই জন্যে তাদের মায়েরা জল, মিষ্টি, লেবুর রস এই সব মিশিয়ে মদ করে দিয়েছে। সেই হতভাগী দাসীর কথা চিন্তা করে এবং তার

মায়েদের দুর্ভাবনার কথা ভেবে ভির্জিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে বার বার বলতে লাগলো ঃ

"ও ভালো করাও কত কষ্টকর"। পল ও ভির্জিনি খেতে শুরু করেছে, এমন সময় দোমঁ্যাগ আগুন জ্বাললো। রাত হ'য়ে গেছে সে জন্যে দোমঁ্যাগ বন থেকে একটা শুকনো গাছের ডাল যোগাড় করে এনে সেটাকে জ্বাললো। কাঠটা মশালের মত জ্বলতে লাগলো কিন্তু পথ চলা শুরু করতে গিয়ে সে আর এক বিপদে পড়লো। পল ও ভির্জিনির আর চলবার ক্ষমতা ছিলনা। তাদের পা-ফুলে লাল হ'য়ে উঠেছে। দোমঁ্যাগ কিছু এগিয়ে গিয়ে সাহায্য চাইবে, না এই বনের ভিতরে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করবে, তা কিছুই ঠিক করতে পারলোনা। "আগেকার দিন হ'লে আমি তোমাদের দুকাঁধে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু এখন আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি, আর সে ক্ষমতা নেই"।

যখন তারা এই সমস্যায় পড়েছে সে সময় হঠাৎ তারা দেখতে পেলে তাদের কাছ থেকে একটু দূরে একদল নিগ্রো দাস। সেই দলের যে সর্দ্দার সে পলের কাছে এগিয়ে এসে বললে "ভয় পেয়োনা তুমি। সেই নিগ্রো দাসীটাকে নিয়ে সকালে তার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গেছলে তা আমরা দেখেছিলাম—আজ আমরা

তোমায় কাঁধে করে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেব"। এই কথা বলে সর্দ্দার ইশারা করতেই চারজন নিগ্রো, গাছের মোটা ডাল পালা নিয়ে একটা মাচা করে ফেললে এবং সেই মাচার উপর পল ও ভির্জিনিকে বসতে বললে। তারা মাচাটা কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো, তাদের সমুখে পথ দেখিয়ে চললো দোমঁ্যাগ। সকলে আনন্দে চিৎকার করতে লাগলো। ভির্জিনি আনন্দে পলকে বললে "দেখছ—দেখ ভালো কাজ করলে ভগবান তার পুরস্কাব নিশ্চয় দেন"।

রাত দুপুরে তারা পাহাড়গুলির পাদদেশে এসে পৌঁছালো—পাহাড়গুলি মশালের আলোয় আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। পাহাড়ে একটু উঠতেই তাদের কানে এলো—"তোরা কি ফিরে এলি"।

পল ও ভির্জিনি চিৎকার করে উত্তর দিলে "হ্যাঁ মা আমরা"।

তারা দেখতে পেলে তাদের মায়েরা মারীর সঙ্গে এগিয়ে আসছে। মাদাম দে লাতুর বললেন "কোথায় গিয়েছিলি তোরা? কী ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছিলি আমাদের"।

ভির্জিনি বললে—"আমরা কালো নদী থেকে আসছি। সকালে একটা নিগ্রো মেয়ে এখানে এসেছিল। তার ভীষণ

ক্ষিদে পেয়েছিল। তাকে কিছু খেতে দিলাম। তারপর তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম তার প্রভুর কাছে—প্রভুর ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্যে। এই নিগ্রোরা আমাদের এখানে পৌঁছে দিলে"। মাদাম লাতুর তার কন্যাকে আলিঙ্গন করলে, কিন্তু কথা কইতে পারলে না। ভির্জিনি বুঝতে পারলে তার মায়ের তুচোখে জল ঝরছে। সে বললে—"আমার আর কোন কষ্ট নেই মা"।

মারগেরীৎ তার পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে "তুই আজ একটা ভালো কাজ করেছিস পল"। তারা তাদের পুত্র কন্যাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এসে নিগ্রো দাসেদের ভালো করে খেতে দিলে এবং তাদের নানা কথায় আশীর্ব্বাদ করলে।

এই তুটি সংসার প্রতিদিনই নতুন নতুন আনন্দে মুখর হ'য়ে ওঠে। সব সময়ই গভীর শান্তি বিরাজ করে এ তুটি সংসারে। হিংসা বা উচ্চ আশা এদের শান্তি ভঙ্গ করে না, এরা যশের কাঙ্গাল নয়। দোষগুণ বিচার এরা নিজেরাই করে, তা বিচার করবার জন্যে এরা আর কারুর কাছে যায় না। ইংরেজদের উপনিবেশে কেবল পরচর্চা আর পরনিন্দায় ভরা থাকে, কিন্তু সেই দ্বীপে এ তুটি পরিবার সম্পূর্ণ অপরিচিতই রয়ে গেল। পাম্পল্‌মুশের রাস্তার উপর কেউ এদের সম্বন্ধে কোন কথা জিগ্যেস করলে উত্তর পায় "ওরা

বড় ভালো লোক”। দুটি সুগন্ধি ফুলের মত এ দুটি সংসার ফুটে থাকে। দূর থেকে তাদের গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের দেখতে পায়না কেউ।

এমন কথা তারা কখনও বলেনা যা'তে হিংসা ও দ্বেষ প্রকাশ পায়। মানুষ যখন মানুষকে নিষ্ঠুর মনে করে তখন সে তাকে ঘৃণা না করে পারে না। মানুষেব সঙ্গে মানুষ বাস করতে পারে না যদি একজন একজনের প্রতি ঘৃনা মনের মধ্যে লুকিয়ে না রাখে আর বাইরে যদি তা প্রকাশ না করে। সেই জন্যে পরনিন্দা শত্রুর সৃষ্টি করে, কেবল তাইনয় আমাদের নিজেদের কাছে নিজেকে ঘৃণিত করে তোলে। তারা কোন একজন মানুষের দোষগুণ বিচার না করে যা'তে সকলের ভালো হয় সেই চেষ্টা করে। যদিও সকলের ভাল করবার মত ক্ষমতা তাদের ছিলনা, তবুও তাদের ভালো করবার ইচ্ছা মনের ভিতর সব সময় জেগে থাকতো। এমনি ভাবে শান্তিতে বাস করে তারা বুনো হ'য়ে ওঠেনি। তারা মানুষের মত মানুষ হ'য়ে উঠেছিল। মনুষ্য সমাজের কুৎসা তাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে স্থান না পেলেও প্রাকৃতিক আনন্দে তাদের মন সব সময় ভরা থাকতো।

অবাক হ'য়ে তারা দেখতো ভগবানের অসীম ক্ষমতা। ভগবানের

সে অসীম ক্ষমতা,তাদেরই মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মরু-ভূমির বুকে আজ ভগবানের করুণার প্রাচুর্য পরিদৃপ্তমান। সরল আনন্দের বান ডেকেছে আজ সেই দ্বীপের উপর। প্রতি-দিনই যেন নতুন শোভায় নতুন আনন্দে সে দ্বীপের বুক ভরে উঠছে।

পলের বয়স বার কিন্তু সে যে কোন ইউরোপীয় ছেলের অপেক্ষা বেশী বলবান ও বেশী বুদ্ধিমান। দোমঁ্যাগ যে চাষবাস করে তা পল আরো সুন্দর করে তোলে। সে যায় দোমঁ্যাগের সঙ্গে বনের ভিতর—লেবু চারা, তেতুল চারা, খেজুর গাছের চারা তুলে নিয়ে এসে তাদের জমির উপর বসায়। নানা প্রকার গাছের বীজ তারা বসায়। দুবছর পরেই গাছগুলি ফলে ফুলে ভরে ওঠে। এই সব গাছ থেকে তারা পায় ছায়া ও ফল। তাদের জমির সমস্ত স্থানটাই তারা উর্ব্বর করে তুলেছে।

তারা এমন ভাবে গাছপালাগুলি পুতেছে যে একবার সে দিকে চাইলেই সুন্দর দৃশ্যে আঁখি ভরে ওঠে। প্রথম ঘাসে ভরা জমি তারপর নিচু নিচু গাছের ঝোপ তারপরে মাঝারি গাছ এবং শেষে বড় বড় গাছের সারিতে জমিটা ভরা। দেখলে মনে হয় সে জমিটি যেন একটা বৃত্তাকার রঙ্গভূমি—ফলে, ফুলে, ধানে ও গমের খেতে ভরা। নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী এমনি করে গাছগুলোকে বসান হ'লেও তারা স্বাভাবিক নিয়মকে একে

বারে অগ্রাহ্য করেনি। পাহাড়ের উপরে তারা বসিয়েছে সেই সব গাছ যা'র বীজ হাওয়ার উড়ে যায় এবং নদীর ধারে ধারে বসিয়েছে সেই সব গাছ যা'দের বীজ জলে ভেসে যায়। উপযুক্ত স্থানেই উপযুক্ত গাছ বড় হ'য়ে উঠেছে।

জমিটা যদিও ভীষণ উঁচুনিচু তা হ'লেও সব গাছে ফল চয়ন করার এবং তাদের উপর লক্ষ্য রাখার কোনই অসুবিধা হয় না। তারা এই সমতল ভূমিটার চতুর্দিকে একটা রাস্তা তৈরী করেছিল। এই চক্রাকার পথ থেকে কতগুলি সরু সরু রাস্তা জমিটার মাঝখান পর্যন্ত এসেছে। যে সব বড় বড় পাথর এখন পথময় পড়ে রয়েছে সেসব পাথর এক এক স্থানে জড় করে তারা এক একটা পাথরের স্তূপের সৃষ্টি করেছিল। সেই সব স্তূপের গায়ে মাটি দিয়ে এরা গোলাপ গাছ বসিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে এই স্তূপগুলি সবুজ হয়ে উঠলো এবং ফুলে ফুলে ভরে উঠলো। সরু সরু রাস্তার ধারে ধারে বসান গাছগুলির শাখাপ্রশাখায় রাস্তাগুলি আবরিত করে সুরঙ্গ পথের সৃষ্টি করলে। দিনেব বেলা রৌদ্রের উত্তাপ থেকে সেই সুরঙ্গের ভিতর আশ্রয় নেওয়া যেত। একটা রাস্তা কতকগুলি বুনো গাছের কুঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সেই কুঞ্জের মাঝখানে একটা ফল ভরা গাছ। সেই বৃক্ষকুঞ্জ থেকে এদের ঘর দু'খানি দেখা যেতো। কাছের ঐ পাহাড়টার চুড়ো থেকে এই জমির সব

কিছুই দেখা যেতো—দূরে চোখে পড়ে অসীম নীল সমুদ্র। সেই নীল সমুদ্রের উপর মাঝে মাঝে ভেসে আসে ইউরোপীয় জাহাজ। ঐ পাহাড়টার উপর প্রতিদিন বিকালে এরা যেতো— নির্জনতা, শীতল হাওয়া এবং ফুলের সুবাস উপভোগ করতে। তাদের কানে ভেসে আসতো ঝর্ণার কলধ্বনী এবং দিন শেষের আলো অন্ধকারের মিলন-শঙ্খ।

এই সকল ছোট খাট আশ্রয়গুলির তারা এক একটি নাম রেখেছিল। সে নামগুলি ভারি সুন্দর। যে পাহাড়টার কথা আমি তোমায় এইমাত্র বললাম ঐ পাহাড়টার নাম "মিলন কুঞ্জ"। পল ও ভির্জিনি সেই পাহাড়ের উপর একটা লম্বা বাঁশ পুঁতে ছিল। দূর থেকে আমায় এদিকে আসতে দেখলেই তারা সেই বাঁশের উপর একখানি সাদা রুমালের নিশানা তুলে দিয়ে সকলকে জানিয়ে দিত আমার আগমন। আমার ভ্রমনের পথে কত পুরাতন ইতিহাসের নিদর্শন দেখেছি। কত মূর্ত্তির গায়ে কত পাথরের উপর কত লিপি পড়েছি। সেই সব শিলালিপি দেখে আমার মনে হতো যেন শত শতাব্দীর প্রাচীরের আড়াল থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সেই স্বর যেন এই মরুভূমির মাঝখানে মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছে, তারাই এখানে প্রথম আসেনি, এই একই স্থানে আরও অনেক মানুষ এসেছিল। তাদেরই মত সে সব মানুষেরা চিন্তা করেছে, অনুভব করেছে,

দুঃখকষ্ট পেয়েছে। যাদের লেখা এই সব শিলালিপি তাদের অস্তিত্ব যদিও আজ এ পৃথিবী থেকে মুছে গেছে তা হ'লেও তারা আমাদের মনের মধ্যে জেগে রয়েছে। সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেলেও চিন্তা ধারা আজও পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছে। আমিও, পল ও ভির্জিনির কথা সেই মাস্তুলের গায়ে লিখলাম—

"তোমারই মত সুন্দর তারার দল ;
হেলেনের ভাইয়েরা,
আর হাওয়ার জনক
যেন তোমাদের সব সময়
পথ দেখায়
তোমাদের জন্য যে
কেবল বহে যায় মধুর মলয়।

একটা বড় তেতুল গাছের ছায়ায় বসে পল দূরে চঞ্চল সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতো। আমি সেই তেতুল গাছের ছালের উপর লিখলাম—

"সৌভাগ্যবান সেই। যে স্বভাবের
পবিত্রতা অনুভব করতে পারে"

মাদাম দেলাতুরের কুড়ের দরজার উপর লিখলাম :

"এখানে আছে নিষ্পাপ চেতনা
যা প্রতারণা করতে জানে না"

ভির্জিনির এই ল্যাটিন ভাষা ভালো লাগে না। সে বলে এর চেয়ে ভালো হতো ঃ "চঞ্চল কিন্তু অবিচলিত"।

এই দুটি সংসার তাদের আশপাশের সব কিছুকেই ভালোবাসে, সব কিছুর উপরেই তাদের আত্মা প্রক্ষেপিত। নানারূপ জড় পদার্থকে তারা নানা নাম ধরে ডাকে। একটি লেবু, কলা ও গোলাপজাম গাছে ভরা চক্রাকার বাগানের নাম দিয়েছিল তারা "মিলন"। যে বড় গাছটার তলায় বসে মাদাম দেলাতুর ও মারগেরীৎ নিজেদের দুঃখের ইতিহাস বলেছিল সেই গাছটার তারা নাম রেখেছিল "অশ্রু-মোচন"। দুটো জমির উপর তারা গম আর পিচের চাষ করেছিল। এই দুটি জমির তারা নাম দিয়েছিল "ব্রেতাঁই" ও "নরমাঁন্দি"। তাদের দেখাদেখি দোমাঁগ ও মারী দুটি জমির নাম রেখেছিল "আঙ্গোলা" ও "ফুলপয়ন্ত"··· আফ্রিকার এই দুটি দেশেই তাদের জন্মস্থান। এই জমি দুটিতে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মাতো, সেই ঘাস কেটে এনে তারা ঝুড়ি বুনতো। আজ আপনি দেখছেন এখানে কেবল ধ্বংস-স্তূপ, কিন্তু আমার মনে পড়ছে গাছপালা, পাহাড়, নদী, বাগান এই-সবের কতশত নাম। এ স্থানটি যেন গ্রীসের একটি পোড়ো জমি—যেখানে কেবল পড়ে আছে তার ধ্বংসস্তূপ।

কিন্তু ভির্জিনির "বিশ্রামাবাসের" মত সুন্দর স্থান এখানে আর কোথাও ছিল না। "মিলন পাহাড়ের" ভিতরে প্রবিষ্ট একটি

স্থানে একটি ঝর্ণা ছিল। সেই ঝর্ণাটা যেখান থেকে শুরু হ'য়েছে সেখানে খানিকটা স্থান জলপূর্ণ, চারিদিকে ঘাসে ভরা জমি। মারগেরীৎ যখন পলকে জন্ম দেয় আমি তাকে একটা ভারতীয় নারিকেল উপহার দিয়েছিলাম। একটি জলপূর্ণ স্থানের ধারে মারগেরীৎ সেই নারিকেলটি বসায়। তার মনের আশা, একদিন এই ফলটা থেকে একটা গাছ হবে এবং সেই গাছ তার পুত্রের জন্মদিনের স্মৃতিচিহ্ন হ'য়ে থাকবে। তার দেখাদেখি মাদাম দেলাতুরও সেখানে আর একটি নারিকেল গাছ লাগায়, তার মনেরও বাসনা ছিল মারগেরীতের মত। এই দুটি ফল থেকে দুটি নারিকেল গাছ জন্মেছিল। এই দুটি গাছ ছাড়া ভালবাসার চিহ্ন তাদের আর কিছুই ছিলনা। একটি গাছের নাম রাখা হ'য়েছিল পল, অপর গাছটির নাম ছিল ভির্জিনি। দুটি গাছই একইভাবে বেড়ে উঠলো, যেমন বেড়ে উঠলো পল ও ভির্জিনি। বার বছরের মধ্যে সেই গাছ দুটি তাদের কুঁড়ে ছাড়িয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে তাদের পাতা-গুলি পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগলো—এবং তাদের মাথা থেকে ঝুলে পড়লো নারিকেলের কাঁদি। এই দুটি গাছ ছাড়া সেখানে তারা আর কিছু পোঁতে নি। প্রকৃতিদেবী নিজেই সে স্থানটি সাজিয়ে রেখেছিলেন। সমুদ্রের পাখীর দল এই স্থানটা নিরিবিলি দেখে রাত কাটাবার জন্যে এখানে উড়ে আসতো।

ভির্জিনি এই স্থানটি বড় ভালোবাসতো—সময়ে সময়ে সে এখানে এসে বসে থাকতো বিশ্রাম করবার জন্যে। দুটি গাছের ছায়ায়, সে কাপড় কাচতো এবং সময়ে সময়ে ছাগল দুটিকে এখানে চরাতো। ভির্জিনি এই স্থানটা ভালো-বাসে দেখে পল বনের ভিতর থেকে নানা প্রকারের পাখীর বাসা নিয়ে এসে এখানকার গাছে গাছে ঝুলিয়ে দিত। পাখীরা তাদের বাসার অনুসরণ করে এখানে আসতো এবং ভির্জিনি মাঝে মাঝে তাদের খাবার জন্যে চাল ও কড়াই ছড়িয়ে দিত। ভির্জিনি সেখানে এসে দাঁড়াতেই পাখীর দল তাকে ঘিরে ধরে গান গাইতে শুরু করে দিত।

এমনি ভাবে ছেলেটি আর মেয়েটি নিষ্কলুষ চিত্তে সেখানে তাদের শিশুকাল কাটাচ্ছিল। আর তাদের মায়েরা, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র কন্যারা তাদের সন্তুষ্ট করে রাখবে এই আশায় তারা কতবার পুত্র কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেছে। কতবার ঐ পাহাড়ের ছায়ায় বসে আমি তাদের সাথে এক সঙ্গে খেয়েছি।

খেতে বসে যে সব কথাবার্ত্তা চলতো তা ছিল অতি সাধারণ এবং সরল। সারাদিন যে সব কাজ করেছে এবং পরের দিন কি কি কাজ করবে পল সেই সব কাজের বর্ণনা করতো। সে সব সময় চিন্তা করতো কি করে তাদের উন্নতি হয়। সে

বলতো এখানকার রাস্তাটা দিয়ে চলা যাবে না। বসবার জায়গাটাও ভালো নয়।

বৃষ্টি বাদলের দিন প্রভু-ভৃত্যে ঘরের ভিতর বসে লম্বা ঘাসের মাছুর ও ঝুড়ি বুনতো। ঘরের দেয়ালে চাষের সমুদয় যন্ত্র ঝোলান থাকে। এই সব যন্ত্র-গুলির কাছেই বস্তা করে বসান থাকতো চাষের ফসল—গম, চাল, কলার কাঁদি ইত্যাদি।

রাত্রে প্রদীপের কাছে তারা খেতে বসতো। খাওয়া দাওয়ার পর মাদাম দেলাতুর তাদের গল্প বলতো কখনও ভ্রমন-বৃত্তান্ত, কখনও নৌকা ডুবির গল্প, কখনও ইউরোপের বন জঙ্গলের দস্যুদের গল্প। তারপর তারা যে যার ঘরে চলে যেতো। শয্যায় শয়ন করে কখনও তারা শুনতো তাদের চালার উপরে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ধারার এক ঘেয়ে শব্দ। কখন ভেসে আসতো সুদূর সমুদ্রতীরে আহত উর্ম্মিমালার মৃদু গর্জন-ধ্বনি। নিজেদের নিরাপদ অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিত।

সময়ে সময়ে মাদাম দেলাতুর সকলের সঙ্গে বসে, কোন মর্মস্পর্শী গল্প পড়ে শোনাতো। কখনও ধর্ম্মপুস্তক পড়ে শোনাতো। তাদের দুঃখের বা সুখের দিন বলে কিছু ছিল না। প্রতিদিনই তাদের উৎসবের দিন। যা কিছু তারা তাদের চারিপাশে দেখতে পায় সব কিছুরই মধ্যে

তারা খুঁজে পায় অসীম জ্ঞান— সকলেই যেন মানুষের বন্ধু। তাদের এই বিশ্বাস তাদের বুকে জাগিয়ে তুলেছিল ভবিষ্যতের আশা এবং উপস্থিত সময়ের জন্য সাহস। দুর্ভাগ্যে পড়ে এই স্ত্রীলোক দুটি প্রকৃতির বুকে আশ্রয় নিয়েছিল। আজ প্রকৃতি তাদের এবং তাদের ছেলেমেয়েদের শিখিয়েছে কেমন করে বিপদে না পড়তে হয়।

কিন্তু নিয়মানুবর্ত্তি মানুষের মনেও অনেক সময় দুঃখের ছাপ পড়ে। তখন তার পাশে সকলে এসে জড় হয় এবং চেষ্টা করে তারা মনের দুঃখপূর্ণ চিন্তাকে দূর করবার। যে যা'র মনের মত করে আনন্দ দেবার চেষ্টা করে। মারগেরীৎ চেষ্টা করে তার সদাপ্রফুল্ল চরিত্রের দ্বারা ব্যথা ভুলিয়ে দিতে। মাদাম লাতুর ধর্ম্ম কথা বলে। ভির্জিনি করে মধুর সোহাগ; পল স্পষ্ট কথা কয়। মারী ও দোমঁ্যাগ ছুটে আসতো কিন্তু কারুর দুঃখ দেখলে তাদের চোখে জল ঝরে পড়তো। এমনি ভাবে কতক-গুলি দুর্ব্বল হৃদয় এক সাথে দুর্দ্দান্ত ঝটিকার সঙ্গে যুদ্ধ করতো।

সময় ভালো হ'লে তারা প্রতি রবিবার গীর্জ্জায় যেতো প্রার্থনা করতে। সেখানে অনেক ধনী লোক আসতো পাল্কি চড়ে। তারা এই দুটি সংসারের লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতো। তারা তাদের নিমন্ত্রণ করতো কিন্তু সসম্ভ্রমে মাদাম লাতুর ও মারগেরীৎ তাদের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান

করতো। কারণ তারা জানতো গরীবকে বড় লোকেরা নিমন্ত্রণ করে কেবল নিজেদের আত্মগরিমার জন্য এবং ধনী যা'রা তাদের সন্তুষ্ট করতে গেলে তাদের খোসামোদ করা ছাড়া উপায় নেই। নিজেরাও তারা সে দেশের সাধারণ অধিবাসীকে নিমন্ত্রণ করতোনা, কারণ তারা জানতো সকলেই পরশ্রীকাতর এবং পরনিন্দা করতে ভালোবাসে। এই সব কারণে অনেকে তাদের বলতো ভীরু আবার অনেকে বলতো গর্ব্বিত। কিন্তু তারা গরীব দুঃখীদের সব সময়ে সাহায্য করতো, সেই কারণে দরিদ্র যা'রা তারা তাদের বিশ্বাস করতো এবং ধনী যারা তারাও তাদের সম্ভ্রম করতো।

প্রার্থনার পর অনেকে আসতো তাদের সাহায্য চাইবার জন্য। কেউ আসত বিপদে পড়ে পরামর্শের জন্য—হয়তো বা একটা ছেলে এলো জানতে তার মায়ের অসুখ করেছে, বাড়িতে কেউ দেখবার লোক নেই যদি তারা গিয়ে একটু দেখা শোনা করে। সেই দ্বীপের বাসিন্দাদের সাধারণ যে সব ওষুধবিষুধ লাগে মাদাম লাতুরের কাছে সে সব ওষুধ থাকতো। তারা ওষুধবিষুধ নিয়ে যেত, সেই সঙ্গে থাকতো তাদের অসীম করুণা। মাদাম লাতুর রোগীকে ভগবানের নাম শোনাত। রোগীর মনে হ'তো ভগবান তার শিয়রে এসে বসেছেন। ভির্জিনিও এসব কাজে যোগ দিত—ভাল কাজ করলে তার বুক আনন্দে পরিপূর্ণ

হয়ে উঠতো। এই সব কাজ করে অনেক সময় তারা আমার কুড়েয় আসতো। আমি তাদের জন্য আমার কুড়ের সমুখে নদীর তীরে বসে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে অপেক্ষা করতাম। কখন কখন আমরা ঠিক করে রাখতাম সমুদ্রতীরে কোন নদীর মোহানায় মিলন স্থান। সেখানে আমরা বাড়ি থেকে খাবার দাবার নিয়ে আসতাম। আমরা নানা রকম সমুদ্রের মাছ ধরতাম। অনেক সময় আমরা একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে দেখতাম সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ বেলাভূমির উপর আছড়ে পড়ছে। পল মাছের মত সাঁতার কাটতে ভালো বাসতো। বড় বড় ঢেউয়ের বুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়তো, ভির্জিনি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতো।

এইসব আনন্দে আমরা আত্মহারা হ'য়ে যেতাম। রাতের অন্ধকার নেমে এলে, বনের ভিতর তাল-পাতার কুঁড়েয় আমরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়তাম, চোরের ভয় কাকে বলে আমরা জানতাম না।

তোমাদের হৃদয় শিশুকাল থেকে কুসংস্কারে ভরে ওঠে। তোমরা স্বাভাবিক সুখের কি বুঝবে। প্রকৃতির বুকে যে কত সুখ কত আনন্দ তা তোমরা ধারণাও করতে পারনা। তোমাদের মন সঙ্কীর্ণ— মানুষের নকল সুখেই তোমাদের মন ভরে থাকে। কিন্তু প্রকৃতির বুকে সুখের যে অসীম সমুদ্র বিরাজিত, তা

তোমরা সংকীর্ণ মন দিয়ে কি করে বুঝবে। পল ও ভির্জিনির ঘড়ি ছিলনা, পাঁজি ছিলনা, তারা ইতিহাসও পড়তো না, দর্শন কাকে বলে তা' জানতো না। গাছের ছায়া দেখে তারা সমস্ত ঠিক করতো। ফল ফুল দেখে বুঝতে পারতো কখন কোন ঋতু, এবং বছর গুণতো তারা ফসলের সংখ্যা অনুযায়ী। কলাগাছের ছায়াগুলো যখন একেবারে গাছের গোড়ায় পড়তো তখন ভির্জিনি বলতো "মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হ'য়েছে"। তেতুল পাতাগুলো মুড়ে গেলেই বলতো "সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে"। কেউ যখন জিগ্যেস করে "কবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে"? ভির্জিনি উত্তর দিত "আখ ক্ষেতে আখ পাকবে যখন—আমাদের মিলনও তখন মিষ্টি হ'বে"। যখন কেউ তার ও পলের বয়েস কত হ'য়েছে জিগ্যেস করতো তখন ভির্জিনি বলতো "ঐ বড় নারকেল গাছটার যত বয়েস আমার ভায়ের তত বয়েস, আর আমার বয়েস ঐ ছোট নারকেল গাছটার যত বয়েস। আমি জন্মাবার পর আমগাছে বারোবার ফল হয়েছে, আর কমলা লেবুর গাছে কুড়িবার ফুল হ'য়েছে। ইতিহাসের যুগ বলতে তারা জানে তাদের মায়ের জীবন। দর্শন বলতে তারা জানে লোকের উপকার করতে হয় এবং ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়।

মোট কথা এদের আমাদের মত ধনী ও জ্ঞানী হ'বার প্রয়োজন কি? তাদের প্রয়োজন এবং তাদের জ্ঞানের অভাব তাদের সুখেরই কারণ হ'য়েছিল।

এমনি ভাবে ছেলেটি আর মেয়েটি প্রকৃতিমাতার বুকে বড় হ'য়ে উঠছিল। ভাবনা চিন্তায় কখনও তাদের ললাট কুঞ্চিত হয় নি। কোনরূপ অমিতাচারিতা তাদের রক্ত বিষাক্ত করে তোলেনি। অন্যায় ভালোবাসা তাদের হৃদয়কে কখনও দগ্ধ করে নি।

অনেক সময় পল যখন ভির্জিনির সঙ্গে একলা থাকতো সে সময় পল ভির্জিনিকে বলতো "আমি শ্রান্ত হ'লে তুমি আমার শ্রান্তি দূর ক'র। যখন পাহাড়ের উপর থেকে আমি তোমায় দেখতে পাই মনে হয় তুমি সবুজ ঘাসের উপর গোলাপ ফুলের মত ফুটে রয়েছ। তুমি যখন বাড়ির দিকে চলে যাও তখন মনে হয় রাজহংসীও বুঝি তেমন সুন্দরভাবে চলতে পারে না। তুমি গাছ পালার আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেও আমি তোমায় দেখতে পাই, আমার মনে হয় সেই পথের উপর, হাওয়ার মধ্যে তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ নিজেকে। তোমার কাছে যখন আমি এগিয়ে যাই, নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলি। তোমার চোখের নীল রঙের কাছে আকাশের নীল রং হার মানে—কোকিলের কুহু স্বর

তোমার স্বরের কাছে কর্কশ বলে মনে হয়। তোমায় স্পর্শ করলে আমার সারা অঙ্গে বহে যায় এক অপূর্ব্ব শিহরণ। যেদিন আমরা অনেক কষ্টে নদী পার হ'য়েছিলাম তোমার নিশ্চয় মনে আছে। নদীর তীরে পোঁছে আমি পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তোমায় পিঠে তুলে নিতে মনে হলো আমি যেন নতুন শক্তি পেয়েছি। বলতে পার কেমন করে তুমি আমায় এমন করে মোহিত করেছ? আমাদের মায়েদের মন তো আরো ভালো, তারা তো তোমা অপেক্ষা আমায় অনেক বেশী চুম্বন করে। তবু তোমার সোহাগ যেন আমায় পাগল ক'রে তোলে। তুমি হয়তো বড় ভালো তাই তোমায় আমার এত ভালো লাগে। খালি পায়ে একজন নিগ্রো মেয়ের হয়ে তুমি কালো নদী পর্যন্ত চলে গিয়েছিলে তার প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইতে, সে কথা আমি কোন দিন ভুলবো না। এই নাও প্রিয়া, এই লেবু ফুলের ডালটি রাতের বেলা তোমার শয্যার পাশে রেখে দিও—এটা আমি তোমার জন্যে বন থেকে নিয়ে এসেছি"।

ভির্জিনি বলতো "পাহাড়ের বুকে উষার রঙ্গীন আলো আমায় যত আনন্দ দেয় তার চেয়ে বেশী আনন্দ হয় তুমি যখন আমার কাছে থাক। আমি আমার মাকে ভালোবাসি।

তোমার মাকেও ভালোবাসি কিন্তু তারা যখন তোমায় নাম ধরে ডাকে তখন আমার বড় আনন্দ হয়। তারা আমায় আদর করলে আনন্দ হয়, কিন্তু যখন তোমায় তারা আদর করে তখন আমার আনন্দ হয় আরও বেশী। তুমি জিগ্যেস করছো কেন আমায় ভালোবাস—কিন্তু তুমি কি জান না একসঙ্গে যাদেরই মানুষ করা হয় তারাই পরস্পরকে ভালোবাসে। আমাদের পাখীগুলোর দিকে চেয়ে দেখ, এক বাসায় মানুষ হয়েছে তারা। আমাদেরই মত তারা পরস্পরকে ভালোবাসে—তারা আমাদেরই মত সব সময় এক সঙ্গে থাকে। ঐ দেখ তারা কেমন একজন আর একজনকে ডাকছে, কেমন একজন আর একজনের কথায় উত্তর দিচ্ছে। যখন তুমি বাঁশী বাজাও, তোমার বাঁশীর সেই সুমধুর সুর প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার হৃদয়ে বাজতে থাকে। তোমার বাঁশীর সেই বাণী এই উপত্যকার আকাশে বাতাসে আমি ছড়িয়ে দিই। যেদিন তুমি আমার জন্যে সেই নিগ্রো প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলে সেদিন থেকে তুমি আমার প্রিয়। সে দিন থেকে আমি কতবার বলেছি আমার ভায়ের সাহস আছে, সে কাছে না থাকলে আমি ভয়ে মারা যেতাম। আমি আমার জননীর জন্যে প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তোমার জননীর জন্যে, আমার দাসী ভৃত্যের

জন্যে প্রার্থনা করি, কিন্তু তোমার নাম আমার মুখে এলেই যেন ভগবানের প্রতি আমার ভক্তি বেড়ে যায়। আমি ভগবানকে বলি তোমার যেন কোন কষ্ট না হয়। আমার জন্যে ফলফুল আনবার জন্যে তুমি অত দূরে পাহাড়ের উপর কেন যাও? আমাদের বাগানে তো ফলফুলের অভাব নেই। দেখ তুমি কি ভীষণ শ্রান্ত হয়ে পড়েছ। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছ”—এই কথা বলে ভির্জিনি তার ছোট্ট রুমালখানি তুলে তার কপালের, মুখের ঘাম মুছিয়ে দিলে, এবং তাকে বার বার চুম্বন করলে।

কয়েক দিন হলো ভির্জিনি যেন এক অজানা পীড়ায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তার সুন্দর নীলোৎপল চোখের কোলে কালিমা; তার সুন্দর গায়ের রঙ যেন হরিদ্রাভ; তার সর্ব্বশরীরে যেন একটা অব্যক্ত বেদনা। তার কপালে যেন আর অসীম শান্তির চিহ্ন পরিস্ফুট নয়। তার অধরেও যেন আর সে হাসি নেই। তাকে দেখলে মনে হয় উৎফুল্ল, কিন্তু যেন সত্যিকার আনন্দ নেই, মুখে তার বিমর্ষতার ছাপ—তবু তার যেন কোন দুঃখ নেই। সে আর ছেলেমানুষী খেলা করে না, সে যেন পলের কাছ থেকে এবং আর সকলের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে। এখানে সেখানে, নির্জ্জন স্থানে স্থানে সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। যেন কেবল শান্তি

খুঁজে বেড়ায় কিন্তু কোথাও সে স্থির থাকতে পারে না। সময়ে সময়ে পলের কাছে এগিয়ে যায় কিন্তু লজ্জায় সে যেন আর এগুতে পারে না। পলকে চুম্বন করতে গিয়ে সে ইতস্তুতঃ করতে থাকে। তার মুখ চোখ লাল হ'য়ে ওঠে এবং সে পলের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

পল বলে "পাহাড়ে সবুজ রঙ্গের তরঙ্গ উঠেছে। তোমায় দেখে পাখীরা গান গাইছে, তোমার চারদিকে সবই আনন্দময়। তুমি কেন এমন মনমরা হ'য়ে আছ" ?

পল তাকে চুম্বন ক'রে উৎফুল্ল ক'রে তোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মা'র কাছে ছুটে পালায়—সর্বশরীর তার কম্পিত হ'য়ে ওঠে। আজ হতভাগী যেন তার ভাইয়ের সোহাগ সহ্য করতে পারেনা। পল ভির্জিনির এ খেয়াল বুঝতে পারে না। সে অবাক হ'য়ে তার পানে চেয়ে থাকে।

বিপদ কখনও একলা আসে না।

গ্রীষ্ম কালটা সাধারণতঃ সে দ্বীপে বিপজ্জনক হয়। ডিসেম্বরের শেষের দিকে সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে এবং তার উত্তাপে সারা দ্বীপটা উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। দক্ষিণে হাওয়া আর বয় না। রাস্তা থেকে ধুলার স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠে সারা আকাশ আবরিত করে রাখে। জমি ফুটি ফাটা

হ'য়ে ফাটতে থাকে। ঘাস জ্বলে যায়। পাহাড়ের বুক থেকে উত্তাপ উঠতে থাকে।

সমস্ত নদী শুকিয়ে যায়। সমুদ্রের দিক থেকে এক টুকরো মেঘও আকাশের বুকে ভেসে আসে না। দিনের বেলা ধরণীর বুক থেকে লালচে রঙের একটা বাষ্প উঠতে থাকে। সূর্যাস্তের সময় মনে হয় সারা দ্বীপটায় যেন আগুন লেগেছে। রাত্রেও সারা দ্বীপটা শীতল হয় না। লাল রঙের চাঁদ আকাশে ওঠে—চাঁদের সে বৃত্ত ধুলার আবরণে যেন অদ্ভুত রকমের বড় দেখায়। গৃহপালিত পশুরা আকাশের পানে মুখ তুলে পাহাড়ের বুকে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে থাকে—তাদের করুণ চিৎকারে পাহাড় কেঁপে ওঠে। রাখাল, সেও পরিশ্রান্ত হ'য়ে পাহাড়ের বুকে শুয়ে পড়ে একটু শীতলতার আশায়। কিন্তু সকল স্থানেই যেন আগুন লেগে যায়—উত্তপ্ত হাওয়ায় যেন নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যায়। চারিদিকে নানা রকমের পোকা আর মাছি ভন্‌ভন্‌ করে উড়তে থাকে। তারা যেন জন্তু জানোয়ারের আর মানুষের রক্ত পান করে তৃষ্ণা মেটাতে চায়।

এইরূপ এক গ্রীষ্মের দিনে ভির্জিনির পীড়া যেন আরো বেড়ে উঠলো। সে একবার ওঠে, বসে, আবার শুয়ে পড়ে। কোন অবস্থাতেই সে যেন শান্তি পায় না, সে চাঁদের আলোয় এগিয়ে যায় ঝর্ণার দিকে। দেখে নদী শুকিয়ে

গেলেও সেই ঝর্ণা এখনও ঝির ঝির করে ঝরে পড়ছে। সে নেমে যায় ঝর্ণার জলে। ঝর্ণার জলে তার শরীর শীতল হ'য়ে ওঠে এবং তার মনে শত শত মধুর স্মৃতি জেগে ওঠে। তার মনে পড়ে তাকে তার মা পলের সঙ্গে এক সঙ্গে স্নান করাতে ভালোবাসতো। ভির্জিনি এই নদীতে একা নাইবে বলে পল নদীর গর্ভটা আরো গভীর করে কেটেছে—নদীর গর্ভে বালি ভরে দিয়েছে এবং নদীর তীরে নানা প্রকারের গাছ পুতেছে। ভির্জিনি নদীর বুকে তাদের দুটি তাল গাছের প্রতিবিম্ব পাশাপাশি দেখতে পায় —তারা যেন পরস্পরকে বাহুবন্ধনে বাঁধতে চায়। সে পলের ভালোবাসার কথা চিন্তা করে -সে ভালোবাসা যেন, সুবাসের চেয়ে সুন্দর, যেন ঝর্ণার স্বচ্ছ জলের চেয়েও পবিত্র,—সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে চিন্তা করে শান্তিময় রাত্রির কথা, তার বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলে ওঠে। সে নদীর বুক থেকে উঠে পড়ে, নদীর জল যেন তার সারা অঙ্গ পুড়িয়ে দিতে থাকে—মনে হয় নদীর জল যেন সূর্যের প্রখর কিরণের চেয়েও উত্তপ্ত। সে ছুটে যায়, মাকে জড়িয়ে ধরে তার পাশে শুয়ে থাকবার জন্য। তার মা যেন তার একমাত্র আশ্রয়। সে জননীকে তার বেদনার কথা শোনাতে চায়। মায়ের হাত চেপে ধরে। অনেক সময় তার মুখে আসে পলের নাম—কিন্তু তার সঙ্কুচিত হৃদয় যেন তার বাকরোধ

করে। তখন সে মায়ের বুকে মাথা রেখে অশ্রুবর্ষণ করতে থাকে।

মাদাম লাতুর তার কন্যার মনের কথা বুঝতে পারে কিন্তু সে স্পষ্ট করে বলতে পারে না ঃ "মা ভগবানের নাম কর, তিনি তোমার স্বাস্থ্য আর সুখ ফিরিয়ে দেবেন। আজ তিনি তোমায় পরীক্ষা করছেন কাল তোমায় পুরস্কৃত করবেন বলে"।

কিন্তু সমুদ্রের বুক থেকে উত্তাপ উঠতেই থাকে। সে উত্তাপ একটা বিরাট চন্দ্রাতপের মত সারা দ্বীপটাকে ঢেকে রাখে। পাহাড়ের চুড়ায় সে উত্তাপ জড় হয়। থেকে থেকে আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকায়। বজ্র নির্ঘোষে সারা বন, উপত্যকা ও সমতলভূমি কেঁপে ওঠে। ভীষণ বৃষ্টি নামে; মনে হয় আকাশ থেকে যেন জলপ্রপাত নামছে। পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসে জলস্রোত। পাহাড়ের পাদমূলে যেন সমুদ্রের সৃষ্টি হয়।

সেই দ্বীপের বাসিন্দারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকে। মাদাম লাতুরের কুঁড়ে ঘর কাঁপতে থাকে। দরজা জানালা বন্ধ থাকা সত্বেও বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে ঘরের সব কিছু চক চক করে ওঠে। পলের ভয় নেই। সে দোমঁ্যাগের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কোন ঘরের দেওয়ালে ঠেকনা দেয়। ভীষণ ঝড়ের গর্জন, তবু তাদের ভয় নেই। একবার করে ঘরে প্রবেশ করে এবং সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

এই দুর্যোগ শীঘ্র কেটে যাবে আবার ভাল দিন আসবে। সত্যিই বিকালের দিকে ঝড় থেমে গেল, আবার দক্ষিণে হাওয়া বইতে থাকে—ঝটিকাময় ঘন মেঘ উত্তর পশ্চিম কোণে উড়ে যায়—অস্তমিত সূর্য আবার দেখা দেয়।

ভির্জিনির সর্বপ্রথমে ইচ্ছে হয় একবার ছুটে দেখে আসে তার বিশ্রামের স্থানটা। পল ভয়ে ভয়ে তার কাছে এগিয়ে আসে এবং তার হাত ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। ভির্জিনি মৃদু হেসে তার হাত ধরে। তারা দুজনে এক সঙ্গে বাড়ি থেকে বার হয়। শীতল হাওয়া, পাহাড়ের চুড়া থেকে সাদা বাস্প উঠতে থাকে। সমস্ত বাগানটা যেন তচ্ নচ্ হ'য়ে গেছে। ফলের গাছ প্রায় সবকটাই উলটে পড়েছে। ভির্জিনির স্নানের স্থানটা একে-বারে বালিতে ভরে গেছে। কিন্তু নারকেল গাছ দু'টো ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের যেন আরো সবুজ দেখাচ্ছে। গাছ দুটির আশেপাশে ঘাসে ভরা জমি, পাখীর বাসা, এ সব আর কিছুই নেই। কয়েকটা কোকিল কেবল পাহাড়ের চুড়ায় বসে করুণ সুরে বিলাপ করছে।

এই ধ্বংসলীলা দেখে ভির্জিনি পলকে বললে: "তুমি এখানে যে পাখীগুলি এনেছিলে ঝড়ের কবলে পড়ে তারা সবই মরে গেছে। তুমি এখানে বাগান গড়ে তুলেছিলে, ঝড় এসে তা নষ্ট করে দিয়ে গেছে। পৃথিবীতে

সবই নষ্ট হয়ে যায়। কেবল আকাশের কোন পরিবর্ত্তন হয় না"।

পল বললেঃ "আকাশের কিছু জিনিষ আমি যদি তোমায় দিতে পারতাম। কিন্তু আমারতো কিছুই নেই—এ পৃথিবীর উপরেও যে আমার কিছুই নেই।"

ভির্জিনি বললে : "কেন তোমার কাছে তো ভগবান পলের ছবি রয়েছে"।

তার কথা শুনেই পল ছুটলো সেই ছবিটি খুলে আনতে। মারগেরীৎ ঐ ছবিটিকে বড় ভালোবাসতো। বহু দিন সে ছবি-খানি নিজের গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিল। তারপর মা হয়ে ছবিটি তার পুত্রের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল।......পল ছবিটি এনে ভির্জিনির হাতে দিল।

ভির্জিনি ছবিটি পেয়ে বললোঃ "আমি যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন ছবিটি আমার কাছ থেকে কেউ নিতে পারবেনা এবং এ-কথাও আমি কখনও ভুলবোনা যে পৃথিবীতে তোমার একটি মাত্র বস্তু ছিল সে বস্তুটি তুমি আমায় দিয়েছ"।

ভির্জিনির মন আবার প্রফুল্ল হ'য়েছে দেখে পলের ইচ্ছে হ'লো সে ভির্জিনিকে চুম্বন করে, কিন্তু ভির্জিনি পাখীর মত পলের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। ভির্জিনির এরূপ ব্যবহারের কারণ সে কিছুই বুঝতে পারলোনা।

মারগেরীৎ মাদাম লাতুরকে বলে, আমরা আমাদের ছেলে মেয়ের বিয়ে দিলেইতো পারি। তারা দুজনে দুজনকে ভালোবাসে, অবশ্য আমার ছেলে এখনও তা জানেনা। প্রকৃতি যখন তাদের একথা শিখিয়ে দেবে তখন আমরা তো আর বাধা দিতে পারবো না।

মাদাম দেলাতুর বলে : "তারা এখনও ছোট আর তারা দুজনেই গরীব। ভির্জিনির সন্তান হ'লে তাদের যদি সে ভালো করে মানুষ করতে না পারে তা হ'লে আমাদের আর দুঃখের সীমা থাকবে না। দেখছনা দোম্যাগ-এর অবস্থা কি রকম হ'য়েছে, মারী অথর্ব হ'য়ে পড়ায় সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। আর আমার যখন ১৫ বছর বয়েস তখন আমিও খুব দুর্বল ছিলাম। গরম দেশে ছেলে-মেয়েরা শীঘ্র বড় হ'য়ে ওঠে, তেমনি কষ্টও পায় বেশী। পল আমাদের একমাত্র আশা। দাঁড়াও সে আর একটু বড় হ'য়ে উঠুক, সব বুঝতে শিখুক; নিজে সে আমাদের ভরণ পোষণ করতে শিখুক, তারপর যা হয় করা যা'বে। আর তুইতো জানিস এখন কোনো রকমে দিন চলবার মত অবস্থা আমাদের। এখন পলকে একবার ভারতে পাঠিয়ে দিতে হ'বে, ব্যবসা করে কিছু পয়সাকড়ি সঞ্চয় ক'রে, কয়েক জন দাস কিনে আনবার জন্যে। সে ফিরে এলে বিয়ের ব্যবস্থা

করা যা'বে। আর আমিতো জানি আমার মেয়েকে, তোমার পল ব্যতীত আর কেউ তাকে সুখী করতে পারবেনা।

আমাকেও তারা তাদের মনের কথা বলেছিল এবং আমিও তাদের মতে মত দিয়েছিলাম। ভারতের সমুদ্রে যাওয়া কিছু ভয়ের নয়। ভালো সময়ে গেলে এখান থেকে ভারতে যেতে দু'সপ্তাহ লাগে আর ফিরে আসতে ঐ একই সময় লাগে। পলের সঙ্গে কিছু তুলো আর কিসমিস দিলে সে ভারতে গিয়ে সেগুলো বিক্রী করে যথেষ্ট পয়সা পাবে, অথচ এখানে ওসব জিনিষ কোন কাজেই লাগেনা"।

পলকে ভারতে যাবার অনুমতি দেবার জন্যে আমি মঁঃ বুরদনেকে বলবো এবং পলকেও আমি একথা বলবো ঠিক করেই রেখেছিলাম। পলকে সে কথা বললাম কিন্তু তার উত্তর শুনে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম।

সে বললেঃ "কিসের আশায় আমি এদের ছেড়ে যা'বো? চাষ করার অপেক্ষা ভালো কি আছে? চাষ করলে একের জায়গায় একশ' পাওয়া যায়। ব্যবসা যদি করতেই হয় তা হ'লে আমাদের বাড়তি যা' কিছু সহরে গিয়ে বিক্রী করলেই তো পারি—ভারতে যাবার প্রয়োজন কিসের? মা'য়েরা বলেন দোর্ম্যাগ ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু আমিতো যুবক আমার শক্তি তো দিন দিন বাড়ছে। আমি চলে যাই আর

তারা বিপদে পড়ুক—বিশেষ করে ভির্জিনি, তার শরীরও তো ভালো নেই। না না আমি কিছুতেই এদের ছেড়ে যেতে পারবোনা।"

তার এই উত্তরে আমি ভীষণ সমস্যায় পড়লাম। কারণ মাদাম লাতুর আমাকে ভির্জিনির অবস্থার কথা বলেছিল এবং সে এ কথাও বলেছিল যে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে পলকে কিছু দিনের জন্য দূরে সরিয়ে দেওয়া—যা'তে দুজনেই আর একটু বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কথাতো আমি পলকে ঘুনাক্ষরে সন্দেহও করতে দিতে পারি না।

এই সময়ে ফ্রান্স থেকে এই দ্বীপে একখানা জাহাজ এলো। সেই জাহাজে মাদাম লাতুরের মাসীর কাছ থেকে একখানা চিঠি এলো। তার মাসী এখন মৃত্যু ভয়ে আকুল হ'য়েছে। তার ভীষণ অসুখ করেছিল, কোন রকমে সে অসুখ থেকে সেরে উঠেছে বটে কিন্তু এ বৃদ্ধ বয়েসে সে রোগ আর সারবার নয়। মাসী লিখেছে চিঠি পাওয়া মাত্র ভির্জিনিকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিতে। সে ভির্জিনিকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাবে এবং তার বিয়ে দিয়ে যথাসর্বস্ব তাকে দিয়ে যাবে। সে আরও লিখেছে যদি মাদাম লাতুর তার হুকুম মত কাজ করতে পারে, তা হ'লে আবার তারা তার স্নেহ ফিরে পাবে।

চিঠি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা পরিবারের মধ্যে

একটা গোলমাল পড়ে গেল। দোমঁ্যাগ ও মারী কান্না শুরু করলে। পলের মুখের ভাব থমথমে, সে যেন রাগে ফেটে পড়বে এমনি ভাব। ভির্জিনির দৃষ্টি তার মায়ের উপরে নিবদ্ধ, মুখে তার একটি কথা নেই। মারগেরীৎ মাদাম লাতুরকে বললে :

" --তুমি কি এখন আমাদেব ছেড়ে যেতে পারবে" ?

মাদাম লাতুর বললেন :

"না, সম্ভব নয়, আমি আমার ছেলে মেয়েদের ছেড়ে যেতে পারবো না। আমি তোমাদের সঙ্গেই জীবন কাটিয়ে এসেছি—তোমাদের কাছেই আমি মরতে চাই। তোমাদের স্নেহ, তোমাদের বন্ধুত্ব আমায় সুখী করেছে। আমার শরীর খারাপ হ'য়েছে, তার কারণ হচ্ছে আমার পুরানো দুঃখ। আমার আত্মীয় স্বজনের কঠিন ব্যবহারে আমার বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল—এবং আমার স্বামীর মৃত্যু আমায় একেবারে মৃতপ্রায় করেছিল। তারপর তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে আমি অনেক আনন্দ পেয়েছি, আমার মনে শান্তি ফিরে এসেছে। এত আনন্দ, এত সুখ আমায় আমার আত্মীয়স্বজনও দিতে পারতো না"।

এই কথা শুনে সকলের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। পল মাদাম লাতুর'এর গলা জড়িয়ে ধরে বললে :

"আমিও তোমায় ছাড়তে পারব না। আমি ভারতে যাব না। আমরা সকলে তোমার জন্যে কাজ করবো। আমাদের

কাছে থাকলে তোমার কখনও কিছুর অভাব হ'বে না"। কিন্তু সবচেয়ে বৈশী আনন্দ হ'লো ভির্জিনির, সারা দিনটা সে হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে রইল। তার আনন্দে সকলেই আনন্দিত হ'য়ে উঠলো।

পরের দিন সকালে যখন সবাই প্রার্থনা করতে বসেছে তখন দোমঁ্যাগ তাদের জানালো একজন ভদ্রলোক ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। তার সঙ্গে দুজন ভৃত্য। ভদ্রলোক হ'লেন মঁসিয়ে বুরদনে। মঁসিয়ে বুরদনে যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সকলে খেতে বসেছে এবং ভির্জিনি সে দেশের রীতি অনুযায়ী সকলকে পরিবেশন করছে। খাবার টেবিলের উপর কলাপাতা বিছান, বাসনের মধ্যে কলাপাতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এদের দারিদ্রতা দেখে প্রথম মঁ: বুরদনে একটু আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন, তারপর মাদাম লাতুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে তিনি নিজের কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকেন সেই কারণে ব্যক্তিগতভাবে কারুর কথা তার চিন্তা করবার সময় থাকে না। কিন্তু মাদাম লাতুরের তার উপরে জোর আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করতে বাধ্য।

তিনি আরো বললেন: "মাদাম আপনার একজন ধনী আর বহু গুণসম্পন্না মাসী রয়েছেন এবং তিনি পারীতে আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। অন্তত: মাদাম, আপনার যুবতী ও

সুন্দরী মেয়েকে আপনার মাসীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা উচিত হ'বে না। আমি লুকোতে চাই না মাদাম, আপনার মাসী খুব চেষ্টা করছেন যাতে তিনি আপনার মেয়েকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারেন। সেখান থেকে আমার উর্দ্ধতন কর্মচারি আমায় জানিয়েছে যা'তে আপনার কন্যা পারীতে যায় তার ব্যবস্থা করবার জন্যে এবং সহজে না হ'লে আমায় বলপ্রয়োগ কবতে হ'বে। তবে আমি তেমন কিছু করতে চাই না যা'তে এ দ্বীপের অধিবাসীরা অসন্তুষ্ট হয়। সেই কারণে বলছি, মাদাম আপনার কন্যাকে পারীতে পাঠিয়ে দিন—আর কয়েক বছরের জন্য বইতো নয়—অথচ এই কয়েক বৎসরেব উপর নির্ভর করছে আপনার কন্যার আর আপনার উজ্জল ভবিষ্যৎ। লোকে এ সব দ্বীপে আসে কেন? বড়লোক হ'বার জন্যে তো? দেশে গিয়ে মেয়েকে ধনী দেখতে পেলে কত আনন্দ হ'বে বলুন তো"?

এই কথা বলে তিনি তাদের টেবিলের উপর একথলি পিয়াস্ত্র রাখলেন এবং বললেন :

"এই দেখুন, আপনার মেয়ের যাবার তোড়জোড় করবার জন্যে আপনার মাসী আমাকে পাঠিয়েছেন"। শেষে তার মাসীর কাছ থেকে সাহায্য না চাওয়ার জন্যে মঃ বুরদনে মাদাম দেলাতুরকে সস্নেহ ভৎসনা করলেন—আবার তার সাহসেরও প্রশংসা করলেন।

পল কথা শুরু করলে :

"—দেখুন মশাই আমার মা আপনার কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন কিন্তু আপনি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নি"।

মঁঃ বুরদনে মাদাম লাতুরকে বললেন :

"—আপনার কি আর একটি সন্তান আছে নাকি"?

"—না—এ আমার বান্ধবীর পুত্র। কিন্তু ভির্জিনি এবং পল আমাদের দুজনেরই—এবং দুজনেই আমাদের বড় প্রিয়"।

তখন গবর্ণর সাহেব বললেন :

"—দেখ ছোকরা। তোমার সংসার সম্বন্ধে একটু জ্ঞান হ'লে বুঝতে পারবে কি অবস্থায় লোকে কি রকম ব্যবহার করতে পারে। তখন বুঝতে পারবে, বলা কত সোজা—কিন্তু কাজে করা কত শক্ত।"

মাদাম লাতুর মঁঃ বুরদনেকে বসতে বলায় তিনি বসলেন, এবং তাদের সঙ্গে খেলেন। তিনি ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখে খুব আনন্দিত হ'লেন। এই ক্ষুদ্র সংসার দুটির মধ্যে প্রেমের নিগূঢ় বন্ধন, তাদের চাকর বাকরদের চট্‌পটে কাজ দেখে তিনি মোহিত হ'য়ে গেলেন। তিনি বললেন :

"কাঠের আসবাব ছাড়া এখানে কিছু নেই বটে কিন্তু মূল্যবান হৃদয় আর শান্তির পরশ এর সর্বত্র বিরাজিত"।

গভর্ণর সাহেবকে সে দেশের অধিবাসীরা সকলে ভালো-বাসতো সে জন্যে পল তাকে বললে—"আপনি বড় ভালো লোক, আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হয়"।

মঁঃ বুরদনে পলকে আলিঙ্গন করে বললেন—"আমার বন্ধুত্বের উপর তুমি সব সময় নির্ভর করতে পাব"।

খাওয়া দাওয়ার পর বুরদনে মাদাম দেলাতুরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন পরের জাহাজেই তিনি ভির্জিনিকে ফ্রাঁন্সে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। তারই এক আত্মীয় পরের জাহাজের একজন যাত্রী, তিনি তার হাতেই ভির্জিনিকে সঁপে দেবেন। তিনি আরো বললেন,—"এমন করে এত টাকা হাতছাড়া করা কোনক্রমেই ঠিক হ'বেনা। আপনার মাসী হয়তো আর দু'বছরের বেশী বাঁচবেন না—আমার বন্ধু বান্ধবের কাছে আমি এই কথাই শুনেছি। সৌভাগ্য রোজ আসেনা। আপনারা পরামর্শ করুন। একটু যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে তারাই আমার কথা বুঝবে"।

মাদাম লাতুর বললেন, মেয়েটিই তার যথাসর্বস্ব সুতরাং তার ভার তিনি মঁঃ বুরদনের উপরই সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলেন।

পল ও ভির্জিনির মধ্যে কিছুদিনের জন্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার এমন সুযোগ পেয়ে মাদাম লাতুর আনন্দিত হ'লেন।

আর এ কথাও তিনি ভেবে দেখলেন এতে তাদের ভালই হ'বে। তিনি তার মেয়েকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন—"দেখ মা, আমাদের চাকর বাকরেরা বুড়ো হ'য়ে গেছে, পলের বয়সও এখন কম। মারগেরীতেরও বয়েস হ'চ্ছে—আমি তো একেবারে অকেজো হ'য়ে পড়েছি। আমি মরে গেলে তোর কি হ'বে? আমাদের ধন সম্পত্তি বলতে তো কিছু নেই—এই মরুভূমিতে তুই একলা কি করে থাকবি। তোকে সাহায্য করবার মত কেউ থাকবেনা—তোকে কুলি মজুরের মত মাঠে মাঠে কাজ করে জীবন কাটাতে হ'বে—একথা চিন্তা করলে যে আমার ভীষণ কষ্ট হয়"।

ভির্জিনি বললে:

"—ভগবান আমাদের কাজ করতে পাঠিয়েছেন, তুমিও আমায় কাজ করতে শিখিয়েছ—কাজের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে শিখিয়েছ। আজ পর্যন্ত ভগবান আমাদের পরিত্যাগ করেন নি। ভগবানের করুণা বিশেষ করে দরিদ্রের উপর, বহুবার তুমিতো আমায় সে কথা বলেছ মা। আমি তোমায় কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারবনা।"

মাদাম লাতুর বিগলিত চিত্তে বললে: "তোকে সুখী করা, পলের সঙ্গে একদিন তোর বিয়ে দেওয়া—এই তো আমার উদ্দেশ্য। এখন চিন্তা করে দেখ, তোর সৌভাগ্য তোর

নিজের উপর নির্ভর করছে। একজন যুবতী মেয়ে সে ভালোবাসে, মনে করে পৃথিবীতে সে কথা আর কেউ জানেনা। সে তার হৃদয়ের আবরণটা নিজের চোখের উপর টেনে দেয়। কিন্তু কোন প্রিয় যখন হাতে করে সে আবরণ উন্মোচন করে দেয় তখন সেই উন্মুক্ত পথ দিয়ে, প্রেমের গোপন বেদনা মুক্তি পায়। বিশ্বাসের এই মধুর মুক্তির স্থানে পড়ে থাকে রহস্য এবং সেই রহস্যের দ্বারা সে নিজেকে ঘিরে রাখে"।

মায়ের এই সোহাগপূর্ণ কথা শুনে ভির্জিনি তার হৃদয়ের দ্বন্দ্বের কথা তার মাকে সব বললে—ভগবান ব্যতীত সে দ্বন্দ্বের আর কোন সাক্ষী ছিল না। সে বুঝতে পারলে ভগবানেরই মত তার মা তার মনবাসনা পূর্ণ করবেন। এখন সে ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তা না করে নিশ্চিন্ত মনে তার মায়ের কাছে থাকতে পারে।

মাদাম লাতুর বুঝতে পারলেন তার কথায় বিপরীত ফল ফলেছে। সে বললে—"দেখ বাছা তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কোন কাজ করবার ইচ্ছে নেই। সময় মত তুই একটু ভেবে দেখিস কিন্তু পলের কাছ থেকে তোর প্রেম লুকিয়ে রাখ। যখন একজন যুবতী তার হৃদয় দিয়ে দেয়, তখন তার প্রেমিকের চাইবার মত আর কিছুই থাকেনা।"

বিকেলের দিকে যখন মাদাম লাতুর ভির্জিনির সঙ্গে

একলা রয়েছে সে সময় একজন দীর্ঘকায় লোক এসে হাজির হ'লো। ইনি হ'লেন সে দেশের পাদ্রী। গভর্ণর বাহাদুর তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করে বললেন "ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। ভগবান তোমাদের ধনবান করেছেন। তোমরা তোমাদের মনের কথা শুনতে পাও। গরীব দুঃখীদের দান কর। মঁঃ বুরদনকে তোমাদের মাসী কি বলেছেন তা আমি জানি। মা, তোমার যা শরীর তোমায় এখানে থাকতেই হ'বে; কিন্তু তুমি, তোমার এখানে পড়ে থাকার কোন মানে নেই। ভগবানের কথা, বৃদ্ধ আত্মীয়দের কথা, তোমায় মানতেই হ'বে—তা অন্যায় হ'লেও মানতে হ'বে তোমাকে। এ একরকম স্বার্থত্যাগ কিন্তু এ যে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি আমাদের ভালোবাসতেন—তারই মত তার সংসারের জন্যে আত্মত্যাগ করতে হ'বে। ফ্রাঁন্সে গেলে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। তোমার কি যা'বার ইচ্ছে হয় না মা?"

ভির্জিনি আঁখি অবনত করে কম্পিত স্বরে বললে—"এ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় আমি তা'তে প্রতিবন্ধক হ'তে চাই না। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক"। এই কথা বলে ভির্জিনি অশ্রু-বর্ষণ করতে লাগলো।

পাদ্রী সাহেব চলে গেলেন এবং সব কথা মঁঃ বুরদনেকে জানালেন। মাদাম লাতুর দোমঁ্যাগকে দিয়ে আমায় ডেকে

পাঠালেন, ভির্জিনির যাওয়া সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে। আমার একটুও ইচ্ছা ছিলনা ভির্জিনিকে যেতে দেওয়া হয়। স্বভাবের বুকে যে সৌভাগ্য পাওয়া যায় সে সৌভাগ্য পরিত্যাগ করে, যা আমাদের মধ্যে রয়েছে তা ছেড়ে, ঐশ্বর্যের জন্যে অন্য কোথাও যাওয়া আমি একেবারে পছন্দ করতাম না। আমার কাছে এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু ধনী হওয়ার স্বপ্নের কাছে আমার মতামত তো বেশী প্রবল হ'তে পারেনা। মাদাম লাতুর শেষ পর্যন্ত পাদ্রী সাহেবের মতেই মত ঠিক করলেন। ভির্জিনি ধনী হ'লে তার পুত্রও ধনী হ'বে, একথা জেনেও মারগেরীৎ ভির্জিনির যাওয়ায় মত দিতে পারলে না। সকলেই চুপি চুপি কথা কয় দেখে পল কিছুই বুঝতে পারে না। সে বিমর্ষ হ'য়ে রইলো। সে মনে মনে বললে "আমার বিরুদ্ধে এরা কিছু একটা মৎলব করছে - এরা আমায় লুকোচ্ছে কেন" ?

কিন্তু সারা দেশময় প্রচার হ'য়ে গেল এই পাহাড়ের দেশে ঐশ্বর্য প্রবেশ করেছে। নানা ধরনের ব্যবসাদার এদেশে এসে হাজির হ'য়েছে। ব্যবসাদারেরা সে দ্বীপের দরিদ্রদের কুঁড়ের সামনে দামী কাপড় ঝুলিয়ে দিলে। ঢাকার মসলীন, মস্‌লিপত্তমের কাপড়, ওদেলুর এর বাসন, সুরাটের বাফতা

আর কত কি জিনিষপত্র তারা এদেশে নিয়ে এল বিক্রী করবার জন্যে।• ....

মাদাম দে লাতুরের ইচ্ছে ভির্জিনির যা ইচ্ছে কেনে। তিনি কেবল যাচাই করে দেখলেন জিনিষটা কিরকম এবং মূল্য ঠিক হ'চ্ছে কিনা। তার ভয় ব্যবসাদারেরা তাকে ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে যা'বে। মা যা পছন্দ করলেন ভির্জিনি তাই কিনলে এবং মারগেরীৎ তার পুত্রের জন্যও কিছু কিন্‌লেন।

এসব ব্যাপার দেখে পল শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো সে যেন বুঝতে পারলে ভির্জিনি তার কাছ থেকে দূরে চলে যা'বে। একদিন সে আমার কাছে এসে বললে—"আমার বোন চলে যাচ্ছে, এরই মধ্যে যা'বার তোড়জোড় শুরু হ'য়ে গেছে। আপনি চেষ্টা করুন যা'তে সে না যায়, তার মা'কে বুঝিয়ে বলুন আপনি"।

বাংলা দেশের নীল কাপড়ের পোষাকে ভির্জিনিকে সুন্দর দেখাতো কিন্তু যখন তাকে এই দেশের সহরের মেয়েদের মত পোষাকে দেখলাম তাকে আমার একেবারে অন্য রকম মনে হ'লো। তার পরনে মসলিনের পোষাক। পোষাকের ভিতর তার দেহের সকল রেখাগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তার মাথার সোনার রঙ্গের চুলগুলিকে বেনী

করে দেওয়া হ'য়েছে। তার ছুটি চোখে বিষাদের ছায়া, মুখের রং যেন একটু বেশী উজ্জ্বল এবং স্বরে অনুভূতি মেশান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে নানা প্রকার অলঙ্কার পরেছে, অলঙ্কারগুলি যেন তার বিমর্ষভাবকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তাকে দেখলে তার কথা শুনলে চমৎকৃত হ'তে হয়। পলের ছুঃখ, ভির্জিনির বিষাদভারকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তার পুত্রের এ-বিষাদ ভাব দেখে মারগেরীৎ তাকে বলে—"মিছামিছি কেন কষ্ট পাচ্ছিস তুই, বৃথা আশায় মনের কষ্ট কেবল বেড়েই যায়। তোর এবং আমার জীবনের রহস্য এবার তোকে বলবার সময় হ'য়েছে। মাদমোয়াজেল দেলাতুরের মাসী খুব ধনী। আর তুই একজন গরীব চাষীর ছেলে। আরো মুস্কিল হ'চ্ছে এই যে তুই আমার জারজ সন্তান"।

জারজ কথাটা শুনে পল অবাক হ'য়ে গেল সে এ কথাটা তো কখন শোনেনি। সে তার মাকে এ কথাটার মানে জিজ্ঞেস করলে। তার মা বললে—"আইন অনুযায়ী তোর কোন পিতা নেই। যখন আমার বয়েস কম সে সময় আমি একজন যুবককে ভালোবাসি, সেই প্রেমের ফল স্বরূপ আমি তোকে পেয়েছি। আমারই দোষে আজ তুই ঘরছাড়া। হায়রে হতভাগা! এজগতে আমি ছাড়া তোর আর কেউ

নেই।" এইকথা বলে তিনি অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। পল তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললে :

—"আমার যখন তুমি ব্যতীত এ পৃথিবীতে কেউ নেই তখন আমি তোমায় আরও বেশী করে ভালোবাসবো। কিন্তু আজ একি রহস্য তুমি আমার কাছে উদ্‌ঘাটন করলে। আজ আমি বুঝতে পারছি মামজেল দেলাতুর দুমাস হ'লো কেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, কেন আজ সে আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সে তো আমায় ঘৃণা করবেই"।

সান্ধ্যভোজনের সময় এলো। সকলে টেবিলের চার-পাশে বসলো। কারুর মুখে কোন কথা নেই। নির্ব্বাক বেদনার মধ্যে কেউ খেতে পারলেনা ভালো করে। প্রথমে ভির্জিনি উঠে পড়ে আমাদের কাছে এসে বসলো, পলও উঠে এসে ভির্জিনির পাশে বসলো। দুজনের মুখেই কোন কথা নেই। সুন্দর রাত্রি—রাত্রির সে সৌন্দর্য কোন সুচতুর শিল্পীও তার তুলি দিয়ে আঁকতে পারেনা। আকাশের মাঝখানে চাঁদ উঠেছে তার চারদিকে একটা মেঘের পর্দা। ধীরে ধীরে চাঁদের কিরণ সেই মেঘাবরণ ভেদ করে সেই পর্ব্বতসঙ্কুল দ্বীপ আলোকিত করে তুলছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো রূপার মত চক্‌চক্ করছে। দূরে, বনের ভিতর, পাহাড়ের বুক থেকে ভেসে আসছে পাখীর মৃদুগুঞ্জন—চাঁদের

আলোয় তারাও যেন উৎফুল্ল হয়ে পরস্পরে পরস্পরকে সোহাগ করছে। আকাশের বুকে তাঁরাগুলি ঝিক্‌মিক্ করছে। সমুদ্রের বুকে তাদের প্রতিবিম্ব পড়েছে। ভির্জিনি চারিদিকে চেয়ে দেখছে। পথে একটা উজ্জ্বল আলো। আলোটা একটা জাহাজের, এই জাহাজে করে সে ফ্রান্সে যাবে। সেই নির্জন স্থানের প্রান্তে জাহাজখানা নোঙ্গর ফেলে যেন যাত্রা শুরু করবার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে। এ দৃশ্যে ভির্জিনির চোখে জল এলো। পাছে পল তার চোখের জল দেখতে পায় সে জন্যে সে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

মাদাম দে লাতুর, মারগেরীৎ আর আমি একটু দূরে কদলিকুঞ্জে বসেছিলাম। রাত্রের নির্জনতায় সুস্পষ্টভাবে আমাদের কানে আসছিল ভির্জিনি ও পলের কথাবার্ত্তা। তাদের কথা এখনও আমার মনে আছে।

পল বললে: "মামজেল, শুনছি তুমি তিন দিন বাদেই চলে যা'বে। বিপদসঙ্কুল সমুদ্রের বুকের উপর তোমার ভয় করবেনা······সমুদ্রকে তুমি তো ভীষণ ভয় কর"।

ভির্জিনি উত্তর দেয়—"কিন্তু আমার তো আমার আত্মীয়-স্বজনের কথা শুনতে হ'বে, সেটা যে আমার কর্ত্তব্য"।

"একজন আত্মীয়ের জন্যে, যা'কে তুমি কখনও দেখনি তার জন্যে, তুমি আমাদের ছেড়ে যা'বে ?"

"আমিতো সারা জীবন এখানে থাকতে চাই, কিন্তু আমার মা'তো তা চাননা। তার উপর পাদ্রী বলে গেলেন, এ ভগবানের ইচ্ছে, জীবনটাই একটা পরীক্ষা। কিন্তু বড় কঠিন এ পরীক্ষা।"

"—কি আশ্চর্য! এতগুলো কারণ তোমায় যাবার জন্যে টানছে আর এমন একটা কারণও নেই যা তোমার যাওয়া বন্ধ করতে পারে। ও! কারণ আরো আছে নিশ্চয়, তা তুমি আমায় বলতে চাও না। ঐশ্বর্য তোমায় আকর্ষণ করছে। একটা নতুন পৃথিবীতে গিয়ে পড়বে, সেখানে ভাই সম্পর্ক পাতাবার মত অনেক লোক পাবে ভাই বলে তুমি আর আমায় ডাকবে না। তোমার যোগ্য যুবককে তুমি ভাই সম্বোধন করবার জন্যে বেছে নেবে -আমার জন্মেরও ঠিক নেই আমি ধনীও নই। তাদের জন্ম উঁচু, বহু ধনের মালিক তারা। কিন্তু আরও বেশী সুখ পাবার জন্য কোথায় তুমি যেতে চাও। যেখানে তুমি জন্মেছ সে দেশের অপেক্ষা প্রিয় আর কোন দেশে যাবে তুমি? যে সমাজকে তুমি ভালোবেসেছ তার চেয়ে ভালো সমাজ কোথায় তুমি খুঁজে পাবে? তোমার মায়ের আদর না পেলে তুমি বাঁচবে কি করে? তোমায় পাশে না পেয়ে, খাবার টেবিলে তোমায় দেখতে না পেয়ে, এ বাড়িতে তোমায় দেখতে না পেলে, বেড়াবার সময় তুমি সঙ্গে না থাকলে, এ বুড়ো বয়েসে সে কার

উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকবে। আমার মা'কে তুমি নিজের মায়ের মত ভালোবাস, তুমি গেলে তার অবস্থাই বা কি হ'বে? তোমার জন্যে যখন তারা কাঁদবে তখন আমি কি বলে সান্ত্বনা দেব তাদের! নিষ্ঠুর তুমি! আমার কথা তোমায় বলতে চাই না। কিন্তু আমারই বা কি হ'বে, সকালে আমি যখন তোমায় দেখতে পাব না, সন্ধ্যায় যখন তুমি আমার পাশে থাকবে না? যখন এই নারকেল গাছ দুটি আমার চোখে পড়বে, যখন আমার মনে হবে আমরা এক সঙ্গে দুজনে পাশাপাশি বড় হ'য়ে উঠে-ছিলাম? তোমার ভাগ্যচক্র এখন ঘুরে গেছে—তাই তুমি আজ তোমার জন্মস্থান ছেড়ে অন্যস্থানের সন্ধানে যাচ্ছ। কাজের ঐশ্বর্য ফেলে তুমি এখন অন্য ঐশ্বর্যের সন্ধানে চলেছ। তুমি আমায় তোমার সঙ্গে যেতে দাও ভির্জিনি। ঝড় এলে আমি তোমায় সাহস দেব, তোমার মাথাটি আমার বুকের উপর চেপে ধরবো—আমার হৃদয়ের উত্তাপে তোমার হৃদয় উত্তপ্ত করে তুলবো। আর ফ্রান্সে, যেখানে তুমি ধন ও ঐশ্বর্যের সন্ধানে চলেছ সেখানে আমি তোমার দাস হয়ে থাকবো। তোমার সুখে আমি সুখী হ'য়ে থাকবো—বড় বড় হোটেলে তুমি সেজেগুজে বেড়াবে, আমি শুধু তোমায় দেখবো। আমিও বড় লোক হবো—আমি তোমার জন্যে সব ত্যাগ করে শেষে তোমার পদতলে জীবন দেব।"

উদ্‌গত ক্রন্দনে তার গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল। ভির্জিনির কণ্ঠস্বর আমাদের কানে এলো। সে থেমে থেমে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলছে "...তোমারই জন্যে আমি যাচ্ছি পল......তোমার জন্যে.........তোমায় আমি দেখেছি দু'টি সংসারের জন্যে প্রাণপাত করে কাজ করতে। আমি ধনবান হ'বার সুযোগ নিচ্ছি, তার কারণ তুমি যা আমাদের দিয়েছ তার শতগুণ ফিরিয়ে দেবার জন্যে। তোমার চেয়ে আমার বড় কেউ যে আর নেই পল। তোমার জন্মের কথা কি বলছ তুমি, আমার আরো ভাই থাকলেও কি আমি তোমায় ছাড়া আর কারুকে বেছে নিতে পারতাম? পল! পল! তুমি যে আমার কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। জান তুমি, কী কঠিন মূল্য দিতে হ'চ্ছে তোমায় দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে! পল আমার ইচ্ছে তুমি আমাকে আমা-থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও, যতদিন না ভগবান আমাদের মিলন ঘটান। এখন আমি থাকি, যাই, মরি, বাঁচি—আমায় নিয়ে যা খুশী তোমরা কর। কোন গুণ নেই আমার। তোমার সোহাগ আমার সহ্য হয়, কিন্তু তোমার বেদনা আমার সহ্য হয় না"।

এই কথার পর পল ভির্জিনিকে জোর করে নিজের বুকের উপর চেপে ধরলে এবং ভীষণ চিৎকার করে বলে উঠলো—"আমি যাবো তোমার সঙ্গে, তোমা থেকে কেউ আমায় বিচ্ছিন্ন করতে পারবেনা"।

আমরা সকলে তাদের কাছে ছুটে গেল্যাম। মাদাম লাতুর বললেন—"তুই যদি আমাদের ছেড়ে যাস তাহ'লে আমাদের কি অবস্থা হবে?"

পল কম্পিত স্বরে বললে—"ছেলে!......মেয়ে! মা···তুমি আমার মা......তুমি চাও এমনিভাবে দুটি ভাই বোনকে আলাদা করতে......আমরা দুজনেই তোমার স্তন পান করেছি, দুজনেই আমরা তোমার কোলে মানুষ হ'য়ে উঠেছি। তোমরাই আমাদের ভালোবাসতে শিখিয়েছ, আমরা সে কথা পরস্পরকে কত শতবার বলেছি। আর আজ তুমি ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাও—তুমি ওকে পাঠাতে চাও সেই অসভ্যদের দেশে, যা'রা তোমায় ঠাঁই দেয়নি আর য'াদের তুমি নিজে ছেড়ে চলে এসেছ। তোমরা হয়তো বলবে, 'তোমার বোনের উপর তোমার আর কোন দাবী নেই'। কিন্তু সে যে আমার সব। সে আমার ঐশ্বর্য, সে আমার সংসার। আমি তো আর কোন ঐশ্বর্য জানিনা। আমাদের আছে একটি ছাদ, একটি দোলনা—আমাদের কবরও হ'বে একটি। যদি ভির্জিনি যায় আমায় যেতে হ'বে তার সঙ্গে। গভর্ণর আমায় আটকাবেন। সাঁতার কেটে আমি পিছু পিছু যাবো। ডাঙ্গার চেয়ে আমি জলকে ভয় করি না। এখানে যদি আমি তার কাছে থাকতে না পাই অন্ততঃ তার কাছ থেকে দূরে আমি

মরবো। মা! নিষ্ঠুর মা, অমানুষ মা! তুমি আজ তোমার মেয়েকে সমুদ্রের বুকে ভাসিয়ে দিচ্ছ, সমুদ্র যেন তাকে আর তোমায় ফিরিয়ে না দেয়! ঐ সমুদ্রের উর্মিমালা যেন আমার মৃতদেহ তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়……আমাদের দুটি দেহ যেন ভেসে এসে পড়ে এই অভিশপ্ত দ্বীপের তীরে—আর সেই দৃশ্য যেন তোমাদের চিরদুঃখের কারণ হ'য়ে থাকে।"

নিরাশা তার বিচার শক্তি পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। আমি তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম। তার চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করছে, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে—উত্তপ্ত তার মুখমণ্ডল, দুটি জানু কম্পিত। আমার বুকের উপর অনুভব করলাম তার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন।

ভির্জিনি ভয় পেয়ে বললে…"আমি যদি এখানে থাকি, তোমার জন্যেই বেঁচে থাকবো, যদি চলে যাই—তা হ'লে একদিন তোমারই জন্যে ফিরে আসবো। আমি তোমাদের সকলকে সাক্ষী রাখলাম—তোমরা আমায় মানুষ করেছ তোমরা আমার জীবনের মালিক, তোমরা আমার চোখের জল দেখেছ—তোমরা সাক্ষী রইলে। আমি ভগবানের নামে শপথ করছি, ঐ সমুদ্র যার উপর দিয়ে আমায় যেতে হ'বে, ঐ সমুদ্রের নামে শপথ করছি; যে হাওয়ায় আমি নিশ্বাস নিচ্ছি, সে হাওয়া আমি কখনও মিছে কথায় কলুষিত করিনি,

সেই হাওয়ার নামে শপথ করছি আমি, আবার তোমারই জন্যে ফিরে আসবো।”

প্রিয়তমার কণ্ঠস্বর শুনে পলের রাগ জল হ'য়ে গেল। তার উন্নত শির নুয়ে পড়লো এবং তার দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়লো বিগলিত অশ্রুধারা। তার মা তাকে বুকে চেপে ধরলো—মার অশ্রুজল পুত্রের অশ্রুজলে মিশলো। মা'র মুখে একটি কথা নেই। মাদাম লাতুর নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন—“আমি আর সহ্য করতে পারছিনা—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ভির্জিনির বুঝি আর যাওয়া হয় না। তোমার পুত্রকে তুমি সরিয়ে নেবার চেষ্টা কর। আজ আটদিন হ'লো কারো চোখে একটু ঘুম নেই।”

পল আর একটিও কথা কইলে না। সে আমার সঙ্গে চলে এলো। একটি রাত্রি অস্থিরভাব মধ্যে কাটিয়ে সকাল বেলা সে বাড়ি ফিরলো।

“কিন্তু এই ইতিহাসের কথা এতক্ষণ ধরে তোমায় বলে কি হবে? মানুষের জীবন গোলাকার পৃথিবীর মত, একদিকে যখন আলো, আর একদিকে তখন অন্ধকার। আমাদের জীবনও পৃথিবীর মত ঘূর্ণায়মান—এরও একদিক অন্ধকার না হ'লে আর একদিক আলোকিত হ'তে পারে না। সেই জন্যে জানবার

মত, শোনবার মত, মানুষের জীবনে কেবল একটি দিকই আছে।"

আমি বললাম ঃ

"এমন করুণ ইতিহাস যখন আপনি শুরু করেছেন, তখন তা শেষ করুন। সুখের জীবন আমাদের আনন্দ দেয়, কিন্তু দুঃখের জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়। পলের কি হ'লো আমায় বলুন"।

বাড়ি ফিরে পল প্রথম দেখা পেল মারীর। মারী একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের পানে চেয়ে আছে। মারীকে দেখেই পল চিৎকার করে বলল, "ভির্জিনি কোথায়"? মারী তার প্রভুর দিকে ফিরে কাঁদতে লাগলো। পল আত্মহারা হ'য়ে বন্দরের দিকে ছুটলো। সেখানে গিয়ে পল শুনলে সকাল না হ'তেই ভির্জিনি জাহাজে গিয়ে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ পাল তুলে দিয়েছে। পল বাড়ি ফিরে এলো। কারুর সঙ্গে সে একটিও কথা বল্লে না।

আমাদের পিছনের এই পর্ব্বতসঙ্কুল স্থানটা দেখলে মনে হয় একেবারে সোজা উঁচুতে উঠে গেছে, কিন্তু এ স্থানটা স্তরে স্তরে উঁচুতে উঠে গেছে ঐ ঝুঁকে পড়া পাহাড় পর্যন্ত। ঐ পাহাড়ের পাদদেশে বড় বড় গাছে ভরা উপত্যকা আছে—

স্থানটা যেন হাওয়ার বুকে একটা বনের মত, চারিদিকে বিপদ-সঙ্কুল পর্বতশৃঙ্গ। ঐ স্থানটার নাম হ'চ্ছে "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ"। "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে"র শিখর দেশে মেঘের দল এসে জমা হয়। সেই মেঘের জলে কতকগুলি নদীর সৃষ্টি হ'য়েছে। নদীগুলি পাহাড়ের উপর দিয়ে ভীষণ শব্দে নামছে সমতল ভূমির উপর। ঐ স্থান থেকে এই দ্বীপের প্রায় সবটাই দেখতে পাওয়া যায়—তারপর চোখে পড়ে বিশাল সমুদ্র। পল সেই স্থানটায় উঠে জাহাজটা দেখতে পেল। সমুদ্রের সুবিস্তৃত বুকে জাহাজটি একটা কালো বিন্দুর মত ভাসছে। বহুক্ষণ সে সেই স্থানে বসে সেই বিন্দুর পানে চেয়ে রইলো। জাহাজটা অদৃশ্য হ'য়ে গেল কিন্তু পলের মনে হ'লো সে এখনও যেন জাহাজখানা দেখতে পাচ্ছে। জাহাজটি যখন সুদূর কুয়াশার অন্তরালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল তখনও পল সেই স্থানে বসে রইলো। প্রবল হাওয়া বড় বড় গাছ গুলোর মাথায় আঘাত করছে, সেই আঘাতে উঠছে একটা গভীর আওয়াজ—সে আওয়াজে মনের বিমর্ষ ভাবকে আরো বাড়িয়ে তোলে। আমি সেখানে পলের দেখা পেলাম—সে একটি পাথরের গায় ঠেশ দিয়ে বসে, সমুদ্রে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম। অনেক কষ্টে তাকে ঘরে ফিরে যেতে রাজী করলাম। শেষ পর্যন্ত সে ঘরে ফিরে এল এবং মাদাম

লাতুরের দেখা পেয়েই বলতে শুরু করলো, সে তাকে প্রতারিত করেছে। মাদাম লাতুর আমাদের বললেন প্রত্যুষে হাওয়া উঠবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত হ'লো—গবর্ণর, পাদ্রী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হ'লেন, পাল্কি করে ভির্জিনিকে নিয়ে যা'বার জন্যে। তিনি নানা কারণ দেখালেন, অশ্রুবর্ষণ করলেন, মারগেরীৎ কাঁদলো, সকলে বললে ভির্জিনি তাদের একমাত্র ঐশ্বর্য --তবু তারা ভির্জিনিকে নিয়ে গেল।

পল বললে : "তার কাছ থেকে বিদায় নিতে পারলেও আমি কতকটা শান্ত হ'তে পারতাম। আমি তাকে বলতাম 'ভির্জিনি—যে ক'দিন আমরা একসঙ্গে জীবন কাটিয়েছি, সে সময়ে আমি যদি তোমার কাছে কোন দোষ করে থাকি, সে জন্যে আমায় ক্ষমা কোরো। আমি তাকে বলতাম, আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হ'বেনা—বিদায়, প্রিয় ভির্জিনি বিদায়'। তারপর মাদাম লাতুর ও মারগেরীতকে ক্রন্দন করতে দেখে সে বললে—'তোমাদের চোখের জল মোছবার জন্যে তোমরা এবার আর কাউকে খোঁজ'। এই কথা বলে সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল এবং এদিকে সেদিকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ভির্জিনির সকল প্রিয় স্থানগুলি সে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। ছাগল দুটিকে আর তার বাচ্ছাদের বললে 'কি দেখছিস আমার দিকে? আমার সঙ্গে

যা'কে দেখতিস আর তার দেখা পাবিনা। তোদের আর সে হাতে করে খাওয়াবেনা'। ভির্জিনির বিশ্রাম করবার স্থানটিতে যায়। পাখীর দল উড়ে আসে। পল বলে, 'যে তোদের খেতে দিত আর তার দেখা পাবিনা'। কিদেল এদিকে ওদিকে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে দেখে তাকে বলে 'তার দেখা আর কখনও পাবিনা।'—তারপর যে স্থানটায় বসে কাল সে ভির্জিনির সঙ্গে কথা কয়েছিল, সে স্থানটায় বসে। তার চোখে পড়ে অসীম সমুদ্র তার চোখের বাঁধ ভেঙ্গে অশ্রুর বান ডাকে।

আমরা তার পিছু পিছু ঘুরতে থাকি। আমাদের ভয় হয় এই চিত্ত-বিকৃতির ফলে সে ভয়ঙ্কর কিছু কাণ্ড না করে বসে। তার মা এবং মাদাম লাতুর তাকে অনুনয় করে, বৃথা আশায় দুঃখকে আর না বাড়িয়ে তুলতে। শেষ পর্যন্ত মাদাম লাতুর তাকে শান্ত করলেন। তিনি তাকে বললেন ভির্জিনি তারই এবং সে তার জামাই। তারা পলকে বাড়িতে নিয়ে এলো এবং তাকে কিছু খাবার জন্যে রাজী করালো। ভির্জিনি যেখানে বসতো, তারই পাশে পল বসলো। পল ভির্জিনির নাম ধরে ডাকলে, যেন ভির্জিনিই পরিবেশন করছে, কিন্তু যেই সে তার ভুল বুঝতে পারলে তার চোখ ভবে জল এল। পরের দিন ভির্জিনি যে সব জিনিষগুলি

ব্যবহার করতো, সে জিনিষগুলি সে জড় করে বুকের উপরে চেপে ধরলো, চুম্বন করলো। এই সব জিনিষগুলি যেন তার কাছে পৃথিবীর সব জিনিষ অপেক্ষা মূল্যবান। প্রিয়ার স্পর্শকরা বস্তুর সুবাসের কাছে বুঝি মৃগনাভির গন্ধেরও তুলনা হয়না। কিন্তু যখন সে দেখলে তার দুঃখে তার মায়ের এবং মাদাম দেলাতুরের কষ্ট বাড়ছে এবং কাজ না করলে আর সংসার চলেনা, তখন সে দোম্যাগকে নিয়ে আবার বাগানে কাজ করতে শুরু করলো।

কিছু দিন পর পল আমায় বললে তাকে লেখাপড়া শেখাতে, যা'তে সে ভির্জিনিকে চিঠিপত্র লিখতে পারে। তার ভূগোল পড়তে ইচ্ছে হ'ল যা'তে ভির্জিনি কোথায় আছে তা সে জানতে পারে। ক্রমশঃ তার ইচ্ছে গেল ইতিহাস শেখবার, কারণ সে জানতে চায় ভির্জিনি যে সমাজে থাকে সে সমাজের মানুষের হাবভাব রীতিনীতি। এমনিভাবে সে ভালো করে চাষ করতে শিখলে, জমিকে উর্ব্বর করে তুলতে শিখলে, জমি নির্ব্বাচন করতে শিখলে।

পল ভূগোল পড়ায় বিশেষ কোন আনন্দ পায় না কারণ ভূগোল দেশের চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা না বলে, কেবল রাজনৈতিক বিভাগের বিবরণ দেয়। আধুনিক ইতিহাসও তার ভাল লাগেনা। তাতে কেবল যুগ যুগ ধরে মানুষের

দুর্ভাগ্যের বর্ণনা, অথচ সেই দুর্ভাগ্যের কারণ সে কিছুই বুঝতে পারেনা। যুদ্ধ বিগ্রহ; চরিত্রহীন জাতি এবং মনুষ্যত্বহীন রাজপুত্রের কথা কেবল তা'তে বর্ণনা করা হয়। সে উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে, কারণ উপন্যাসের ঘটনার ভিতর সে নিজের জীবনের কিছু কিছু সন্ধান পায়। অনেক সময় সে মাদাম লাতুরকে 'তেলেমাক্' পড়ে শোনায়। পড়তে পড়তে তার উদ্গত অশ্রুতে কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে আসে, তার দুচোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। আবার কখনও কখনও আধুনিক উপন্যাস পড়ে তার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। সে যখন বুঝতে পারে, এই সব উপন্যাসে ইউরোপের মানব চরিত্রের যথাযথ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তখন সে ভির্জিনির জন্যে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে—এই আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে ভির্জিনির চরিত্র পাছে কলুষিত হ'য়ে পড়ে। সে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাকে ভুলে যেতে পারে।

প্রায় দেড় বছর কেটে গেল মাদাম লাতুর ভির্জিনির কোন পত্র পেল না। এটুকু কেবল সে জানতে পেরে-ছিলো যে ভির্জিনি নির্বিঘ্নে ফ্রান্সে পৌঁছেচে। একদিন তিনি পেলেন একটি মোড়ক এবং ভির্জিনির হাতে লেখা একখানি পত্র। ভির্জিনির লেখা পড়ে তিনি বুঝতে পারলেন সে সুখে নেই। চিঠিখানিতে ভির্জিনি এমনভাবে তার

অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিল যে আমার সে চিঠির প্রত্যেক কথাটি মনে আছে।

পূজনীয় মা,

আমি তোমায় আগেই কয়েকখানি চিঠি নিজের হাতে লিখেছি, কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে আমার ভয় হয়, সেগুলো তোমার কাছে গিয়ে পৌঁছায় নি……

আশা করি এ চিঠিখানি তোমার কাছে পৌঁছাবে। কারণ আমি অনেক সতর্ক হ'য়ে তোমায় এ চিঠিখানি পাঠাচ্ছি, আমার খবর তোমায় দেবার জন্যে। আশা করি তোমার সংবাদ পাব। ওখানে আমি কেবল চোখের জল ফেলেছি অন্যের কষ্ট দেখে। কিন্তু যেদিন তোমার কাছ থেকে চলে এসেছি সেদিন থেকে আমি অনেক চোখের জল ফেলেছি। আমি যখন এখানে এসে পৌঁছালাম আমি লিখতে পড়তে জানি না শুনে আমার দিদিমা খুব আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন তা হ'লে পৃথিবীতে এসে পর্যন্ত আমি কি শিখেছি। যখন বললাম আমি তোমার কথা শুনতে শিখেছি আর ঘর সংসারের কাজ করতে শিখেছি, তখন তিনি বললেন আমি ঝিয়ের শিক্ষা পেয়েছি। পরের দিনই তিনি আমায় একটি পাঁসিয়ঁতে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানে সব বিষয় শেখাবার জন্যে মাষ্টার আছে। তারা আমায় ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, অঙ্ক এবং ঘোড়ায় চড়তে

শেখালেন। আমার কিন্তু কেবলি মনে হয় আমি হতভাগ্য, কিছুই শিখতে পারবো না। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু নেই। মাস্টার মশাইরাও সে কথা বলেন। কিন্তু দিদিমা ছাড়বেন না। তিনি ঋতু অনুযায়ী আমায় সুন্দর সুন্দর পোষাক দেন। আমার জন্যে তিনি দু'জন ঝি রেখেছেন—তারাও বড় ঘরের মেয়েদের মত সেজেগুজে থাকে। তিনি আমার উপাধি দিয়েছেন "কঁন্তেস"। কিন্তু লাতুর নাম আমায় পরিত্যাগ করতে হয়েছে। এ নাম যেমন আমারও প্রিয় তেমনি এ নাম তোমার কাছেও প্রিয়। কারণ তোমায় বিবাহ করবার জন্যে আমার বাবা কত কষ্ট পেয়েছিলেন, সে কথাতো তুমি আমায় বলেছ। নিজেকে এ রকম অবস্থায় দেখে, তোমায় কিছু সাহায্য করবার জন্যে আমি দিদিমাকে বলেছিলাম। কিন্তু আমার কথা শুনে তিনি যা বললেন, তা আমি তোমায় কি করে জানাবো। কিন্তু মা তুমি যে আমায় সত্য কথা বলতে শিখিয়েছ। তিনি বললেন কিছু সাহায্য পাঠালে তোমার কোন কাজেই লাগবে না আর বেশী পাঠালে তুমি মুস্কিলে পড়বে, কারণ তুমি অতি সাদাসিধে ভাবে জীবন কাটাও। প্রথম আমি লিখতে জানতাম না বলে আর একজনকে দিয়ে তোমায় আমার খবর পাঠাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে বিশ্বাস করতে পারা যায় এমন কাউকে না পেয়ে আমি দিন রাত লিখতে শেখবার চেষ্টা

করলাম। ভগবান আমার সহায় হলেন, শীঘ্রই আমি লিখতে শিখলাম। যে মেয়েরা সব সময়ে আমার পাশে পাশে থাকে, প্রথম আমি তাদের দিয়ে তোমায় চিঠি পাঠাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার চিঠিগুলি তারা তোমার মাসীর হাতে তুলে দিয়েছিল। এবার আমি আমার 'পাঁসিয়ঁর' এক বন্ধুর সাহায্য নিলাম। সেই ঠিকানাতেই তুমি আমায় চিঠি লিখ। আমার দিদিমা আমায় কোন চিঠি লিখতে মানা করে দিয়েছেন, তিনি বললেন তা'তে তার চোখের সামনে যে মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন তার এক নামজাদা বন্ধুর ছেলের, আমায় বড় ভালো লেগেছে। সত্য কথা বলতে কি আমার তাকে একটুও ভালো লাগে না।

"আমার চারিদিকে ঐশ্বর্যের আলোর ঝলক, অথচ আমার এক পয়সা খরচ করবার অধিকার নেই। সকলে বলে আমার হাতে টাকা পয়সা পড়লে তা আমি নষ্ট করে ফেলব। আমার পোষাকগুলো ছাড়বার পূর্বেই পোষাক নিয়ে তারা ঝগড়া শুরু করে। ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও আমি দরিদ্র—এত দরিদ্র হয়তো আমি তোমার কাছেও ছিলাম না। যখন দেখলাম এত শিক্ষা পেয়েও কারুর একটু উপকার করবার আমার ক্ষমতা নেই, তখন আমি ছুঁচ সুতার কাজে লেগে গেলাম। তুমি কি ভাগ্যি আমায় ছুঁচের কাজ শিখিয়েছিলে? আমি কয়েক জোড়া

আমারই বোনা মোজা, তোমার জন্যে এবং মা মারগেরীতের জন্যে পাঠালাম। দোম্যাগ-এর জন্যে একটা টুপি আর মারীর জন্যে লাল রংয়ের রুমাল। এই মোড়কের ভিতর আমি কয়েকটি ফলের বীজ এবং নানা রকম গাছের বীজ পাঠালাম। কতকগুলি ভায়লেট ফুলের আর মারগেরীৎ ফুলের বীজও এই সঙ্গে দিলাম। এদেশে নানা রকম সুন্দর ফুল ফোটে কিন্তু কেউ তাদের যত্ন নেয় না। আমার মনে হয় যে টাকার থলির জন্যে আজ তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটেছে, তুমি এবং মা মারগেরীৎ তা অপেক্ষা এই ফুলের বীজের থলি গুলোকে অনেক বেশী ভালোবাসবে। একদিন যখন আমাদের কলা গাছের পাশে আপেল গাছ গজিয়ে উঠবে তখন তোমার নিশ্চয় খুব আনন্দ হ'বে, তখন তোমার মনে হ'বে তোমার প্রিয় নরমান্দিতেই বুঝি রয়েছ।.........

"তুমি বলেছ আমার সুখ-দুঃখ সবই তোমায় লিখতে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে আমার আনন্দ বলতে কিছুই নেই। ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি এ অবস্থায় এসে পড়েছি, এই কথা চিন্তা করে আমি আমার দুঃখ ভুলে থাকি। এখানে আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ এই যে তোমার নাম এখানে কেউ করে না, আর আমিও তোমার কথা কারুর কাছে বলতে পাই না। আমার ঝি দুজনের সঙ্গে গল্পের ছলে যখন তোমার

কোন প্রিয় বস্তু সম্বন্ধে কথা কইবার চেষ্টা করি তখন তারা বলে, 'মামজেল মনে রাখবেন আপনি ফরাসী রমণী, অসভ্যদের কথা আপনার মুখে শোভা পায় না'। হায়! আমি আমায় ভুলে যেতে পারবো, তবু যে স্থানে আমি জন্মেছি এবং যেখানে আমি জীবন কাটিয়ে এসেছি, সে স্থানটা ভুলতে পারব না। আমার তো এই দেশটাই অসভ্য লাগে, কারণ আমি এখানে একা—তোমায় যে আমি কত ভালোবাসি তা কি করে জানাবো।"

ইতি তোমার স্নেহের

ভির্জিনি

পুনশ্চ "মা তুমি মারী ও দোমঁ্যাগকে দেখ। আমি যখন ছোট ছিলাম তারা আমায় বড় যত্ন করেছে। তুমি আমার হয়ে কিদেলের গায়ে হাত বুলিও।"

চিঠি শুনে পল অবাক হয়ে গেল। ভির্জিনি সকলের কথা বলেছে এমন কি কুকুরটার কথা পর্যন্ত লিখেছে অথচ একবার পলের কথা বলেনি।

সব কিছু লেখার পর কেবল চিঠির শেষে কয়েকটি বীজ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়েছে। ফুল গাছগুলির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিয়েছে। সে লিখেছে ভায়লেট ফুলগুলি, পাহাড়ের উপর যেখানে তারা শেষবারের মত কথা কয়েছিল সেখানে পুঁততে।

এই বীজগুলি ভির্জিনি একটা ছোট্ট থলির ভিতর পুরে দিয়েছিল। সাধারণ কাপড়ের থলি কিন্তু পলের কাছে তার দাম অনেক, কারণ সেই থলির উপর ভির্জিনি নিজে চুল দিয়ে P ও V অক্ষর তুলে দিয়েছে। অক্ষর দুটি পরস্পরকে জড়িয়ে আছে।

ভির্জিনির পত্র পড়ে সকলের চোখেই জল এলো। তার মা লিখলেন, ভির্জিনির যেমন ইচ্ছে সে যেন তেমনি করে। থাকতে ইচ্ছে যায় থাকবে, চলে আসতে ইচ্ছে যায় চলে আসবে। যেদিন থেকে সে চলে গেছে সেদিন থেকে যেন তাদের আর কোন আনন্দ নেই, বিশেষ করে তার নিজের।

পল তাকে লম্বা চিঠি লিখলে। সে জানালে তার বাগানে এদেশী ফুলের সঙ্গে সে ইউরোপীয় ও আফ্রিকার ফুলগাছ পুতবে। অক্ষর দুটির মত তারা পরস্পরকে জড়িয়ে থাকবে।

পল বীজগুলি যত্ন করে পুঁতলে। ভায়লেট ফুলের বীজগুলির উপর সে বেশী করে যত্ন নিলে কারণ ভায়লেট ফুলগুলির চরিত্রের সঙ্গে আর ভির্জিনির অবস্থার সঙ্গে কতকটা মিল আছে। কিন্তু বীজগুলি থেকে বেশী গাছ হ'লনা। সম্ভবতঃ এ দেশের জল হাওয়া তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

কিন্তু সেই দ্বীপে ভির্জিনি সম্বন্ধে অনেক কথা উঠতে লাগলো। জাহাজে করে যে সব লোক সে দ্বীপে আসে, তারা বলে ভির্জিনির বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেছে। এ সংবাদে পল শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে। যা'র সঙ্গে ভির্জিনির বিয়ে হ'বে তার কথা সকলে বলে, তার নাম করে। কেউ বলে বিয়ে পাকাপাকি হ'য়ে গেছে। তারা নিজের কানে সে কথা শুনে এসেছে। প্রথম পল তাদের কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ক্রমশঃ দ্বীপেরই কয়েকজন লোক তার কাছে ভির্জিনির বিয়ের কথা বলতে থাকে। ক্রমশঃ পল সে কথা বিশ্বাস করতে থাকে। পল ভাবে সভ্যদেশের মানুষের সঙ্গে থেকে ভির্জিনির চরিত্রও কলুষিত হ'য়ে গেছে। সেও প্রতারণা করতে শিখেছে। অনেক জাহাজ সে দেশে এলো, কিন্তু ভির্জিনির আর কোন সংবাদ আসেনা দেখে পল আরও বেশী শঙ্কিত হ'য়ে পড়লো।

যুবক চিন্তায় আকুল হ'য়ে আমার কাছে ছুটে আসে, আমার অভিজ্ঞতায় তার মনের ভাবনার সত্যা সত্যের বিচার করে নেবার জন্যে।

আমি তো আপনাকে বলেছি আমি এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে বাস করতাম।

জীবনের সবচয়ে কম দুর্ভাগ্য হ'চ্ছে একলা থাকা।

মানুষের উপর যে-মানুষের অভিমান, সে একলা থাকতে চায়। নির্জনতা মানুষকে প্রকৃতির সংস্পর্শে এনে আনন্দ দেয়—তাকে সমাজের কাছ থেকে বেদনা পেতে হয় না। কুসংস্কারে পরিপূর্ণ সমাজের মাঝখানে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তা ওঠে, সে সব ধারণা সত্য কি মিথ্যা তা' নিয়ে তোলাপাড়া করতে থাকে। কিন্তু নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই সব অদ্ভুত চিন্তা আর মনে জাগে না। প্রকৃতির মতই প্রাঞ্জল হয় মনের ভাব। তরঙ্গসঙ্কুল নদী যখন আশপাশের গ্রাম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এসে, তার গতিপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার বুকের পঙ্কিলতা কতকটা তার গর্ভে ফেলে রেখে আবার স্বচ্ছ কাঁচের মত নতুন ধারায় বইতে থাকে। আবার তার বুকে সবুজ তীর, নীল আকাশ, প্রতিফলিত হ'তে থাকে। নির্জনতা মানুষের শরীরের ও মনের সুখ ফিরিয়ে দেয়। নির্জনপ্রিয় মানুষেরা নিজের জীবনের গতিকে বহু দূর বিস্তৃত করতে পারে, যেমন পারতেন ভারতের ব্রাহ্মণেরা। আমার মনে হয় এই নির্জনতা সারা বিশ্বের সৌভাগ্যের কারণ। মনের শান্তি না থাকলে আমরা সুচিন্তিত মতামত গড়ে তুলতে পারি না, কোন নিয়ম অনুযায়ী আমাদের জীবনের গতিকে স্থায়ী করতে পারি না, এমন কি কোন অনুভূতি থেকেও আনন্দ পাই না। এ কথা আমি বলতে চাই না যে মানুষ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে

থাকুক, কারণ মানুষ নিজের প্রয়োজনে সকল প্রকার মানুষের সঙ্গেই যোগসূত্রে বাঁধা। সুতরাং একজন মানুষকে আর একজন মানুষের জন্যে কাজ করতেই হবে।

সেই জন্যে আমি মানুষের সমাজ থেকে দূরে থাকি। মানুষের জন্য আমি কাজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মানুষেরাই আমায় নির্ব্বাসন দিয়েছে। ইউরোপের সকল দেশ ঘুরে আমি এই দ্বীপে এসেছিলাম। এখানকার আবহাওয়া আমার ভালো লাগায় আমি এখানে থেকে গেছি। বনের ভিতর একটি গাছের গোড়ায় আমি আমার কুঁড়ে তৈরী করেছি। একটু জমিতে চাষ করি—একটি নদী আমার কুঁড়ের পাশ দিয়ে বহে যায়। এই আমার যথেষ্ট—আমার আনন্দ ও আমার প্রয়োজন তাই থেকেই মেটে। আমার সঙ্গে আছে কয়েকখানি ভালো বই। এ বইগুলি আমাকে ভালো হ'তে শেখায়। যে দিন থেকে আমার পথে মানুষ নেই, সেদিন থেকে আমি তাদের পথে আর চলি না, সেদিন থেকে আমি মানুষকে কম ঘৃণা করতে শিখেছি। তাদের জন্যে আমার দুঃখ হয়। যদি হঠাৎ আমার পথের উপর কোন হতভাগ্য মানুষ এসে পড়ে তাকে আমি উপদেশ দিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করি। প্রকৃতি বৃথাই চেষ্টা করে মানুষকে তার বুকে টানতে, কারণ মানুষ নিজের মনের মতন করে প্রকৃতির মূর্ত্তি তৈরী করে নেয়। সেই মূর্ত্তির পিছনে তারা সারা জীবন

ছুটে মরে, শেষে ভগবানকে দোষ দেয় নিজের কৃত পাপের জন্যে। বহু হতভাগ্যকে আমি চেষ্টা করেছি প্রকৃতির বুকে টেনে নিয়ে আসতে। আমি তাদের মধ্যে এমন একজনকেও দেখলাম না যে নিজের মনের দৈন্যে পাগল নয়। প্রথম তারা মন দিয়ে আমার কথা শোনে। তারা ভাবে আমি তাদের ঐশ্বর্যবান ও ধনবান হ'তে সাহায্য করবো। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে তাদের সে আশা ত্যাগ করতে হ'বে, এই কথাই আমি বলতে চাই, তখন তারা আমাকেই পাগল ঠাওরায় কাবণ আমি তাদের মত সৌভাগ্যবান হতে চাই না। তারা আমার নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে বিদ্রুপ করতে থাকে। তারা বোঝাতে চায় তারাই কেবল পৃথিবীর কাজে লাগে। তারা চেষ্টা করে তাদের ঘূর্ণাবর্তে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। আমি লোকের সঙ্গে কথা কই বটে কিন্তু নিজেকে কখনও তাদের হাতে তুলে দিইনা। অনেক সময় আমি নিজেকেই আমার সামনে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরি। ঐ নির্জন স্থানে বসে আমি আমার বিগত জীবনটাকে অবলোকন করি—আমার জীবনের জন্যে কী ভীষণ মূল্য আমায় দিতে হ'য়েছে, সে উত্তেজনাময় জীবনকে আমি কত মূল্যবান মনে করেছিলাম। কত লোক আমি দেখেছি যা'রা কেবল স্বপ্ন নিয়ে মারামারি করে। তাদের আমি আমার কুঁড়ের পাশের নদীটির সঙ্গে তুলনা করি। তারা

ঐ নদীর ফেনময় ঢেউয়ের মত তীরের উপর আছড়ে পড়ে, অদৃশ্য হয়, আর ফিরে আসেনা। আমি নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে কালের স্রোতের বুকে ভাসিয়ে দিয়েছি—এগিয়ে যাচ্ছি ভবিষ্যৎ সমুদ্রের পানে—সে সমুদ্রে তীর নেই। আর স্বভাবের এ সৌন্দর্য দেখে আমি ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছি এ সবের সৃষ্টি-কর্ত্তার পানে—এবং আশা করে বসে আছি মৃত্যুর পর সুখের জীবনের জন্যে।

ঐ নদীটার কাছ থেকে কিছু দূরে একটা ছোট পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ে আমরা গরমের সময় যেতাম ছাওয়ায় বসে মধ্যাহ্ন ভোজন করবার জন্যে। ভির্জিনির একটা স্বভাব ছিল যে সে যখনই কোন ফল খেত তখনই ফলের বীজগুলি সে পুতে দিত এবং বলতো "দেখবে কেমন গাছ হ'বে"। একদিন সে ঐ স্থানটায় বসে পেঁপে খেয়ে বীজগুলি পুতে দেয়। কিছু-দিন পরে সেই বীজগুলি থেকে বড় বড় পেঁপে গাছ হ'লো—তার মধ্যে একটি পেঁপে গাছে ফল ফলতো, সেইটি ছিল স্ত্রীজাতি। যখন সে এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়, এ পেঁপে গাছটি ভির্জিনির জানুর চেয়ে বেশী উঁচু ছিলনা। তার দুবছর পরে গাছটি কুড়িফুট লম্বা হ'য়ে, ফুলে ফলে ভরে উঠলো। পল ঘুরতে ঘুরতে এ গাছটির কাছে এসে গাছটি দেখে অবাক হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মন বিষাদে ভরে গেল। কোন

জিনিষ চোখের সামনে না থাকলে আমরা বুঝতে পারিনা। কত দ্রুত তারা বার্দ্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনেক দিন দৃষ্টির অন্তরালে থাকবার পর যখন হঠাৎ কোন জিনিষ আবার দৃষ্টি-গোচর হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের জীবন-নদী কত দ্রুত বহে যাচ্ছে……

আমি জানতাম এই পেঁপে গাছটার কাছে পলের দেখা পাব। একদিন দেখলাম বিমর্ষ চিত্তে সে সেখানে বসে আছে। তার সঙ্গে আমার কি কথা হ'লো আপনাকে বলছি। পল আমায় বললে :

"আমার বড় দুঃখ। আজ দু-বছর হ'লো মাদমোয়াজেল দে লাতুর চ'লে গেছে। আজ ৮ মাস হ'লো আমরা তার কোন সংবাদ পাইনি। সে এখন ধনী আর আমি দরিদ্র। আমার ইচ্ছে হয় ফ্রান্সে যাই। আমি রাজার চাকরি নেব, আমি ধনী হ'ব। তা হ'লে ভির্জিনির দিদিমা আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে আর কোন আপত্তি করবেন না।

বৃদ্ধ :

কিন্তু বন্ধু তুমি তো বলেছ আমায়, তোমার জন্মের ঠিক নেই।

পল :

আমার মা সে কথা আমায় বলেছেন। আর জন্ম বলতে

যে কি তাতো আমি জানিনা। আমিতো ধারণাও করতে পারিনা আমার জন্মের সঙ্গে আর অন্য কারো জন্মের সঙ্গে, কোন তফাৎ আছে বা কারো জন্ম আমার চেয়ে উঁচু।

বৃদ্ধ :

তোমার জন্মের দোষের জন্যে ফ্রান্সের কোন বড় কাজের পথ তোমার বন্ধ। এমন কি নাম করা কোন সৈন্যদলেও তুমি প্রবেশ করতে পারবে না।

পল :

আপনিই তো একবার আমায় বলেছিলেন ফ্রান্সে ছোট বড়র বাচবিচার নেই, সকলেরই বড় হ'বার অধিকার আছে। আপনিই বলেছেন কত লোক নীচু অবস্থা থেকে উন্নতির সুউচ্চ শিখরে উঠেছে। তা হ'লে আপনি আমাকে প্রতারিত করতে চেয়েছিলেন?

বৃদ্ধ :

না বাবা আমি কখনও তোমায় প্রতারিত করতে পারি? বিগতদিনে যা সত্য ছিল, সে কথাই আমি তোমাকে বলেছি। কিন্তু এখন সব কিছুরই পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। ফ্রান্সে এখন সবকিছুই কয়েক জনের সম্পত্তি। রাজা এখন মেঘে ঢাকা সূর্যের মত। তার একটি রশ্মিও তোমার উপর পড়া সম্ভব নয়। যে রাজা ঠিকমত লোক বেছে নিতে পারে সেরকম

রাজার আজকাল বড় অভাব। সভাসদদের পরামর্শতেই আজকালকার রাজা সব কিছু করেন।

পল ঃ

কিন্তু এমন একজন সভাসদও তো আমায় সাহায্য করতে পারে।

বৃদ্ধ ঃ

সভাসদদের মন পেতে হ'লে তাদের খোসামোদ করতে হবে। তুমিতো তা কখনও করতে পারবেনা বাবা।

পল ঃ

আমি বীরের মত কাজ করবো; আমি আমার কথা মত কাজ করবো, আমি কর্ত্তব্য কর্মে কখনও হটবো না। আমি মন দিয়ে কাজ করবো তা হ'লে হয়তো কেউ আমাকে তার পুত্র হিসাবে গ্রহণ করবে। এমন ঘটনাতো ইতিহাসে বিরল নয়।

বৃদ্ধ ঃ

গ্রীক ও রোমবাসীদের মধ্যে কাউকে পুত্র হিসাবে গ্রহন করার একটা রীতি ছিল বটে। সে সময় বিখ্যাত লোকেরা গুণের আদর করতো। কিন্তু আজকালকার যুগে বিখ্যাত লোকের অভাব নেই অথচ তাদের মধ্যে কেউ কখনও কোন নামজাদা বংশে পুত্র হিসাবে গৃহিত হয় নি। ফ্রান্সে গুণের মূল্য

আজ কিছু নেই। এখন গুণ বলতে সকলে জানে টাকা। যে ধনী সেই গুনী।

পল :

বেশ যদি কোন বড় লোকের সাহায্য না পাই, তা হ'লে রাজার কোন সভাসদকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করবো। সে আমায় ভালোবাসবে।

বৃদ্ধ :

তা হ'লে আর সকলে যেমন করে তুমিও তাই করবে। নিজের বিবেককে ফাঁকি দিয়ে তুমি বড় হ'বার চেষ্টা করবে।

পল :

না না তা কেন, আমি সত্যেরই সন্ধান করবো সব সময়।

বৃদ্ধ :

তুমি তাদের ভালোবাসা পাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তারা করবে তোমায় ঘৃণা। তার উপর রাজার সাঙ্গপাঙ্গরা সত্যকে বিচার করে দেখবার জন্যে মাথা ঘামায় না। তারা শাসন করতে জানে, মতামতের ধার ধারেনা।

পল :

তা হ'লে আমি বড় হতভাগ্য। সব কিছুই আমায় ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবে। তা হ'লে ভির্জিনির কাছ থেকে দূরে থেকেই আমার জীবন কাটাতে হবে।......

এই কথা বলে পল দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

বৃদ্ধ ঃ

ভগবানের উপর নির্ভর কর এবং মানুষকে ভালোবাস। রাজা নাম করা লোক, সংসারএ সকলেরই খেয়াল আছে, কুসংস্কার আছে, এদের দাসত্ব করতে গেলে পাপ করতেই হবে।

কিন্তু তুমি কিসের জন্যে নামের কাঙ্গাল? এরকম মনভাব তো স্বাভাবিক নয়, কারণ সকলের মনের ভাবই যদি এরকম হয়, তা হ'লে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াবে। ভগবান তোমায় যে অবস্থায় রেখেছেন সে অবস্থায় যা তোমার কর্ত্তব্য তাই করেই তুমি সন্তুষ্ট থাক। তোমার ভাগ্যকে তুমি ধন্যবাদ দাও, কারণ তোমার বিবেকের কাছে তুমি খাঁটি আছ। তোমার সৌভাগ্যের জন্য তোমায় যা'রা নীচু তাদের মতামতের উপর নির্ভর করতে হবে না এবং যা'রা নীচু তাদের মত বাঁচবার জন্যে, বড় যা'রা তাদের করুণার উপর নির্ভর করতে হ'বে না। তুমি যে দেশে যে অবস্থায় রয়েছ, সে অবস্থায় জীবন যাত্রার জন্য তোমায় কারুর তোষামোদ করবার বা নিজেকে ছোটো করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইউরোপে গিয়ে যারা সৌভাগ্যের সন্ধান করে তাদের তোষামোদ করতে হয় এবং নিজেকে ছোটো করবার প্রয়োজন হয়—সেখানে তোমার অবস্থা তোমার কাছে সদগুণের পথ বন্ধ করে রেখে দেবে। ভগবান তোমায় স্বাস্থ্য

দিয়েছেন, যুক্তি দিয়েছেন, বন্ধু দিয়েছেন, বিবেক দিয়েছেন। যে রাজার করুণা তুমি ভিক্ষা করতে চাইছ সে রাজাও তোমার মত সুখী নয়।

পল :

কিন্তু ভির্জিনিকে যে পাবনা। সে না থাকলে সব থেকেও যে আমার কিছু নেই। সে থাকলে আমার সব থাকে। সেই যে আমার সব কিছু—আমার জন্ম, যশ, ঐশ্বর্য। তার আত্মীয় স্বজন তার বিয়ে দিতে চান একজন লেখাপড়া জানা ছেলের সঙ্গে—আমি তো লেখাপড়া শিখছি। আমি জ্ঞানার্জন করবো, আমার জ্ঞানের আলোকে আমি আমার জন্মভূমিকে উদ্ভাসিত করবো, তাতে কারুর ক্ষতি হ'বেনা। আমি যশবান হ'বো।

বৃদ্ধ :

কিন্তু বাবা ধনের অপেক্ষা গুণ বড়। মানুষের গুণ এবং জ্ঞান সব চেয়ে বড় সম্পত্তি কারণ তা কেউ হরণ করতে পারেনা। কিন্তু জ্ঞানার্জন করা বড় কঠিন—জ্ঞানার্জন করতে গেলে যে সব কিছু ত্যাগ করতে হয়।

পল :

আমি যশ অর্জন করতে চাই কেবল ভির্জিনির জন্যে, তাকে পৃথিবীর কাছে আরও সুন্দর করবার জন্যে। আপনি

তো অনেক কিছু জানেন, বলুন তো আমাদের বিয়ে হ'বে কিনা। ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে অন্ততঃ আমি জ্ঞানী হ'তে চাই।

বৃদ্ধ :

ভবিষ্যৎ যদি জানতে পারা যেতো, তা হ'লে কেউ আর বেঁচে থাকতে চাইতো না। একটা সামান্য কষ্টের কথা জানতে পারলে আমাদের মন অস্থির হ'য়ে পড়ে। একটা দুর্ভাগ্যের কথা জানতে পারলে, আমাদের জীবন বিষিয়ে ওঠে। সেই জন্যে আমাদের যা কিছু ঘিরে রয়েছে তাদের বেশী

ভালো করে জানবার প্রয়োজন নেই। ভগবান আমাদের প্রয়োজন বোঝবার ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু সে জন্যে তিনি আমাদের চিন্তাকে বাঁধবার ক্ষমতাও দিয়েছেন।

পল :

আপনি বলছেন টাকা হ'লেই ইউরোপে নাম কিনতে পারা যায়। আমি ভির্জিনিকে বিয়ে করবার জন্যে, বাংলা দেশে গিয়ে বড়লোক হ'য়ে ফিরবো।

বৃদ্ধ :

সে কী! তুমি মা'কে ছেড়ে যা'বে!

পল :

আপনিই তো আমায় ভারতে যেতে বলেছিলেন।

বৃদ্ধ :

কিন্তু ভির্জিনি তখন এখানে ছিল, এখন তুমিই তোমার মায়েদের একমাত্র সম্বল।

পল :

ভির্জিনি তাদের টাকা পাঠাবে।

বৃদ্ধ :

যা'রা বড়লোক তারা কেবল তাদেরই সাহায্য করে, যা'রা তাদের তোষামোদ করে।

পল :

কি হতভাগ্য দেশ এই ইউরোপ! ভির্জিনি ফিরে এলেই ভালো হয়। কি প্রয়োজন তার ধনী আত্মীয়কে। সে তো এখানে কত সুখে থাকতে পারে। ফুলের সাজে আর একখানা লাল রুমালে তাকে কত সুন্দর দেখায়। ভির্জিনি! তুমি ফিরে এস। তুমি এই পাহাড়ের বুকে এই বনের ছাওয়ায়, এই নারিকেল গাছের কুঞ্জে ফিরে এস। হায়! এখন তুমি হয়তো কত কষ্ট পাচ্ছ। এই কথা বলে সে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল।

সে বললে: "পিতা! তুমি আমায় কিছু লুকিওনা। ভির্জিনির সঙ্গে আমার বিয়ে হ'বে কিনা তা যদি তুমি বলতে না পার, অন্ততঃ একথা তুমি আমায় বল,

ঐশ্বর্যের মাঝে থেকেও সে আমায় এখনও ভালোবাসে কিনা ?”

বৃদ্ধ :

আমি তোমায় নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে সে এখনও তোমায় ভালোবাসে, কারণ সে গুণী মেয়ে। এই কথা শুনে পল আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। আনন্দে সে আত্মহারা হ'য়ে গেল।

পল :

কিন্তু নভেল নাটকে যেমন করে ইউরোপের মেয়েদের চরিত্র আঁকে তেমনিই কি ইউরোপের মেয়েরা!

বৃদ্ধ :

পুরুষেরা যেখানে অত্যাচারী সেখানে মেয়েরা প্রতারণা করতে শেখে। যেখানেই অত্যাচার সেখানেই প্রতারণা আছে।

পল :

কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কেমন করে সম্ভব হয় ?

বৃদ্ধ :

মেয়েদের মত না নিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় সেখানে। একজন বৃদ্ধের সঙ্গে একজন যুবতীর বিয়ে; একজন অনুভূতি-শীলা মেয়ের সঙ্গে একজন নির্বিকার যুবকের বিয়ে।

পল :

কেন, যা'র সঙ্গে যার মিলবে তার সঙ্গে তার বিয়ে দিলেইতো হয়।

বৃদ্ধ :

ফ্রান্সের বেশীর ভাগ যুবকেরই বিয়ে করবার মত টাকা নেই। যখন তারা বৃদ্ধ হ'য় তখন তারা ধনী হয়। যুবক অবস্থায় তারা আশপাশের মেয়েদের নষ্ট করে। বৃদ্ধ হ'লে কোন একটি মেয়েকে তারা আর ভালোবাসতে পারেনা। যখন তারা যুবক থাকে তখন তারা কেবল মেয়েদের প্রতারণা করে চলে। যখন তারা বৃদ্ধ হয়, মেয়েরা তাদের প্রতারণা করে। এ একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং এই প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বে। এই হ'চ্ছে সাধারণ নিয়ম। একটা অমিতাচার আর একটা অমিতাচারিতার সমতা আনে। এমনিভাবে সারা ইউরোপ দুটি বিশৃঙ্খলতার মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রতিহত হ'চ্ছে। সমাজের মধ্যে যখন কেবল কয়েকজন ধনী হ'য়ে ওঠে, তখন এই বিশৃঙ্খলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্র হ'চ্ছে একটা বাগানের মত, সেখানে ছোটগাছ, বড় গাছের আওতায় বড় হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু একটা বাগান আর একটা রাষ্ট্রের মধ্যে তফাৎ হ'চ্ছে, একটা বাগানে কয়েকটা বড় গাছ থাকলে বাগানটা সুন্দর

হ'য়ে ওঠে। কিন্তু একটা রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করছে সকলের উন্নতির উপর—প্রজাদের সকলের সমান হওয়া প্রয়োজন, কয়েকজন ধনী হ'লে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়না।

পল :

কিন্তু বিয়ে করবার জন্যে বড়লোক হওয়ার প্রয়োজন কি ?

বৃদ্ধ :

কোন কাজ না করে প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে থেকে দিন কাটাবার জন্য।

পল :

কেন ? কাজ করবেনা কেন ? আমি তো কাজ করি।

বৃদ্ধ :

কপালের ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করাকে ইউরোপের লোক ঘৃণা করে। তারা সে রকম কাজকে বলে যান্ত্রিক। চাষ করাকে পর্যন্ত সেখানে সবাই ঘৃণা করে।

পল :

সে কি কথা। যে কাজ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে সে কাজ ঘৃণার বস্তু !

বৃদ্ধ :

স্বভাবের বুকে যে বেড়ে উঠেছে তার পক্ষে সমাজের এ দুর্বলতা বুঝে ওঠা কঠিন। তারা নিয়ম জানে, অনিয়ম কি তা

তারা জানেনা। সৌন্দর্য, গুণ, সৌভাগ্য এ সবেরও একটা সামঞ্জস্যতা আছে। কুশ্রী, পাপ, দুর্ভাগ্য—এদের কোন সীমা নেই।

পল :

বড় লোকেরা তা হ'লে খুব সৌভাগ্যবান, কারণ কোন কিছুতেই তাদের কোন বাধা নেই। তাদের ভালোবাসার জিনিষকে তারা আনন্দে ডুবিয়ে রাখতে পারে।

বৃদ্ধ :

আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকার দরুণ তাদের কাছে আনন্দের আর কোন মূল্য থাকে না। তুমি কি বোঝনি শ্রান্ত হলে বিশ্রাম কত ভালো লাগে? খিদে পেলে খেতে কত ভালো লাগে? তৃষ্ণা পেলে পান করতে কত ভালো লাগে? ভালো-বাসতে গেলে এবং ভালোবাসা পেতে গেলে বহু রকমে স্বার্থ-ত্যাগ করতে হয়। যারা ধনী, ধন তাদের এসব আনন্দ উপভোগ করতে দেয়না কারণ প্রাচুর্যের মধ্যে তাদের অভাব থাকে না। তাদের সন্তুষ্টি বিরক্তিতে পরিণত হয়, তাদের প্রাচুর্য তাদের গর্বের কারণ হ'য়ে পড়ে। সামান্য স্বার্থে আঘাত লাগলেই তারা আঘাত পায়, আবার খুব বেশী ভোগও তাদের আনন্দ দিতে পারে না। হাজার গোলাপের সুবাস মুহূর্ত্তের জন্যে আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু গোলাপের একটি কাঁটা

ফুটলে তার ব্যথা অনেকক্ষণ থাকে। সুখের মাঝখানে সামান্যতম দুঃখও, ধনী যারা তাদের গোলাপের কাঁটার মত ব্যথা দেয়। কিন্তু দরিদ্র যা'রা তাদের দুঃখের মধ্যে একদিনের সুখ হ'চ্ছে কাঁটার দলের মধ্যে একটি গোলাপের মত। একটি দিনের সুখ তাদের কাছে গভীর ভাবে উপভোগ্য। কোন কিছুর বৈপরিত্য না থাকলে সে জিনিষটির দাম বাড়ে না। প্রকৃতি এমনিভাবে সব কিছুর মধ্যে একটা সমতা বজায় রাখে। যদি পৃথিবীতে তোমার ভয় করবার কিছু না থাকতো এবং সব কিছুই আশা করা সম্ভব হতো, এবং যা কিছু আশা করা সম্ভব হতোনা তাতেই তোমার ভয় করতো। তা হ'লে সে অবস্থাটা কেমন হতো একবার ভেবে দেখেছ। প্রথম অবস্থা হতো বড়লোকের অবস্থা আর দ্বিতীয় অবস্থাটা হতো দরিদ্রদের অবস্থা। কিন্তু এই দুটি সীমারেখা মানুষের পক্ষে বহন করা ভীষণ কষ্টকর—অন্তত যে মানুষের প্রাচুর্য নেই, যে সৎ তার পক্ষে।

পল :

—সাধুতা আপনি কাকে বলেন ?

বৃদ্ধ :

সে কথা তোমায় বুঝিয়ে বলার কোন প্রয়োজন নেই, তার কারণ তুমি তো জান তোমার মায়েবা কি বজায় রাখবার

জন্যে কাজ করে। সাধুতা মানে সৎ চেষ্টা যা আমরা অপরের জন্যে করি, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে।

পল :

হায়! ভির্জিনি কত সৎ! সে ইচ্ছে করেছিল সৎ কাজ করে বড় হবে—লোকের উপকারে লাগবে। সে সৎ ছিল তাই দ্বীপ ত্যাগ করে চলে গেছে; সে সৎ বলেই আবার ফিরে আসবে।

ভির্জিনি ফিরে আসবে এই চিন্তায় যুবকের কল্পনা পাখা মেললো, তার হৃদয়ের সকল শঙ্কা দূর হয়ে গেল। ভির্জিনি চিঠি লেখেনি তার কারণ সে শীঘ্র আসবে। হাওয়া অনুকুল হ'লে ইউরোপ থেকে আসতে কতটুকু সময় লাগে! কোন কোন জাহাজ এই ৮০০০ মাইল তিন মাসের মধ্যে পাড়ি দিয়েছে, সে তাদের নাম একে একে বলতে লাগলো। যে জাহাজে করে ভির্জিনি আসবে সে জাহাজের আসতে দু মাসও সময় লাগবে না। কেমন করে সে ভির্জিনিকে আবাহন করবে, এখন থেকে তার তোড়জোড় করতে লাগলো, নিজের মনে কল্পনা করতে লাগলো—ভির্জিনির জন্য সে নতুন ঘর করবে। যে দিন থেকে সে তার স্ত্রী হবে সেদিন থেকে প্রতিদিন ভির্জিনিকে নতুন নতুন আনন্দ কেমন করে দেবে, সে সম্বন্ধে সে চিন্তা করতে লাগলো। তার স্ত্রী!......এই কথাটা তাকে মোহিত করলো।

সে বললেঃ "পিতা, তোমায় আর কষ্ট করতে হ'বেনা। ভির্জিনি বড়লোক হ'লে আমাদের অনেক দাস থাকবে কাজ করবার জন্যে। তুমি সব সময় আমাদের কাছে থাকবে কারণ তোমার তো আর কোন কাজ থাকবে না"। সে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ঘরে ফিরে যায়, এ সংবাদ সকলকে দেবার জন্যে।

কিছুদিন পরেই আবার সে শঙ্কায় আকুল হয়ে ওঠে। জীবনের একটা খেয়াল মানুষকে বিপরীত খেয়ালের মধ্যে এনে ফেলে। বেদনায় বিমর্ষ হ'য়ে অনেকসময় পরের দিনই সে আমার কাছে ছুটে আসে।

সে আমায় বলতোঃ "ভির্জিনি আমায় চিঠি লেখেনি। সে যদি এখানে আসবার জন্যে যাত্রা করে থাকে তা হ'লে সে আমায় নিশ্চয় জানাতো। এখন বুঝতে পারছি তার সম্বন্ধে যে গুজব উঠেছিল, তা সত্যি। তার কোন বড় লোকের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেছে। ভির্জিনি যদি সৎ হ'তো তা হ'লে সে তার মাকে ছেড়ে যেতো না, কারণ নভেলে যে সব সৎ মেয়েদের কথা পড়েছি তাদের সাধুতা গল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐশ্বর্যের প্রতি প্রেম ভির্জিনির চরিত্র কলুষিত করেছে। আমি এখানে তার কথা চিন্তা করে জীবন কাটাচ্ছি, আর সে আমায় ভুলে গেছে। আমি ব্যথা পাচ্ছি আর সে

আনন্দে ডুবে আছে। কোন কাজই আমার আর ভালো লাগে না, কারুর সঙ্গে থাক্‌তেও আমি বিরক্তি বোধ করি। ভগবান করুন যেন ভারতে যুদ্ধ লাগে, মৃত্যুকে বরণ করবার জন্যে আমি সেখানে যেতে পারি।" •

আমি তাকে বললাম :

"—দেখ বাবা, যে সাহসে আমরা মৃত্যুর মুখে ঝাপিয়ে পড়ি সে সাহস ক্ষণেকের। এ রকম সাহস আসে লোকের বাহবা পাওয়ার জন্যে। আব এক ধরনের সাহস আছে তা অতি বিরল এবং প্রয়োজনীয়। এই সাহসের উপর নির্ভর করেই আমরা দিনের পর দিন বেঁচে থাকি। সে সাহসের সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না, প্রশংসার প্রত্যাশা করে না, এ সাহসের আর এক নাম হ'লো ধৈর্য। পরের মতামতের উপর সে নির্ভর করে না, আমাদের খেয়ালের উপরও নির্ভর করে না। ধৈর্য হ'লো গুণীর সাহস।"

পল চিৎকার করে উঠলো :

"—ও:! তা হ'লে আমার সাহস বলতে কিছু নেই—একটুতেই আমি ভেঙ্গে পড়ি, হতাশ হ'য়ে যাই।

আমি বললাম : গুণের কখনও পরিবর্ত্তন হয় না, সে স্থায়ী এবং মানুষে কখনও তাতে ভাগ বসাতে পারে না। কত-শত রকমের খেয়াল আমাদের অস্থির করে তোলে—আমাদের

বিচার শক্তি পর্যন্ত আবছা হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এমন কতকগুলি আলোকস্তম্ভ আছে যার সাহায্যে আমরা আমাদের বিচার শক্তির প্রদীপ জ্বালতে পারি, সে আলোকস্তম্ভগুলি হ'লো সাহিত্য।

"সাহিত্যই হ'লো ভগবানের একমাত্র নির্ভর স্থল। সাহিত্য হ'লো জ্ঞান-রশ্মি যা সারা বিশ্বকে শাসন করছে। ঐশ্বরিক প্রেরণার সাহায্যে মানুষ এই কলাকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে। সাহিত্য হ'লো সূর্য-রশ্মির মত—সব কিছুর উপর আলো দেয়, সকলকে উৎফুল্ল করে তোলে, সকলকে উত্তাপ দেয়, সাহিত্য হ'লো স্বর্গীয়। লেখা দিয়ে আগুনের মত পৃথিবীর সব কিছুই আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারি। এই লেখার সাহায্যেই, স্থান-কাল-পাত্র এ সব কিছুকেই আমাদের চারপাশে জড় করতে পারি। সাহিত্যই আমাদের জানিয়ে দেয় জীবনের নিয়ম। সাহিত্য আমাদের খেয়ালকে শান্ত করে, পাপকে দমন করে। আমাদের চোখের সন্মুখে পৃথিবীর গুণী-লোকদের উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করে, আমাদের সাধুতাকে জাগিয়ে তোলে। সমাজের যখন ভীষণ দুরবস্থা হয়, সমাজের মধ্যে যখন বাস করা সম্ভব হয় না, অত্যাচার যখন রাজত্ব করে, তখন লেখকরা ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে লেখনী ধরেন। দেখ বাবা, তোমা অপেক্ষা দুরবস্থাগ্রস্ত বহু ব্যক্তি সাহিত্যের কাছ থেকে শান্তি পেয়েছে।

"তাই বলি বাবা তুমি পড়। আমাদের পুর্বে যে সব জ্ঞানী ব্যক্তিরা লিখে গেছেন, তাদের সকলেই ছিলেন ভ্রমণকারী—তারাও আমাদের মত দুঃখের পথ বেয়ে চলেছে। তারাই এখন আমাদের দিকে হাত বাঁড়িয়ে দিয়েছেন, তারাই এখন আমাদের ডাকছেন তাদের দলে যোগ দেবার জন্যে—সকলেই যখন আমাদের পরিত্যাগ করেছে। একখানি ভালো বই একজন প্রিয় বন্ধুর মত।"

"—কিন্তু ভির্জিনি যতদিন আমার কাছে ছিল ততদিন আমার পড়বার কোনই প্রয়োজন হয়নি। সেওতো আমার চেয়ে বেশী লেখাপড়া করেনি তবু সে যখন আমার পানে চেয়ে বন্ধু বলে ডাকতো, তখন আমার মনে আর কোন দুঃখ থাকতো না"।

"—সে কথা সত্যি প্রিয় বান্ধবীর মত ভালো আর কিছু হয় না। স্ত্রীলোক মিষ্টি, উৎফুল্লভাব দিয়ে পুরুষের দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। তার সৌন্দর্য চিন্তার কালো কালো মুর্ত্তিগুলোকে বিদুরীত করে। তাদের আনন্দের মাধুর্য চিত্ত আকর্ষণ করে, তাদের আনন্দে পুরুষের আনন্দ আরও বৃদ্ধি পায়। ভির্জিনি ফিরে আসবে তার গুণ আরও বাড়বে, তোমারও তত গুণ নেই। যে বাগান সে দেখে গেছে সে বাগান সে দেখতে না পেয়ে অবাক হ'য়ে যাবে। সে বাগানকে তুমি একেবারে নতুন করে গড়ে তুলেছ।

ভির্জিনি ফিরে আসবে এই চিন্তায় পল আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আবার সে মাটির কাজে লেগে যায়। তার বেদনার মাঝখানেও আবার আনন্দ পায়। তার কাজেও আবার একটা উদ্দেশ্য গড়ে ওঠে—তার খেয়ালে সে আনন্দ পায়।

একদিন ভোর বেলা (২৪ এ ডিসেম্বর ১৭৪৪ সাল) পলের চোখে পড়লো দেকুভ্যার্ত পাহাড়ের উপর একটি নিশান সমুদ্রের বুকে একখানা জাহাজ দেখতে পাওয়া গেছে, এটা হলো তার নিশানা। পল সহরে ছুটলো, সে জাহাজে ভির্জিনির কোন সংবাদ আসছে কিনা জানবার জন্যে। নিয়মানুযায়ী একজন লোক নৌকায় করে জাহাজের কাছে যায়। সে যতক্ষণ না ফিরে এলো পল সেখানে অপেক্ষা করে রইল। লোকটি এসে গভর্ণরকে জানালে জাহাজখানার নাম হচ্ছে স্যাঁ জেয়াঁ, শত টনের জাহাজ। ক্যাপটেনের নাম হচ্ছে মঁ ও ব্যা। জাহাজখানা এখনও ৭ মাইল দূরে। এ বন্দরে এসে পৌছাবে কাল বিকেলের দিকে, হাওয়া যদি অনুকুল থাকে। ফ্রান্স থেকে জাহাজখানি যে সব চিঠিপত্র এনেছিল তা লোকটি গভর্ণর বাহাদুরকে দিলে। ভির্জিনির হাতের ঠিকানা লেখা মাদাম লাতুরের নামে একখানি পত্র ছিল। পল চিঠিখানি নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটলে। ভির্জিনি লিখেছে তার বিয়ে দেবার জন্যে দিদিমা উঠে পড়ে লেগেছিলেন, কিন্তু সে কিছুতে রাজী না হওয়ায় দিদিমা নানা

উপায়ে তার উপর অত্যাচার ক'রে, তাকে তার সম্পত্তি থেকে অধিকারচ্যুত করেছেন। সে ফিরে আসছে কিন্তু যে সময় সে আসবে সে সময় এদিকে ভীষণ ঝড় জল হয়। দিদিমা জন্মভূমির দোহাই দিয়ে, তার মায়ের দোহাই দিয়ে, অনেক চেষ্টা করেছিল তাকে বিয়েতে রাজী করাতে। সে এখন কেবল দেশে ফিরে তার আত্মীয় স্বজনকে আলিঙ্গন করতে চায়। আগেই সে নৌকায় উঠতো কিন্তু ক্যাপটেন তাকে উঠতে দিলেনা।

চিঠি পড়া শেষ হতেই সকলে চিৎকার করে উঠলো। "ভির্জিনি ফিরে আসছে। ভির্জিনি ফিরে আসছে"। প্রভু-ভৃত্য সকলেই সকলকে আলিঙ্গন করলে। মাদাম লাতুর পলকে বললে "বাবা তুমি গিয়ে আমাদের প্রতিবেশীদের খবর দিয়ে এস, ভির্জিনি আসছে"। সঙ্গে সঙ্গে দোমঁ্যাগ একটা মশাল জ্বাললে। তারপর পল এবং দোমঁ্যাগ বেরিয়ে পড়লো।

তখন হয়তো রাত দশটা। আমি তখন আলো নিভিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছি। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো বনের ভিতর একটা আলো। কিছু পরেই শুনতে পেলাম পল আমায় ডাকছে। আমি পোষাক পরেছি মাত্র, পল রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে আমার কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে বললে "ভির্জিনি আসছে, ভির্জিনি আসছে—ভির্জিনি এসে গেছে, কাল জাহাজ এখানে

এসে পৌঁছাবে—চলুন, আপনি চলুন।" আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা শুরু করলাম। যখন আমরা বন পার হ'য়ে পাম্পল্‌মুশের রাস্তায় এসে পড়লাম, আমার মনে হ'লো কে যেন আমাদের পিছু পিছু আসছে। একটা কালোছায়া যেন ছুটতে ছুটতে আসছে আমাদের দিকে। লোকটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, সে কোত্থেকে আসছে আর সে এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছেই বা কোথা। সে বললে, আমি আসছি 'সুবর্ণ ধুলা' দ্বীপের দিক থেকে। আমি গবর্ণরকে জানাতে যাচ্ছি একখানা জাহাজ 'অম্বর দ্বীপ' বন্দরে এসে লেগেছে। কামানের আওয়াজ করে জাহাজটা সাহায্য চাইছে কারণ সমুদ্রের অবস্থা বড় খারাপ। এই কথা বলে লোকটা আবার ছুটে চললো।

আমি পলকে বললাম: "তাহ'লে 'সুবর্ণ ধুলা' দ্বীপের দিকে আমরা যাই চল—সেখানেই ভির্জিনির দেখা পাওয়া যা'বে। জায়গাটা এখান থেকে বেশী দূরও নয়"।

আমরা সেই দ্বীপের দিকেই চলতে শুরু করলাম। অসম্ভব গরম। চাঁদ উঠেছে। চাঁদের চারিদিকে তিনটি কালো বৃত্ত। আকাশটা ভয়ঙ্কর ভাবে মেঘে ঢাকা। বিদ্যুতের আলোকে দেখা যা'চ্ছে ঘন কালো মেঘের দল, আকাশের অনেক উপরে উঠে এসে জড় হ'চ্ছে

ঠিক সেই দ্বীপের মাঝখানে। সমুদ্রের দিক থেকে মেঘগুলো দ্রুত বেগে ছুটে আসছে। কিন্তু কোন দিকে হাওয়ার একটু লেশ মাত্র নেই। পথ চলতে চলতে আমাদের কানে মেঘ গর্জনের শব্দ অতি দূর থেকে ভেসে আসছিল। কিন্তু যখন আমরা কান পেতে শুনলাম, বুঝতে পারলাম এ মেঘ গর্জন নয় এ সেই জাহাজের কামানের আওয়াজ। আকাশের রূপ এবং সুদূর কামানের বজ্রনির্ঘোষ আমায় যেন কম্পিত করে তুললো। একখানা জাহাজ যে সমুদ্রের বুকে বিপদে পড়েছে, এবং কামান ছুঁড়ে জাহাজটা যে তার বিপদের কথা জানাচ্ছে তা আমি বুঝতে পারিনি। আধঘণ্টা পরে আমরা আর কামানের আওয়াজ শুনতে পেলাম না। এই নিস্তব্ধতা যেন আমার আরও বিপজ্জনক বলে মনে হ'লো—সেই ভয়ঙ্কর বজ্রনির্ঘোষ যেন এর চেয়ে ভালো ছিল।

আমরা একটি কথাও না কয়ে এগিয়ে চললাম, আমাদের মনের শঙ্কার কথা কেউ কারুকে বলতে সাহস করলাম না। সারা রাত্তিরে জলে আপাদমস্তক ভিজে আমরা 'সুবর্ণ দ্বীপের' কাছে এসে পৌঁছালাম। সমুদ্রের ঢেউগুলো তীরে এসে ভীষণ শব্দে আছড়ে পড়ছে। চকচকে ফেনায় তীরের পাহাড়, গর্ত্ত সব ভরে গেছে। ফেনা থেকে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বার হ'চ্ছে। এত অন্ধকার সত্ত্বেও এক সবুজাভ আলোয় আমরা

জেলে ডিঙিগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সেগুলো চড়ার অনেক উপরে টেনে তুলে রাখা হ'য়েছে।

বনের ভিতরে প্রবেশ পথে দেখলাম একটা অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে অনেক লোক জড় হয়েছে। আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলাম ভোর হওয়ার প্রতীক্ষায়। যখন আমরা সেই আগুনের কাছে বসে রয়েছি, একজন জেলে বললে বিকেলের দিকে সে সমুদ্রের বুকে একখানি জাহাজ দেখতে পেয়েছিল। জাহাজখানা হাওয়ায় ভেসে এসেছে সেই দ্বীপের দিকে। রাত্রে জাহাজখানাকে আর দেখতে পাওয়া যায়নি। সূর্য ডুবে যাবার দুঘণ্টা পরে জাহাজখানা কামানের আওয়াজ করে সাহায্য চাইতে থাকে, কিন্তু সমুদ্র ভীষণ রূপ ধারণ করায় কোন নৌকা পাঠানো সম্ভব হয়নি। কিছু পরেই সে দেখতে পায় জাহাজে মশাল জ্বলে উঠেছে। তাই দেখে তার মনে হয় জাহাজখানা এ-দ্বীপের তীরে লাগতে পারে-নি। একথা যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে জাহাজখানা ভীষণ বিপদে পড়েছে। আর একজন বললে সে 'সুবর্ণ দ্বীপের' সমুদ্রতীর খুব ভালো ভাবে জানে। এ দ্বীপের তীরে যে কোন জাহাজ নিরাপদে লাগতে পারে। সে বললে : "আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি জাহাজখানা কোন বিপদে পড়েনি"। তৃতীয় একব্যক্তি বললে : "জাহাজটা ঐ খালের ভিতর ঢুকেছে বলে মনে হয় না—

কারণ একখানা বড় নৌকাও ঐ খালের ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। সে বললে ‘‘সুবর্ণ-দ্বীপ’ থেকে অনেক দূরে সে জাহাজখানাকে নোঙ্গর করতে দেখেছে। সকালে যদি হাওয়া ওঠে তা’হলে জাহাজখানা তীরের দিকে এগিয়ে আসতে পারবে, না হয় সমুদ্রের বুকে ভেসে যেতে পারবে। অন্যান্য অধিবাসীরা নানা কথা বলতে লাগলো। আমি ও পল তাদের কথা নীরবে শুনছিলাম। সকাল পর্যন্ত আমরা সেখানে রইলাম। কিন্তু আকাশে আলো এত কম যে সমুদ্রের বুকে কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার উপর সারা সমুদ্রটা কুয়াশায় আবরিত।

সকাল সাতটার সময় আমরা বনের ভিতর তূর্যধ্বনী শুনতে পেলাম। গভর্ণর বাহাদূর ঘোড়ায় চড়ে আসছেন, তার সঙ্গে বন্দুকধারী একদল সৈনিক। তিনি সৈন্যদের সমুদ্রতীরে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে তাদের হুকুম করলেন একযোগে বন্দুক ছুড়তে। বন্দুকের শব্দ হতেই সমুদ্রের বুকে একটা আলো দেখতে পাওয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে কামান ছোড়ার শব্দ। আমাদের মনে হ’লো জাহাজটা কাছেই রয়েছে। ক্রমশ কুয়াশার অন্তরালে কালো জাহাজখানি দেখা গেল। জাহাজখানা……এত কাছে যে ঢেউয়ের শব্দ সত্ত্বেও আমরা তার বাঁশী শুনতে পেলাম। বনের ভিতর গাছের পাতাগুলি নড়ে উঠলো, কিন্তু কোন দিকে একটু হাওয়া

নেই। হঠাৎ কানে এলো জাহাজের যাত্রিরা এবং নাবিকেরা চিৎকার করছে "ভিভ্ লে রোয়া।" বিপদে পড়লে ফরাসীরা এই কথা বলে চিৎকার করে—আর না হয় জানাতে চায় রাজার জন্যে তারা বিপদকে বরণ করছে।

স্যাঁ জেয়াঁ যেই বুঝতে পারলে সাহায্য করবার জন্যে আমরা কাছেই রয়েছি, প্রতি তিন মিনিট অন্তর সে কামান দাগতে লাগলো। মঃ বুরদনে তীরের উপর স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলেন এবং আশপাশের প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি লোক পাঠালেন—খাদ্য, কাঠের তক্তা, দড়ি এবং খালি ড্রাম যোগাড় করে আনবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে লোকের ভিড় এসে জড় হ'তে লাগলো—তাদের সঙ্গে দাসেদের মাথায় নানা প্রকারের খাদ্য। একজন অতি পুরাতন বাসিন্দে গভর্ণরকে বললে "মশাই রাত্রিতে পাহাড়ের উপর থেকে একটা গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেছে। বনের ভিতরে পাছের পাতা নড়ছে, কিন্তু হাওয়া নেই, সমুদ্রের পাখীগুলো জমির উপরে চলে এসেছে—এই সব লক্ষণ দেখে মনে হয় ভীষণ ঝড় উঠবে।"
—"বেশতো আমরা সে জন্যে প্রস্তুত, জাহাজখানাও সম্ভবতঃ প্রস্তুত হয়ে আছে"।—মঃ বুরদনে বললেন।

সত্যিই ভীষণ ঝড় উঠবে বলে মনে হয়। যে মেঘ এতক্ষণ আকাশের এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছিল সে মেঘগুলোর চারপাশ

এখন তামাটে রং ধারণ করেছে, মাঝখানটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। হাওয়ার বুকে সুদূর পাখীর চিৎকার ভেসে আসছে এবং পাখীর দল ঝাকে ঝাকে চারিদিক থেকে অন্ধকার অগ্রাহ্য করে উড়ে আসছে তীরের দিকে। তারা সেই দ্বীপে আশ্রয় চায়।

বেলা ন'টা আন্দাজ সমুদ্রের দিক থেকে গুরু গম্ভীর শব্দ ভেসে আসতে লাগলো—যেন পর্ব্বত শিখর থেকে বজ্র নির্ঘোষে জলস্রোত নেমে আসছে। সকলে চিৎকার করে উঠলো "ঝড় উঠছে।" মুহুর্ত্ত মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা ঘূর্ণি হাওয়া উঠে 'অম্বর দ্বীপের' বুকের কুয়াশাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে সঁ্যা জেয়াঁ জাহাজখানাকে পরিস্কার দেখতে পাওয়া গেল। জাহাজের মাথার দিকে লোকের ভিড়। জাহাজখানা 'অম্বর দ্বীপ' আর জমির মাঝখানে নোঙ্গর ফেলেছে। জাহাজখানা আশপাশের ছোটখাটো পাহাড় অতিক্রম করে সে স্থানে এসে হাজির হয়েছে। তীর থেকে প্রত্যাহত ঢেউগুলো জাহাজের মুখে লাগছে এবং জাহাজখানাকে সম্পূর্ণভাবে উঁচুতে তুলে দিচ্ছে, জাহাজের তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল। পরক্ষণেই জাহাজটা ঢেউয়ের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে মনে হ'চ্ছিল জাহাজখানা বুঝি ডুবে যাচ্ছে। হাওয়া ও সমুদ্র জাহাজখানাকে তীরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এ অবস্থায় জাহাজটা যে পথে এসেছিল সে পথে তার ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে

উঠেছিল এবং দড়ি দড়া কেটে দিয়ে তীরের উপরেও এসে পড়বার উপায় ছিল না। কারণ সম্মুখে কয়েকটি পাহাড় জাহাজখানার পথরোধ করে রেখেছিল। এক একটা ঢেউ তীরের উপর ভেঙ্গে পড়ে গর্জন করে ছুটে আসছে—সেই দ্বীপের প্রবেশ পথে প্রায় পঞ্চাশ ফুট জলে ভরে দিচ্ছে। ঢেউ-গুলো যখন ফিরে যাচ্ছে তখন তীরের অনেকটা অংশ একেবারে জলমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র ক্রমশঃ ফুলে উঠছে। প্রবেশ পথটায় প্রায় দশ ফুট পুরু হয়ে সমুদ্রের ফেনা জমে গেল—হাওয়ায় ফেনাগুলো উড়ে প্রায় একমাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। যে ফেনাগুলো উড়ে গিয়ে পর্ব্বতের পাদদেশে জমা হ'চ্ছে সেগুলি দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র থেকে তুষারকণা উড়ে গিয়ে পাহাড়ের নীচে জমা হচ্ছে। আকাশের দিকে দেখলে মনে হয় ঝড় অনেকক্ষণ স্থায়ী হ'বে। সমুদ্র যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। দিকচক্রবাল থেকে ক্রমাগত মেঘ উঠে দ্রুত উড্ডীয়মান পাখীর মত উড়ে আসছে—আবার মনে হ'চ্ছে যেন কতকগুলো মেঘ স্থির নিশ্চল হয়ে আকাশের বুকে আটকে আছে। আকাশে নীল অংশ একটুও দেখা যাচ্ছে না। কেবল একটা সবুজাভ হলদে আলোয় সমুদ্র ও তীরের উপর সব কিছু দেখা যাচ্ছে।

সকলে যা ভয় করেছিল ক্রমশঃ তাই ঘটলো। জাহাজের

সামনের দিকের দড়িগুলো ছিড়ে গেল। একটা নোঙ্গরে জাহাজখানা আটকে থাকায় হাওয়ার ধাক্কায় জাহাজখানা পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়লো। আমরা সকলে বেদনায় চিৎকার করে উঠলাম। পল সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। আমি তার হাত চেপে ধরলাম— "কি করছ বাবা, মরবে কি ?" সে বললে "আমায় যেতে হ'বে, ভির্জিনিকে উদ্ধার করতে হ'বে—না হয় তার সঙ্গে আমিও মৃত্যুকে বরণ করবো।" নিরাশায় সে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিল। দোমঁ্যাগ ও আমি তার কোমরে একটা দড়ি বেঁধে তাকে টেনে ধরে রইলাম। পল এগিয়ে গেল সঁ্যা জেয়াঁ জাহাজের দিকে। কখনও সে সাঁতার দেয়, কখনও জলস্তরস্থ পাহাড়ের উপর চলতে থাকে। এক এক সময় মনে হয় সে জাহাজটার নিকটে গিয়ে পড়লো। কারণ সমুদ্রের ঢেউগুলির অনিয়মিত গতির ফলে জাহাজখানি সময়ে সময়ে তীরের বালির উপরে সম্পূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছিল, তখন পায়ে হেঁটে জাহাজখানাকে প্রদক্ষিণ করে আসা যায়। কিন্তু পরক্ষণেই সমুদ্র আবার ভীষণ মূর্ত্তি ধরে মাতালের মত এগিয়ে আসে, জাহাজখানার মুখের দিকটা উঁচু করে তোলে, এবং হতভাগ্য পলকে তীরের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পলের পদতল ক্ষত বিক্ষত, বেদনায় আকুল বক্ষস্থল। যেই পল

আবার সচেতন হ'য়ে ওঠে আবার সে উঠে দাঁড়ায়, নতুন উদ্যমে আবার সে জাহাজের দিকে এগিয়ে যায়।

জাহাজের যাত্রীরা এবং মাঝি মাল্লারা সকলেই তখন যে যা পেয়েছে তাই অবলম্বন করে সমুদ্রের উপর নেমে পড়েছে। সকলের চোখে পড়লো একটি অদ্ভুত বস্তু, অসীম করুণার বিষয়ঃ একজন যুবতী জাহাজের রেলিংএ এসে দাঁড়িয়েছে। সে দুইহাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, প্রাণপনে চেষ্টা করছে মেয়েটির কাছে যা'বার। মেয়েটি ভির্জিনি। সে চিনতে পেরেছে তার অক্লান্ত প্রিয়তমকে। সেই রমণীয় বস্তুটি এমনিভাবে বিপদের সম্মুখীন, তাই দেখে বেদনায় ও নিরাশায় আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। ভির্জিনিকে দেখলে মনে হয় তার যেন ভয় নেই—সে যেন সুস্থির, আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে চিরতরে বিদায় নিচ্ছে সকল নাবিক একে একে সমুদ্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো একটি মাত্র মাঝি তখন জাহাজের উপর রয়েছে সে একেবারে উলঙ্গ, পালোয়ানের মত তার রূপ। সে সসম্ভ্রমে ভির্জিনির দিকে এগিয়ে গেল। আমরা দেখতে পেলাম লোকটা ভির্জিনির কাছে গিয়ে তার পোষাক খুলে ফেলবার জন্যে অনুনয় করতে লাগলো। কিন্তু ভির্জিনি তাকে সসম্ভ্রমে ঠেলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দর্শকেরা আবার চিৎকার করে ওঠে "বাঁচাও

ওকে বাঁচাও, ওকে ফেলে এসোনা”। ঠিক সেই সময় একটা বিরাট জলস্তম্ভ ‘অম্বর দ্বীপের’ দিক থেকে এগিয়ে এলো গর্জন করতে করতে জাহাজের দিকে—মনে হলো সেই জলস্তম্ভের ফেননিভ শীর্ষ এবং কালো কোল রোষ ভরে জাহাজখানাকে ভয় দেখাচ্ছে। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সেই মাঝিটা একাই সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভির্জিনি দেখলে মৃত্যু অনিবার্য, সে একখানা হাতে তার অঙ্গাবরণ চেপে ধরলে আর একখানি হাত তার হৃদয়ের উপর রেখে, তার স্থির নয়ন দুটি আকাশের দিকে তুললে—মনে হ'লো যেন একজন দেবদ্যুতি পাখা মেলে আকাশের দিকে উড়ে যেতে চায়।

হায়রে দুর্দিন। সবকিছু সমুদ্রের গহ্বরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। দর্শকরা উত্তেজনার বসে সকলেই ভির্জিনির দিকে কতকটা এগিয়ে গিয়েছিল, সমুদ্রের বিপুল ঢেউ তাদের আবার তীরের উপরে ঠেলে তুলে দিলে। যে লোকটি ভির্জিনিকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সে লোকটি কোন রকমে বেঁচে গেল। সে তীরের বালুকার উপর নতজানু হ'য়ে বসে বললে: “হে ঈশ্বর তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ—কিন্তু আমি আমার জীবন সেই মেয়েটির জন্যে আনন্দে দিতে পারতাম—কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই তার পোষাক খুলতে

চাইলনা।" আমি এবং দোমঁ্যাগ পলকে সমুদ্রের বুক থেকে টেনে তুললাম। সে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে। তার মুখ ও কান দিয়ে রক্ত বার হ'চ্ছে। গবর্ণর তাকে ডাক্তারদের হাতে তুলে দিলেন। আমরা সমুদ্রের তীরে ভির্জিনির দেহ খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ হাওয়ার গতি পরিবর্তিত হ'লো। আমরা বুঝতে পারলাম হয়তো ভির্জিনির শেষ কাজটুকু করেও আমরা তার সম্মান দিতে পারবোনা। বিমর্ষ ও বেদনাহত মন নিয়ে আমরা সে স্থান হ'তে ফিরে চললাম। সেই দুর্ঘটনায় বহুলোক মারা গেল বটে কিন্তু একটি মাত্র ক্ষতি আমাদের বুকে কাঁটার মত বিঁধে রইলো। সেই মেয়েটির ক্ষতিতে সকলেরই মনে সন্দেহ হ'লো ভবিতব্য বলে কিছু আছে—সকলেরই ভগবানের অস্তিত্বের উপর সন্দেহ জাগলো, কারণ এরূপ একটা ক্ষতিতে জ্ঞানী যা'রা তাদেরও মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।

পলকে নিকটেই একখানি বাড়িতে রাখা হ'য়েছিল। তার ক্রমশঃ জ্ঞান ফিরে এলো। আমি দোমঁ্যাগ'এর সঙ্গে গেলাম, ভির্জিনি ও পলের মা'কে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। যখন আমরা উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করলাম, তখন কয়েকজন দাস আমাদের জানালে যে সমুদ্র থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে অনেক বস্তু সেখানে এসে পড়েছে। আমরা উপত্যকা থেকে নীচে নামলাম। প্রথমেই আমার চোখে পড়লো ভির্জিনির

দেহ। তার আধখানা শরীর বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে। যে অবস্থায় আমরা তাকে জাহাজের উপর দেখেছিলাম সে অবস্থাতেই আমরা তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তার মুখ চোখের ভাবের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি। তার চোখদুটি বন্ধ কিন্তু তার কপালে শঙ্কার লেশ মাত্র নেই। একখানি হাতে করে তখনও সে তার পোষাক চেপে ধরে রয়েছে। যে হাতখানি সে হৃদয়ের উপর রেখেছিল, সে হাতখানি একেবারে শক্ত হ'য়ে উঠেছে। তার হাতখানি অনেক কষ্টে খুলে আমি তার হাতের ভিতর থেকে ছোট একটি কৌটা পেলাম। সেই কৌটার ভিতরে পলের একটি ছবি দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল কখনও সে এই ছবিখানা কাছ ছাড়া করবেনা। মেয়েটির প্রেমের এই শেষ নিদর্শন দেখে আমার দু'চোখে অশ্রু ঝরে পড়লো। দোমঁ্যাগ বুকের উপর করাঘাত করে করুণ ক্রন্দনে আকাশ বিদীর্ণ করলো। আমরা একটি জেলের কুঁড়েতে ভির্জিনির দেহ নিয়ে এলাম। সেখানে আমরা তার দেহ কয়েকজন মালাবার রমণীর জিম্মায় রাখলাম। তারা ভির্জিনির দেহ ধুয়ে মুছে পরিস্কার করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে আমরা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে পৌছে দেখলাম মারগেরীৎ এবং মাদাম লাতুর প্রার্থনা করছেন।

মাদাম লাতুর আমাদের দেখেই চিৎকার করে উঠলো—"আমার মেয়ে—আমার বাছা কই"। আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখে তার হৃদয় আতঙ্কে ভরে উঠলো, তার গলার স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল। মারগেরীৎ চিৎকার করে বললে—"আমার ছেলে কোথায়, তাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন ?" এই কথা বলে সে মুর্চ্ছা গেল। তার জ্ঞান ফিরে এলে আমরা জানালাম পল বেঁচে আছে, গবর্ণর বাহাদুর তার দেখাশুনা করবার ভার নিয়েছেন। মারগেরীতের জ্ঞান ফিরে আসতেই সে মাদাম দে লাতুরের যত্ন নিলে। মাদাম লাতুর তখনও মুর্চ্ছিত। সারা রাত্রি মাদাম দে লাতুর মুর্চ্ছিত হ'য়ে রইলো। আমার মনে হ'লো সন্তান বিহনে মায়ের যে বেদনা তার চেয়ে বড় বেদনা বুঝি আর কিছু নেই। তার জ্ঞান ফিরতে সে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইলো। বৃথাই আমরা তার হাত চেপে ধরলাম, বৃথাই আমরা তাকে ডাকলাম—মনে হ'লো তার যেন কোন অনুভূতিই নেই, আমাদের সহানুভূতি সে যেন একেবারে ভুলে গেছে।

ভোর না হ'তেই একটা পাল্কিতে করে পলকে নিয়ে আসা হ'লো। তার জ্ঞান ফিরে এসেছে, কিন্তু সে কথা কইতে পারছেনা। তার দর্শনে স্ত্রীলোক দুজনের মুখমণ্ডলে যেন একটা

সান্ত্বনার ছায়া পড়লো। তারা দুজনেই পলের পাশে বসে পড়ে তার হাত চুম্বন করলে। দুঃখের আতিশয্যে এতক্ষণ তাদের চোখে এক বিন্দুও জল ঝরেনি, এবার তাদের চোখের বাঁধ ভেঙ্গে অশ্রু ঝরে পড়লো। পলের চোখের জল তাদের অশ্রুর সঙ্গে মিলিত হ'লো। উত্তেজনার পর এই তিন জনের অঙ্গ ছেয়ে এলো এক গভীর অবসাদ—সত্যের মত, মৃত্যুর মত একটা অবসাদময় শান্তি এলো তাদের সারা দেহে।

মঁঃ বুরদনে আমায় গোপনে জানালেন ভির্জিনির দেহ সহরে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে এবং সেখান থেকে তার দেহ পাঁম্পল্‌-মুশেব গির্জায় পাঠানো হ'য়েছে। আমি পরলুইয়ে হাজির হয়ে দেখলাম ভির্জিনির শেষকৃত্য সমাপনের জন্যে বহু লোক সেখানে জড় হ'য়েছে। মনে হ'লো যেন সারা দ্বীপটি তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি হারিয়েছে।

কতকগুলি বন্দুকেব আওয়াজ হ'তে শোভাযাত্রীর দল এগিয়ে চললো। সৈন্যদল তাদের বন্দুকের মুখ নীচু করে চলছে। গম্ভীর তুর্যধ্বনী শুরু হ'লো—সৈন্যদের মুখে বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে—কতবার মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়েছে তারা—কিন্তু আজ যেন মৃত্যুর ছায়া তাদের সকলকে অভিভূত করেছে। সেই দ্বীপের আটজন সুন্দরী যুবতী সাদা-পোষাক পরে হাতে তালপাতা নিয়ে তাদের প্রিয় সঙ্গিনীকে

বয়ে নিয়ে চলেছে। একদল ছোট ছেলেমেয়ে গান গাইতে গাইতে মৃত দেহের অনুসরণ করছে। তাদের পিছনে আসছে দ্বীপের সব গণ্যমান্য স্ত্রী পুরুষেরা। শেষে গবর্ণর সাহেব, তার সঙ্গে জনস্রোত।

ভির্জিনির দেহ সেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছালো। শেষকৃত্যের এত তোড়জোড় যেন সব ভেস্তে গেল—গান থেমে গেল। কানে এল কেবল সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। চারিদিক থেকে ছুটে এলো মেয়েদের দল ভির্জিনির দেহ স্পর্শ করবার জন্যে। মায়েরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে তাদের যেন এমন একটি মেয়ে হয়, যুবকেরা মনে মনে বললে এমন প্রণয়িণী যেন তারা পায়, দরিদ্ররা বললে যেন এমন বন্ধু তারা আবার পায়, দাসেরা প্রার্থনা করলে যেন এমন মনিবের তারা আবার সেবা করতে পায়।

যখন গোরের কাছে ভির্জিনির মৃত দেহ নিয়ে আসা হ'লো, তখন মাদাগাস্কারের ও মোজাম্বিক দ্বীপের কয়েকজন অধিবাসী মৃত দেহের পাশে নানাবিধ ফলপূর্ণ ঝুড়ি রাখলে এবং আশ-পাশের গাছের শাখায় নানা রঙের নতুন কাপড় ঝুলিয়ে দিলে। মৃতকে সম্মান দেওয়ার এই হ'লো সে দেশের নিয়ম। বাংলা দেশের এবং মালাবারের কয়েকজন লোক খাঁচা-ভরা পাখী নিয়ে এসে ভির্জিনির দেহের উপর সেগুলিকে ছেড়ে দিলে।

ভির্জিনির গোরের কাছে পাহারা বসাতে হ'লো, কারণ কয়েকজন যুবতী সেখান থেকে কিছুতে নড়তে চায়না। তারা বলে কিসের আশায় তারা আর বেঁচে থাকবে, তাদের মরা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

পাঁম্পলমুশের গির্জার পূর্ব্বদিকে, একটা বাঁশঝাড়ের কাছে ভির্জিনিকে গোর দেওয়া হ'লো। মার সঙ্গে গির্জায় প্রার্থনা করতে এসে ভির্জিনির এই স্থানটিতে বসতে বড় ভালো লাগতো।

ফিরে যাবার সময় মঁঃ বুরদনে এখানে এলেন এবং তার পক্ষে যতটা সম্ভব মারগেরীৎ ও মাদাম লাতুরকে সাহায্য করলেন। তিনি কয়েক কথায় তাদের সমবেদনা জানালেন এবং পলের কাছে এগিয়ে এসে বললেন "আমি তোমার এবং তোমার সংসারের মঙ্গল কামনা করি, ভগবান আমার মনের কথা শুনবেন। দেখ বন্ধু, তোমায় ফ্রান্সে যেতে হ'বে, সেখানে আমি তোমায় একটা ভালো কাজ করে দেব। তুমি গেলে আমি তোমার মায়েদের যত্ন নেব"। এই কথা বলে তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু পল তার হাত স্পর্শ না করে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

আমি সাহায্য করবার জন্যে তাদের বাড়িতে রয়ে গেলাম। তিন সপ্তাহ পর পল চলতে সক্ষম হ'লো। শরীরে সে যত বল

পেতে থাকে, তার মনের দুঃখ তত বেশী বাড়ে। সে যেন আর কিছুই অনুভব করতে পারেনা, তার চোঁখের দৃষ্টি যেন নিভে গেছে, সে আর কোন প্রশ্নের জবাবও দেয় না। মাদাম লাতুর মরণাপন্ন, সে পলকে বলে—"বাবা যতক্ষণ আমি তোকে দেখতে পাই মনে হয় যেন আমার মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি"।

ভির্জিনির নাম শুনেই সে ছুটে পালায়, হাজার ডাকাডাকি সত্ত্বেও সে আর ফিরে আসেনা। একলা সে যায় বাগানের ভিতর, গিয়ে বসে সেই নারকেল গাছের তলায়, স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ঝর্ণার দিকে। ডাক্তারেরা বললেন তার এ অবস্থা থেকে তাকে ভালো করে তুলতে হ'লে সে যা চায় তাকে তাই করতে দিতে হ'বে। যে নির্জনতার মধ্যে সে ডুবে থাকতে চায় সে নির্জনতা ভঙ্গ করবার এই একমাত্র উপায়।

আমি তাদের মতানুযায়ী কাজ করতে লাগলাম। পলের যেই শক্তি ফিরে এলো সর্বপ্রথম তার কাজ হ'লো, ঘর ছেড়ে দূরে সরে থাকা। আমি তাকে চোখে চোখে রাখতাম, তার পিছু পিছু যেতাম এবং দোমঁ্যাগকে বলতাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খাবার নিয়ে আসতে। ক্রমশ যুবক যখন পাহাড়ের উপর থেকে নামতে থাকে তার আনন্দ এবং শক্তি বেড়ে উঠতে থাকে। প্রথম সে ধরে পাম্পলমুশের রাস্তা। যখন গির্জার পথে বাঁশ ঝাড়ের কাছে এসে পড়ে সে

এগিয়ে যায় ভির্জিনির গোরের দিকে। সেখানে গিয়ে সে নত-জানু হ'য়ে বসে--আকাশের দিকে চোখ তুলে বহুক্ষণ ধরে প্রার্থনা করে। তার অবস্থা দেখে আমার মনে হয় আবার সে তার বিচার শক্তি ফিরে পাবে—কারণ ভগবানের উপর তার এই আত্মসমর্পণ দেখে মনে হয় তার মন আবার কার্যক্ষম হ'য়ে উঠেছে। দোম্যাঁগ ও আমি, আমরাও নতজানু হ'য়ে তার সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলাম। তারপর সে উঠলো—দ্বীপের উত্তর দিকে এগিয়ে চললো—আমাদের উপর যেন তার নজর নেই। পল জানতনা যে ভির্জিনিকে গোর দেওয়া হ'য়েছে, সে একথাও জানতনা যে ভির্জিনির দেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। সেই জন্যে আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, কেন সে ঐ স্থানটায় নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করলে। সে বললে "এখানে এসে আমরা প্রায় বসতাম"।

ক্রমশঃ বনের ভিতর এসে পৌঁছলাম। রাত হ'য়ে গেল। সেখানে আমি খেতে শুরু করলাম এবং তাকেও কিছু খেয়ে নিতে বললাম। তারপর একটা গাছের নীচে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা মনে হ'লো সে যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাবে। সমতল জমির উপর পাম্পলমুসের গির্জার দিকে সে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো, মনে হ'লো যেন সেদিকে

যাবে। কিন্তু হঠাৎ সে বনের ভিতর প্রবেশ করে উত্তর দিকে চলতে লাগলো। আমি বুঝতে পারলাম তার মনের ইচ্ছা, কিন্তু তাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব। 'সুবর্ণ-ধুলা' দ্বীপে আমরা দুপুরের দিকে এসে পড়লাম। সোজাসুজি সে সমুদ্রতীরে নেমে গেল—সে এগিয়ে গেল যে স্থানে জাহাজখানা আছড়ে পড়েছিল। সে চিৎকার করে উঠলো—"ভির্জিনি! আমার ভির্জিনি"। সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদ্রতীরে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো। আমি এবং দোমঁ্যাগ তাকে বনের ভিতর নিয়ে এলাম। আবার যেই তাঁর জ্ঞান হ'লো, সে সমুদ্রতীরে যাবার চেষ্টা করলে। আমরা তাকে বার বার এমন করে নিজের ও আমাদের দুঃখ বৃদ্ধি করতে বারণ করলাম। আমাদের কথা শুনে সে অন্যদিকে চললো। আটদিন ধরে সে শিশুকালে ভির্জিনির সঙ্গে যে সকল স্থানে ঘুরে বেড়াতো সে সকল স্থানে ঘুরলো……যে সকল স্থান একদিন তাদের আনন্দ-ধ্বনিতে মুখরিত হতো, আজ সে সেই সকল স্থান প্রতিধ্বনিত করতে লাগলো "ভির্জিনি, আমার প্রিয় ভির্জিনি"।

ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে তার চক্ষু কোটরাগত হ'লো, গায়ের রং হরিদ্রাভ হ'য়ে উঠলো, তার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। আমার মনে হ'লো যে সকল স্থান চোখে পড়লে তার প্রিয়ার স্মৃতি মনে জেগে ওঠে, আর পূর্বের

আনন্দের কথা মনে পড়লে মন আকুল হ'য়ে উঠছে। এবং নির্জনতা আরও মনের দুঃখকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই সকল স্থান থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে তার মনভাবের পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। এই কথা ভেবে আমি তাকে পাহাড়ের উপরে উইলিয়্যাম গ্রামে নিয়ে গেলাম। সেখানে সে কখনও যায়নি। চাষ বাস এবং নানা প্রকারের ব্যবসা গ্রামখানাকে শব্দমুখর করে রেখেছে······

সেখানে আমি পলকে নিয়ে গেলাম। সেখানে সব সময় আমি পলকে কাজে ব্যস্ত রাখবার চেষ্টা করলাম······কিন্তু সে ভালোবাসে তার ভালোবাসার বস্তুকে। রাত্রি, দিন, নির্জনতা, জন কোলাহল, এমন কি সময় পর্যন্ত সেই প্রিয় বস্তুটিকে তার বুকের ভিতর থেকে সরিয়ে নিতে পারছেনা। উইলিয়্যাম গ্রামের উপর ঘুরতে ঘুরতে আমি পলকে জিজ্ঞেস করলাম—"এবার কোথায় যাওয়া যায়।" সে উত্তর দিকে চেয়ে বললে -"ঐতো আমাদের পাহাড়, চল ওখানে ফিরে যাই।"

দেখলাম কোন উপায়েই তার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করা গেলনা, তখন আমি আমার বিচার বুদ্ধির দ্বারা তার প্রেমকেই আক্রমণ করলাম। আমি বললাম—"হ্যাঁ ঐ পাহাড়ের মধ্যেই তোমার প্রিয় ভির্জিনি বাস করে আর এই দেখ তুমি তাকে

যে ছবিখানি দিয়েছিলে মরবার সময় এ-ছবিখানি তার বুকের উপর ঝুলছিল। তার হৃদয় শেষ পর্যন্ত তোমারই জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল।” আমি ছবিখানি পলকে দিলাম। এ-ছবিখানি পল ভির্জিনিকে ঐ নারকেল গাছ দুটির তলায় দিয়েছিল। সে আগ্রহ সহকারে ছবিখানি নিয়ে চুম্বন করলে। তার রক্তবর্ণ চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো।

আমি বললাম—“বাবা তুমি আমার কথা শোন, আমি তোমারও বন্ধু, ভির্জিনিরও বন্ধু। আমি তোমায় কতবার আনন্দের মাঝখানে জীবনের অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা সম্বন্ধে কত উপদেশ দিয়েছি, আজ তুমি কিসের জন্য এত দুঃখ করছো? এটা কি তোমার দুর্ভাগ্য? এটা কি ভির্জিনির দুর্ভাগ্য?

“তোমার দুর্ভাগ্য? তা সত্যি খুবই দুর্ভাগ্য তুমি তোমার প্রিয় বস্তুকে হারিয়েছ—বেঁচে থাকলে সে গরীয়সী রমণী হ'য়ে উঠতো।

“তোমার জন্যে সে নিজের স্বার্থত্যাগ করেছিল এবং তুমি চেয়েছিলে ধন—তার গুণের একমাত্র মূল্য। কিন্তু যে বস্তুটির জন্যে তুমি অপেক্ষা করছো এবং তুমি মনে করেছ তা' হ'তে তুমি সৌভাগ্যবান হ'তে পারবে, কিন্তু সেই বস্তু যে তোমার দুঃখের কারণ হ'য়ে থাকতনা, তা তুমি কি করে বুঝছ। তার ধন ছিলনা, সে তার দিদিমার সম্পত্তিচ্যুত

হ'য়েছিল। এখন তোমার প্রেমের ফল তার সঙ্গে তোমায় ভাগ করে খেতে হ'তো। সে ফিরে এসেছিল শিক্ষিতা হ'য়ে, নিজের দুর্ভাগ্যে আরো সাহসী হ'য়ে। তোমার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে দেখতে সে প্রতি মুহূর্তে শ্রান্ত হ'য়ে পড়তো। তার সন্তান হ'লে তোমার এবং তার উভয়েরই কষ্ট বাড়তো—সন্তানদের এবং বৃদ্ধ মায়েদের ভরণপোষণ করা তোমাদের পক্ষে কষ্টকর হ'তো।

"তুমি হয়তো বলবে: গবর্ণর আমাদেব সাহায্য করতো। কিন্তু একথা কি তুমি ঠিক করে বলতে পার যে এই উপনিবেশে সব সময় মঃ বুরদনের মত ভালো লোকই আসবে। এখানে যে বদ স্বভাবাপন্ন কোন লোক আসবে না তাইবা তুমি কি করে জানছ। সামান্য কিছু সাহায্যের জন্য তোমার বউ হয়তো তাদের খোসামোদ করতো না? সে দুর্বল হ'য়ে পড়লে তুমি বিরক্ত হ'তে; না হয় সে হ'তো জ্ঞানী, তুমি দরিদ্র হ'য়েই থাকতে।

"তুমি হয়তো বলবে যে ধন ব্যতীতও সৌভাগ্যবান হওয়া যেতে পারে। যে প্রিয় বস্তু আমাদের সঙ্গে লীন হ'য়ে থাকতে চায় তাকে তার দুর্বলতা অনুযায়ী আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করা প্রয়োজন, তার উদ্বিগ্নতার জন্য তাকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন, নিজে দুঃখ পেয়ে তাকে আনন্দ দেওয়া প্রয়োজন

এবং উভয়ের বেদনা থেকে ধীরে ধীরে প্রেমকে বেড়ে উঠতে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে তো আর নেই—তোমার পর, সে ভালোবেসেছিল তোমার এবং তার মাকে। তোমার অশান্ত মনবেদনা এখন তাদের গোরে যাবার পথ ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। তাদের সাহায্য করতে পাওয়াই এখন তোমার সৌভাগ্য মনে কর। দেখ বাবা পরের উপকার করাই হ'লো গুণীর সৌভাগ্য, এরচেয়ে বড় সৌভাগ্য পৃথিবীর উপর আর কিছু নেই। দুর্বল মানুষের জন্যে পরিকল্পনা, আনন্দ, বিশ্রাম, প্রাচুর্য, যশ, এসব কিছুই তৈরী হয়নি। দেখছ তো এক পা আমরা সৌভাগ্যের দিকে বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু এখন সেই পদবিক্ষেপই আমাদের দুর্ভাগ্যের গভীর কন্দরে নিক্ষেপ করেছে। তুমি ধন চাইতে না তা সত্যি, কিন্তু এওতো সম্ভব হ'তে পারতো যে, ভির্জিনি ফিরে এলে দুজনেই তোমরা ধনী হ'তে পারতে। আত্মীয়ের আহ্বান, জ্ঞানী গবর্ণরের পরামর্শ, একটা উপনিবেশের বাহবা, পুরোহিতের প্ররোচনা এসবই তো ভির্জিনির পতন নিয়ে এল। এমনিভাবেই আমরা আমাদের পতনের দিকে এগিয়ে যাই, যা'রা আমাদের রক্ষা করে তারাই ভুল করে বসে। এখন মনে হয় কারুর কথা না শুনলেই ভালো হ'তো—পৃথিবীময় প্রতারণা। এই যে এত লোক দেখছ—তারা সকলেই কাজ করেছে মাঠের উপর, আরও কত লোক যাচ্ছে

ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষণে। আবার এমন কত লোক আছে যা'রা ঘরের বা'র না হ'য়েও কত সুখে থাকে, আনন্দ উপভোগ করে—এরা সকলেই একদিন না একদিন তাদের প্রিয় বস্তুকে হারাবে—ধন, ঐশ্বর্য, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী। এ-ক্ষতির সঙ্গে যোগ দেবে তাদের জীবনের ভুল। কিন্তু দেখ, তুমি নিজের অন্তর খুঁজে দেখ, অনুতাপ করবার মত, দুঃখ করবার মত, তোমার কিছুই নেই—তুমি চিরকালই নিজের উপর নির্ভর করে এসেছ—স্বভাবের বুকেই তুমি মানুষ হ'য়েছ। তোমার মতামত গড়ে উঠেছিল স্বভাবের নিয়মমত, কারণ তা ছিল নিষ্পাপ, সরল এবং স্বার্থহীন। একটা পুণ্যময় অধিকারেই তুমি ভির্জিনির অধিকারী হ'য়েছিলে। তুমি তাকে হারিয়েছ, সে তো তোমার গর্বের ফল নয়, সে তো তোমার না খেয়ে সঞ্চয় করা ধন নয়, তোমার ভ্রান্ত জ্ঞানলব্ধ বস্তু নয় যে জন্যে তুমি তাকে হারিয়েছ। কিন্তু ভগবান অন্যের পরামর্শকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার ক'রে, তোমার প্রিয় বস্তুটিকে হরণ ক'রে নিয়েছেন। ভগবানের কাছ থেকেই তুমি সব কিছু পেয়েছ এবং তারই কাছ থেকে যে জ্ঞান তুমি পেয়েছ সেই জ্ঞান তো তোমার এ ক্ষতির জন্য অনুতাপ করবার অধিকার দেয়না, কারণ সে ক্ষতির জন্যে আমরাই দায়ী।

"দেখ তোমাব এ ক্ষতিতে তুমি কি বলতে

চাও, তুমি তার উপযুক্ত ছিলে না। তাহ'লে কেন তুমি ভির্জিনির দুর্ভাগ্যের জন্যে অনুতাপ করছ?

সে তার ভবিতব্যের ফল ভোগ করেছে। মানুষের জীবন, মানুষের পরিকল্পনা একটা মন্দিরের মত, তার শীর্ষে বসে থাকে মৃত্যু। জন্ম থেকেই সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে তার মায়ের আগে, তোমার আগে, সে যে বন্ধন মুক্ত হ'তে পেরেছে, এইতো সৌভাগ্যের বিষয়। সে যে শেষমৃত্যুর পূর্বে বহুবার মরেনি এই তো সুখের কথা।

"মৃত্যু সকলের ভালোর জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে। বহুদিনের এই শ্রান্তি যাকে আমবা জীবন বলে থাকি—আর মৃত্যু হ'লো রাত্রি। মৃত্যুর গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হ'য়ে মানুষ জীবিত অবস্থায় যে কষ্ট পায় তা ভুলে যায়। সুখী মানুষের দিকে একবার চেয়ে দেখ, বহু কষ্টে তারা জীবনে সৌভাগ্য অর্জন করেছে। কিন্তু ভির্জিনি শেষ দিন পর্যন্ত সুখী হয়েছিল—স্বভাবের বাঁধনে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। দূরে গিয়ে সে সুখী হয়েছিল কারণ সে ছিল সৎ। শেষ মুহূর্তে সেই বিপদসঙ্কুল মুহূর্তেও সে সুখী ছিল, কারণ দ্বীপের দিকে চেয়ে সে বুঝেছিল সারা দ্বীপ তার জন্যে হায় হায় করছে। তোমার দিকে চেয়ে সে বুঝেছিল তুমি তাকে কত ভালোবাস, সে বুঝেছিল আমাদের কাছে সে কত প্রিয় ছিল।

"কিন্তু ভির্জিনি তো এখনও বেঁচে আছে। এ পৃথিবীতে কিছুই নষ্ট হয় না কেবল রূপ পরিবর্ত্তন করে। ভির্জিনি যদি আমাদের সঙ্গে সুখী হ'য়ে থাকে তা'হলে সে এখন আরও বেশী সুখী। কারণ ভগবান একজন আছেন, পৃথিবীর সব কিছুই বলছে ভগবান আছেন। সে প্রমাণ তো তোমায় দেবার প্রয়োজন নেই —হৃদয়ের ভিতরে সন্ধান কর তাকে পাবে, তার শত শত সৃষ্টি তোমার সম্মুখে প্রতীয়মান। তুমি কি মনে কর ভির্জিনিকে তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দেন নি—তুমি কি মনে কর যে শক্তি তাকে সুন্দর করে গড়েছিল, সে তাকে সমুদ্রের উর্মি-মালার বুক থেকে উদ্ধার করে নি।

"আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি এমন একটা স্থান আছে যেখানে মানুষ তার কর্ম্মের উপযুক্ত পুরস্কার পায়। এখন ভির্জিনির আর কোন দুঃখ নেই। যদি সে স্বর্গ থেকে আমাদের সংবাদ দিতে পারতো তা'হলে সে আমাদের জানাতো "ওঃ পল জীবন একটা পরীক্ষা ব্যতীত আর কিছু নয়। আমি স্বভাবকে ভালোবেসেছিলাম—প্রেমকে প্রতারণা করিনি, গুণকে অবহেলা করিনি। আমার মায়েদের কথা রেখে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়েছিলাম। ভগবান দেখেছেন আমার জীবন যথেষ্ট সম্পূর্ণ। চিরকালের জন্যে আমি দারিদ্রতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, লোকের নিন্দা আমায় আর স্পর্শ করতে পারবে না, অপরের

নিদারুণ বেদনার করুণ দৃশ্য আর আমায় দেখতে হ'বে না।
.........আমি এখন একটুকরো আলোর মত সুন্দর, পবিত্র—
জীবনের শেষ রজনীতে তুমি আবার আমায় মনে কোরো.
ওঃ পল, পল বন্ধু আমার. প্রিয় আমার, একবার
মনে কর আমাদের সে সব আনন্দের দিনের কথা—ভোর
না হ'তেই পাহাড়ের শীর্ষে মুক্ত আকাশের সৌন্দর্য কি আনন্দেই
না আমরা উপভোগ করতাম।......এখন সকল সৌন্দর্যের
উৎপত্তিস্থলে আমি রয়েছি। এখন আমি সব দেখতে পাই,
সব বুঝতে পারি, সব উপভোগ করি। পৃথিবীতে থাকলে আমার
দুর্বল অনুভূতির দ্বারা তা আমি উপভোগ করতে পারতাম না।
এখন তোমার জীবনের পরীক্ষা তুমি সহ্য করে যাও, তাতে
তোমার ভির্জিনির সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাবে। এখানে যখন তুমি
আসবে তখন আমি তোমার সকল অনুতাপ বিদূরিত করবো।
ওগো বন্ধু, ওগো স্বামী, ক্ষণেকের দুঃখ ভোলবার জন্যে অসীমের
পানে তোমার আত্মার পাখা মেলে দাও।"

পল চিৎকার করে বললেঃ "সে নেই, সে আর নেই"। সে
আবার ভেঙ্গে পড়লো। কিছু পরে সে বললে—"ভির্জিনি যখন
মরে সুখী হয়েছে তখন আমিও মরবো।"

আমার এত কথা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হ'লো।
সমুদ্রের ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে, আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা

করছি অথচ আমি পারছি না। দুঃখ এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়।"

আমি তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। দেখলাম মারগেরীতের অবস্থা আরও খারাপ।

সে আমায় বললে :

"দেখুন আজ রাত্রে যেন আমি ভির্জিনিকে দেখতে পেলাম। সাদা পোষাক পরে সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তার চারপাশে ফুলের বাগান। সে আমায় বললে, 'মা আমার বড় সুখ।' তাবপর সে হাসতে হাসতে পলের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিলে। আমি চেষ্টা করছিলাম পলকে ধরে রাখতে, কিন্তু আমার মনে হ'লো আমিও যেন এ পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছি, আমি যেন এক অবর্ণনীয় আনন্দে পলের সঙ্গে যাচ্ছি। তখন আমার ইচ্ছে হলো দেলাতুরের কাছ থেকে বিদায় নি। দেখলাম সেও আমার পিছনে পিছনে আসছে এবং তার পিছনে মারী ও দোমিঁ্যাগ।" কিন্তু আমার সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য লাগলো, যখন মাদাম লাতুর বললে সেই রাত্রেই প্রায় একই রকম স্বপ্ন সেও দেখেছে।

আমি তাকে বললাম: "দেখ ভগবানের দয়া ভিন্ন এ পৃথিবীতে কিছু আসে না। স্বপ্নও অনেক সময় সত্য হয়।"

মাদাম লাতুর তার স্বপ্নের কথা আমায় বললে। এ দুটি

স্ত্রীলোকের আমি কখনও কোন কুসংস্কার দেখিনি। তাদের দুজনের স্বপ্নের কথা শুনে আমার মনে হলো সত্যিই হয়তো তাদের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে।

এ স্বপ্নে সন্দেহ করাই বা কেন? জীবনই কি স্বপ্ন নয়?

যাইহোক স্ত্রীলোক দুটির স্বপ্ন শীঘ্রই সত্যে পরিণত হ'লো। ভির্জিনির মৃত্যুর দু'মাস পরে ভির্জিনির নাম বলতে বলতে, পল মারা গেল। পুত্রের মৃত্যুর আট দিনের পর মারগেরীৎ মারা গেল। মরবার সময় সে মাদাম দেলাতুরকে বল্লে "স্বর্গে আবার দেখা হবে—মৃত্যুর মত ভালো জিনিষ আর কিছু নেই। জীবন যদি হয় একটা শাস্তি তা হ'লে সে শাস্তিরও শেষ আছে, জীবন যদি হয় পরীক্ষা তাহ'লে সে পরীক্ষা যত শীঘ্র শেষ হয় ততই ভালো।

মঁ: বুর্দনে দোম্যাগ ও মারীর ভার নিলেন। তাদের আর কাজ করবার ক্ষমতা ছিল না, তারাও আর বেশী দিন বেঁচে রইলো না। তার প্রভুর মৃত্যুর পরই কিদেল কুকুরটাও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে মারা গেল।

আমি মাদাম দেলাতুরকে আমার বাড়িতে নিয়ে এলাম। সে এ সমস্ত ক্ষতি সহ্য করেও বেঁচে রইলো। তার মনের জোর দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। কিন্তু এক মাসের বেশী সে বেঁচে রইলো না। মরবার সময় সে তার মাসীর জন্যে প্রার্থনা করলে।

এই অস্বাভাবিক রমণীটিও তার নিষ্ঠুরতার জন্যে বড় কম শাস্তি পায়নি। শেষ পর্যন্ত জীবন ও মৃত্যু দুইই তার অসহ্য হয়ে পড়লো। কখন সে তার বোনঝি এবং তার নাতনির মৃত্যুর জন্যে দুঃখ করে, কখনও বলে, সে ভালোই করেছে ভিজিনিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে। কখনও দারুণ কুসংস্কার তার মনকে সম্পূর্ণভাবে ছেয়ে ফেলে।

এমনি ভাবে কখনও সে ভগবানের উপর বিশ্বাস করে কখনও সে ভগবানকে মানে না। শেষে যখন সে বুঝতে পারলে তার সমস্ত সম্পত্তি গিয়ে পড়বে তার এক আত্মীয়ের কাছে, তাই হ'লো তার চরম শাস্তি। যখন সে মারা গেল, যারা তাকে সারা জীবন পরামর্শ দিয়ে এসেছিল তারাই তাকে ঘৃণা করতে শুরু করলো।

ভিজিনির পাশেই পলকে গোর দেওয়া হলো এবং তারই কাছে তাদের মায়েদের কবর রাখা হ'লো। তাদের কবরের উপর পাথর বসানো হয়নি' স্তম্ভও গড়ে তোলেনি কেউ, তাদের গুণের বর্ণনা করে কোন কথাও লেখা হয়নি—কিন্তু সকলের বুকে তাদের স্মৃতি গভীরভাবে আঁকা রইলো।